CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 June, 2021 ■ আগরতলা, ৫ জুন, ২০২১ ইং ■ ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দলীয় কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবী নিয়ে মুঙ্গিয়াকামী থানা ঘেরাও করেছে তিপ্রা মথার সমর্থকরা। ছবি নিজস্ব।

দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবী নিয়ে মুঙ্গিয়াকামী থানায় তিপ্রা মথার গণডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া ৪ জুন।। চলতি মাসের ২রা জুন মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বি.এস.সি চেয়ারম্যানের কক্ষে তিপ্রা মথা দলের কর্মী-সমর্থকদের দ্বারা বি.এস.সি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মাকে জোরপূর্বক সরকারি নথিপত্রে স্বাক্ষর করানো এবং পরবর্তী সময়ে বিজেপি আইপিএফটি সমর্থিত বি.এ.সি সদস্যদের মারধর করার বিষয় নিয়ে মুঙ্গিয়াকামী থানায় যে মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল এই অভিযোগ মূলে পুলিশি তদন্ত এবং মামলা তুলে নেওয়ার জন্য শুক্রবার তিপ্রা মথা দলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মুঙ্গিয়াকামী থানায় মিলিত হয়।

তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, গত ২ জুনের যে ঘটনা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এবং ৬ জন তিপ্রা মথা দলের কর্মী-সমর্থকদের নামে মুঙ্গিয়াকামী থানায় মামলা নথিভুক্ত হয়েছে তা তুলে নেওয়ার দাবিতে শুক্রবার তিপ্রা মথা দলের কর্মী সমর্থকেরা মঙ্গিয়াকামী থানায় ডেপুটেশন মিলিত হয়। কারণ তাদের বক্তব্য, এই ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বিজিপি আইপিএফটি দলের সাজানো ঘটনা। এমন কোন ঘটনা গত ২রা জুন মঙ্গিয়াকামী থানা এলাকায় ঘটেনি। তিপ্রা মথা দলের অভিযোগ, বিজেপি আইপিএফটি দলের কর্মী সমর্থকেরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এইসব ঘটনা সাজিয়েছেন। তিপ্রা মথার তরফ থেকে শুক্রবার মুঙ্গিয়াকামী থানায় ডেপুটেশন কালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতি

ত্রিপুরা নীতি আয়োগের ফ্রন্ট রানারের স্বীকৃতি পেয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ স্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতি নিয়ে নীতি আয়োগের ২০২০-২১ সালের প্রদত্ত ইণ্ডিকেটরে ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছে। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, রাজ্য সরকার ভিশন ২০৩০ কে সামনে রেখে ৭ বছরের স্ট্রেটেজি (কৌশল) এবং তিন বছরের জন্য অ্যাকশন প্ল্যান প্রনয়ণ করেছে। রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত ১৭টি ক্যাটাগরিকে সামনে রেখে নীতি আয়োগ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের উন্নয়নের অগ্রগতির অবস্থান তুলে ধরেছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, গত বছর নীতি আয়োগের ইণ্ডিকেটরের প্রেক্ষিতে ত্রিপুরা পারফর্মার ছিল। এবছর স্থায়ী উন্নয়নের মাধ্যমে নীতি আয়োগের প্রদত্ত ইণ্ডিকেটর অনুসারে ত্রিপুরা পারফর্মার থেকে উন্নীত হয়ে ফন্ট রানার রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। এক্ষেত্রে মোট ১২টি ফ্রন্ট রানার রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নীতি আয়োগের এবছরে প্রদত্ত ইণ্ডিকেটর অনুসারে ১৫টি ক্যাটাগরিতে ত্রিপুরার অবস্থান তথ্য সমেত তুলে ধরেন। এ বিষয়ে নীতি আয়োগের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইণ্ডে' অনুসারে ত্রিপুরা অনেকগুলি ক্ষেত্রেই এগিয়ে রয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রায় ত্রিপুরা ৮২ পয়েন্ট নিয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছে। এই সূচকে দেশের শুধুমাত্র ৩টি রাজ্য ত্রিপুরা থেকে এগিয়ে। ক্ষুধা নিমূর্লীকরণে ত্রিপুরা ৫২ পয়েন্ট পেয়েছে। সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য সূচকে ত্রিপুরা এবার ৬৭ পয়েন্ট পেয়েছে। গুণগত শিক্ষায়ও ত্রিপুরা নীতি আয়োগের প্রদত্ত ইণ্ডে' ভাল অবস্থানে রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, অসমতা হাসের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ৮৫ পয়েন্ট নিয়ে সারা দেশে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। পাশাপাশি উৎপাদন এবং ব্যয়ের মধ্যে সমতার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ৯৯ পয়েন্ট নিয়ে সারা দেশে প্রথম স্থানে অবস্থান করছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, শহরবাসী উন্নয়ন সূচকেও ত্রিপুরা ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছে। একই সঙ্গে শান্তি, বিচার, ও মজবুত প্রতিষ্ঠান সূচকে ত্রিপুরা ৮০ পয়েন্ট নিয়ে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে রয়েছে। অনুরূপভাবে লিঙ্গ সমতা, জল ও শৌচাগার, সকলের জন্য বিদ্যৎ, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, শিল্প উদ্ভাবন এবং পরিকাঠামো, জমির উপর অধিকার এবং জীবনযাপন ইত্যাদির নীতি আয়োগের স্থায়ী উন্নয়নের বিভিন্ন ইণ্ডিকেটর রাজ্যের অগ্রগতির বিভিন্ন ধাপ তথ্য সমেত সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা লক্ষ্য নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা। এক্ষেত্রে সকলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জুন।। বিশালগড়ের লক্ষ্মীবিল এলাকার এক জলাশয় থেকে ক ব্যাক্তির রক্তাক্ত মৃতদের উদ্ধার করল পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় পূর্ব লক্ষীবিল এলাকার চা বিক্রেতা জীবন বণিক বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে নিখোঁজ। বাড়ির লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর তার হদিশ পায়নি।কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যায় জীবন বণিক বাড়িতে ফিরেনি। শুক্রবার সকাল আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে একটি জলাশয়ের মধ্যে জীবন বণিকের মৃতদেহ দেখতে পায় পার্শবতী এলাকার লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃত জীবন বণিকের শরীরে, জুতায় এবং জলাশয়ের পাড়েরক্ত দেখতে পায়।সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড় থানার পুলিশ ফরেনসিক টিম এবং ডগ স্কোয়াড কে খবর দেয়।মৃত জীবন বনিকের পরিবারের দাবী তাকে খুন করা হয়েছে।পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

টিএমসিতে মৃত্যু করোনা আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে কর্মরত এক স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হয়েছে করোনায়। ওই কর্মী রবিবার করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই হাসপাতালেই কোভিড আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ তিনি মারা গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর হাসপাতালের অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা অভিযোগ করেছেন সঠিক চিকিৎসার অভাবেই এই মৃত্যু। স্বাস্থ্যকর্মীদের আরও অভিযোগ কোভিড কেয়ার সেন্টারে যারা কর্মরত আছেন তাদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিয়ে প্রশাসন তেমন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। জানা গিয়েছে ওই স্বাস্থ্যকর্মী টিএমসিতে কোভিড কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলার প্রথম থেকেই দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

নমুনা পরীক্ষার নিরিখে রাজ্যে কমল সংক্রমণ আরও ১১ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। নমুনা পরীক্ষার নিরিখে ত্রিপুরায় দৈনিক সংক্রমণ আরও কমেছে। কিন্তু মৃত্যু মিছিল আবারও কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলে রেখেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৬৫০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে এবং আরও ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মৃতের সংখ্যা ছিল একদিনে ৫। দৈনিক মৃত্যু ফের বেড়ে যাওয়ায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য। তবে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনা আক্রান্তে লাগাতার শীর্ষ হারের বৃদ্ধি চিন্তা কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না। অবশ্য, দৈনিক সুস্থতার হার কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। কিন্তু দৈনিক মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি ভীষণ উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৬,৩৯৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৬৫০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। দৈনিক আক্রান্তের হার অনেকটাই কমে হয়েছে ৩.৯৭ শতাংশ। এদিকে, ফের ১১ জনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়েই রেখেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৭০ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনও বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ২৫৯ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৫,৬৫৯ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১,৮৯২ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১৪,৫০১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৫৪ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৫৯৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তবে সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৭০ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫,৬৫৯ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৫৩,৮৭২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪৭,৬০৩ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.৩৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার সামান্য বেড়ে হয়েছে ৮৮.৪৬ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০২ শতাংশ। নতুন করে ১১ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৫৪৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২৫৯ জন, দক্ষিণ জেলায় ৬৪ জন, গোমতি জেলায় ৩৩ জন, ধলাই জেলায় ৪২ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৯২ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪৫ জন, উনকোটি জেলায় ৬২ জন এবং খোয়াই জেলায় ৫৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

কলেজেগুলিতে অনলাইন ক্লাস ৭ জুন থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন ।। ৭ জুন থেকে রাজ্যের কলেজ ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনলাইন ক্লাস শুরু করতে চলছে উচ্চশিক্ষা দফতর। শুক্রবার উচ্চ শিক্ষা দফতরের এই বৈঠক থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই বিষয়ে কি কি বার কোন কোন বিষয় পড়ানো হবে সে রুটিন ঠিক করতে কলেজগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপাতত রাজ্যে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন বন্ধ রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির নিরিখে বর্তমানে কোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার কোন সম্ভাবনা আপাতত লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাই বিকল্প হিসেবে আবার শুরু হতে চলছে অনলাইন ক্লাস। অনলাইন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিও গোনা হবে।

ভানুলাল সাহার উস্কানিমূলক বার্তার সমর্থনে পাশে দাঁড়ালেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান সিপিএম বিধায়ক ভানুলাল সাহার বিতর্কিত এবং উস্কানিমূলক বার্তার সমর্থনে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তাঁর সাফ কথা, বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে ভানুলাল সাহা এবং অন্য সিপিএম নেতাগণ মতামত প্রকাশ করে কোন অপরাধ করেননি।

তিনি বলেন, আমি যতদুর বুঝেছি, ভানুলাল সাহা কাউকে আক্রমণ করার জন্য বলেননি। বরং কেউ মানুষের সাহায্য করবেন না, সে-বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তাই, তাঁদের প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। কারণ, তাঁদের আত্মরক্ষায় নিজেদেরই নামতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি এও দাবি করেন, সিপিএম সন্ত্রাসে বিশ্বাস রাখে না। বিজেপি নিজেদের ব্যর্থতা আড়ালে সিপিএমের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

তাঁর বক্তব্য, সিপিএম নেতাদের গ্রেফতারি পরোয়ানা বেরিয়েছে এমন কোন তথ্য এখনও আমার কাছে নেই। তবে, এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেখা যাচ্ছে। তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সিপিএম, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা কারফিউর সময়সীমা বেড়ে ১০ জুন, কিছু শিথিলতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ উঠা-নামা করছে। তবে, নিম্নমুখী প্রবণতা কমই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিম জেলা ও আগরতলা পুর নিগম এলাকায় সংক্রমণ এখনও দুশ্চিন্তায় রেখেছে ত্রিপুরা সরকারকে।

তাই, করোনা কারফিউয়ের সময়সীমা বাড়িয়েছে ত্রিপুরা সরকার। মেয়াদ বাড়িয়ে ১০ জুন করা হয়েছে। তবে, সামান্য শিথিল করা হয়েছে বিধি নিষেধ। জরুরি পরিষেবার দোকান, বাজার দুপুর ১২ টার বদলে ২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। তেমনি, গ্রামীণ এলাকায় কিছু শিথিলতা আনবে ত্রিপুরা সরকার। আজ সচিবালয়ে একথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।প্রসঙ্গত, রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এই অতিমারি নিয়ন্ত্রণে আগরতলা পুর এলাকা, অন্যান্য শহর এলাকা এবং গ্রামাঞ্চলে চলতি করোনা কার্ফু করোনা নাইট কার্ফুর মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেজন্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন- ২০০৫ অনুসারে ত্রিপুরা স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির স্টেট এগজেকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার গতকাল নতুন নির্দেশিকা জারি করেছেন।

এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে করোনা ডে কার্ফু ৬ জুন সকাল ৫টা থেকে শুরু করে ১০ জুন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে আগরতলা পুর এলাকা ও অন্যান্য শহর ও নগর এলাকায়। বাকি সমস্ত এলাকায় করোনা ডে কার্ফু ৬ জুন সকাল ৫টা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর পর সৎকারে নাজেহাল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ জুন।। উদয়পুরে কোভিড আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর পর সৎকারে নাজেহাল প্রশাসন। কোভিড বিধি অনুযায়ী কোন করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হলে, রোগী যে জেলায় বসবাস করেন, সেই জেলার কোভিড মহাশশ্মানে রোগীর সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে জেলা প্রশাসনকে। সমস্যা দেখা দিয়েছে গোমতি জেলা প্রশাসন এখনো জেলার কোভিড মহাশশ্মান কোথায় হবে - সে জায়গা নির্ধারণে জনগনের বাধার সম্মুখীন হয়ে ফিরতে হচ্ছে প্রশাসনকে।

গোমতি জেলা প্রশাসন এখনো উপযুক্ত জায়গা নির্ধারণ করে কোভিড মহাশশ্মান তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন- আর এই টানাপোড়েনের মধ্যে যে সকল কোভিড আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হচ্ছে, সমস্যার সম্মুখীন যেমন মৃতের পরিবার হচ্ছে সেরূপ বাদ যাচ্ছেনা জেলা ও সাধারণ প্রশাসন। গত সোমবার গোমতি নদী সংলগ্ন জামজুড়ি গ্রামের পঞ্চায়েতে কোভিড মহাশশ্মান তৈরীর জন্য নির্মান সামগ্রী দিয়ে মহাশশ্মান তৈরি করতে গিয়ে গোমতির ঐ পাড়ে অবস্থিত শালগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শদুয়েক মহিলা পুরুষ শশ্মান তৈরীতে বাঁধা সৃষ্টি করায় বন্ধ হয়ে আছে মহাশশ্মানের নির্মান কাজ।

সংবাদ সূত্রে জানা যায় জামজুড়ি গ্রামের এই মহাশশ্মান আদৌ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে গত কয়েকদিন ধরে মৃত কোভিড রোগীদের সৎকার করা নিয়ে। সমস্যা জেলার শুধু উদয়পুর মহকুমাকে ঘিরে, অমরপুর ও করবুক মহকুমাতে করুনা রোগী মৃত্যু হলে স্থানীয় স্তরে মহাশশ্মানেই মৃত ব্যক্তির সৎকার হচ্ছে। গত আট দিন আগে চন্দ্রপুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলম্বে নমুনা পরীক্ষা ও টিকাকরণ না হওয়ায় রাজ্যে মৃত্যু মিছিল দীর্ঘায়িত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। নমুনা পরীক্ষায় বিলম্ব এবং টিকাকরণ হয়নি, প্রধানত তাঁরাই করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখায় বেশি। তবে, টিকা নেননি এমন করোনা আক্রান্তদেরই মৃত্যু সবচেয়ে বেশি হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, শুধু বয়স্ক নন, অল্প বয়সীরাও করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এমনকি অন্য জটিল রোগে আক্রান্ত নন, তাঁরাও করোনা সংক্রমিত হয়ে মারা গেছেন। ত্রিপুরায় করোনায় দ্বিতীয় ঢেউ-এ এখন পর্যন্ত ১৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে দুই জন শিশুও রয়েছে। মৃত্যু রিপোর্টের বিস্তারিত বিশ্লেষণে ওই সমস্ত তথ্য উঠে এসেছে।

আজ কোভিড নোডাল অফিসার ডা: দ্বীপ কুমার দেববর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে করোনা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ১০,০৬,৪২৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে শুধু এবছর পরীক্ষা হয়েছে ৪,২৬,১৫২ জনের। মোট করোনা আক্রান্ত যেখানে ৫৩,৮৭২ জন, সেখানে শুধু এবছর করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২০,৬০৪ জন। সামগ্রিক আক্রান্তের হার ৫.৩৫ শতাংশের তুলনায় এবছরের হার ৪.৮৩ শতাংশ। মৃত্যু যেখানে এখন পর্যন্ত হয়েছে ৫৩৬ জনের, সেখানে শুধু এবছর করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১৫৪ জন। তাঁর কথায়, ৭ দিনের রিপোর্টকে বিশ্লেষণ করে সর্বশেষ করোনা আক্রান্তের পরিস্থিতি নির্ণয় করা হয়। তাতে, গত ৭ দিনে ত্রিপুরায় ৯৬১০৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৫৮২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে এবং আক্রান্তের হার ৪.৭৬ শতাংশ। মৃত্যু হয়েছে ৫৪ জনের। তিনি যোগ করেন, চলতি বছরে ১ এপ্রিল থেকে ৩ জুন পর্যন্ত ৩,৬৪,৯২৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২০৩৫৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে এবং আক্রান্তের হার ৫.৫৭ শতাংশ। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১৪৭ জনের।

আজ তিনি করোনায় মৃত্যুর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। তাতে, দেখা গেছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এ ১৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে পুরুষ ১০৫ জন এবং মহিলা রয়েছেন ৪৯ জন। ওই মৃতদের মধ্যে অন্য জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন ৮৩ জন এবং বাকি ৭১ জনের কোন রোগ ছিল না। রিপোর্ট অনুযায়ী, তাদের মধ্যে ১৪২ জন প্রাতিষ্ঠানিক চিকিতা কেন্দ্রে এবং ১২ জন বাড়িতে আইসোলেসনে মারা গেছেন। সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হল, তাদের মধ্যে ১২৯ জন টিকা নেননি, প্রথম ডোজ নিয়েছেন ১৬ জন এবং ৯ জন করোনার টিকা-র দুইটি ডোজই নিয়েছেন। ওই রিপোর্ট থেকে আরও জানা গেছে, সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে পশ্চিম জেলায়। মৃতদের তালিকায় পশ্চিম জেলায় ৯৬ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২০ জন, খোয়াই জেলায় ৬ জন, গোমতি জেলায় ৬ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩ জন, ধলাই জেলায় ৭ জন, উনকোটি জেলায় ১৪ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের তেলিয়ামুড়ায় বন্য হাতির তান্ডব, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুন।। ফের আঠারো মুড়া পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসেছে বন্য হাতির দল। গত কয়েকদিনে বন্যহাতির তাণ্ডবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ডিএম কলোনি এলাকার কৃষকরা।ফের বণ্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককূল। এবারের ঘটনা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে মহারানীপুর ডি.এম পাড়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডি.এম পাড়া এলাকায় বুধবার ও বৃহস্পতিবার দু'দিন ধরে লাগাতার বন্য হাতির দল এলাকায় উন্মত্ত তাণ্ডব চালিয়েছে। তাতে এলাকার কৃষককূল ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।এলাকার সৌমেন মল্লিক; শংকর মজুমদার সহ অন্যান্য কৃষকের কৃষি জমিতে তাণ্ডব চালিয়ে ফসল ধ্বংস করে দিয়েছে।

এলাকার লোকজন হাতি তাড়ানোর কাছে নিয়োজিত ভলান্টিয়ার্সদের খবর দিলে তারা এসে বাজি পটকা পুড়িয়ে হাতিগুলোকে এলাকা থেকে জঙ্গলের দিকে দাঁড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে খবর পাঠানো হয় তেলিয়ামুড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ২৩২ ■ ৫ জুন ২০২১ ইং ■ ২১ জৈষ্ঠ ■ শনিবার ■ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

নতুন বিপদের হাতছানি

গোটা বিশ্ব কোভিড সংক্রান্ত দূষণ নিয়া বিপর্যস্ত। এ বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণাপত্র ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এ ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতি মাসে বিশ্বে ১,২৯,০০ কোটি মাস্ক ও ৬,৫০০ কোটি গ্লাভস ব্যবহৃত হইতেছে। প্রতি মিনিটে ৩০ লক্ষ মাস্ক বর্জ্যে পরিণত হইতেছে, যার ৭৫ শতাংশ যাচ্ছে মাটির নীচে, অথবা সমুদ্রে। মাস্কগুলো প্রায় সবই পলিপ্রপিলিন, পলিইথিলিন, পলিএস্টার ও পলিস্টাইরেন জাতীয় পলিহাইড্রোকার্বন দিয়ে তৈরি, যাহা মাটিতে ও জলে নির্গত করিতেছে প্রচুর পরিমাণে মাইক্রোপ্লাস্টিকস। এই মাইক্রোপ্লাস্টিকস সম্পূর্ণ ভাবে পরিবেশে মিশিয়া যাইতে ৪৫০ বছর সময় লাাগিবে বলিয়া অনুমান। কিন্তু তাহার আগে এই আণুবীক্ষণিক বিষ জলে-স্থলে ছড়াইয়া শুধু জীবজগতের অপূরণীয় ক্ষতিসাধনই করিবে না, আমাদের খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে মিশিয়া নানাবিধ গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যাও তৈরি করিতে পারে।

বিশ্বের খুব কম দেশই এখনও পর্যন্ত পিপিই কিট বর্জ্য নিয়া চিন্তা ভাবনা শুরু করিয়াছে। ভারতে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে তেমন উদ্যোগ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ভারতে শুধু করোনা পরীক্ষাতেই দৈনিক ১৪.৫ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হইতেছে। আরও ১০১ টন বর্জ্য কোভিড চিকিৎসা সংক্রান্ত। মনে রাখিতে হইবে, এই তথ্য ২০২০ সালের, এই বছরে ঘটা দ্বিতীয় তরঙ্গের নয়।গত বছরের তথ্য অনুযায়ী, দেশের মধ্যে দৈনিক গড় কোভিড সংক্রান্ত প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনে সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্র (১৮ টন)। তার পরে যথাক্রমে রয়েছে গুজরাত (১২ টন), দিল্লি (১১ টন) ও তামিলনাড়ু (১০ টন)। পশ্চিমবঙ্গ (৬.৫ টন)। এই বছরের সম্পূর্ণ তথ্য এখনও প্রকাশিত হওয়ার সময় হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় তরঙ্গের বিশালতা আর ভয়াবহতা প্রথম তরঙ্গের প্রায় চার গুণ বেশি। তাই আশঙ্কা যে, এই বর্জ্যের আকার আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিবে ২০২১-এর শেষে।এই তো গেল শুধুমাত্র কোভিড সংক্রান্ত বর্জ্যের কথা। অনলাইন কেনাকাটা আর খাবারের হোম ডেলিভারির হাত ধরিয়া আরও বিভিন্ন রকম প্লাস্টিক বর্জ্যের উৎপাদন বাড়িতেছে। সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান এখনও সামনে না আসিলেও প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাইতে পারে। যেমন, তাইল্যান্ডের একটি গবেষণা জানাইয়াছে যে, সে দেশে কোভিডের কারণে দৈনিক প্লাস্টিক ব্যবহার ১৫০০ টন থেকে প্রায় ৬৩০ টন হইয়াছে। সিঙ্গাপুরে শুধুমাত্র খাবারের প্যাকেজিংয়ে ২০২০ সালের এপ্রিল-মে মাসে ১৩৩৪ টন প্লাস্টিক ব্যবহার ইয়েছিল। আমাদের দেশেও, বিশেষত শহরাঞ্চলে, বাড়িতে খাবার ডেলিভারি যে গত বছর থেকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হোম ডেলিভারির খাবারের প্যাকেজিং সাধারণ ভাবে প্লাস্টিক বা থার্মোকেল দিয়াই তৈরি হইয়া থাকে। কোভিডের প্রেক্ষিতে প্লাস্টিকের জলের বোতলের ব্যবহারও সারা দুনিয়াতেই বাড়িয়াছে। ভারতও ব্যতিক্রম নয়। এ ধরনের প্লাস্টিক খুব স্বল্প পরিমাণেই পুনর্ব্যবহারযোগ্য। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এর এক সমীক্ষা জানাইয়াছে বেশির ভাগ মানুষের বিশ্বাস যে, অতিমারি পরিস্থিতিতে এক বার মাত্র ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক অনেক নিরাপদ। তাই এর ব্যবহারের বিপুল বৃদ্ধি এখন অনিবার্য। ব্রিটেন, পর্তুগাল ও আমেরিকার বেশ কিছু জায়গায় এ ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহারের উপরে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। ভারতের দুর্দশা এখানেই শেষ নয়। বিপুল সংখ্যক শবদাহের জন্য দিল্লি সরকার প্রায় ২০০টি বড় গাছ কাটার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে। সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রজেক্টে কাটা পড়েছে আরও ৬০টি প্রাচীন গাছ। প্রতিটি চিতায় প্রায় তিন-চার কুইন্টাল কাঠের প্রয়োজন হচ্ছে। শুধুমাত্র দিল্লিতেই ১০,০০০ কুইন্টাল কাঠের প্রয়োজন হইয়াছে গত এক মাসে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাঠের বিশাল অভাব দেখা দিয়াছে, এবং মনে করা হইতেছে কাঠ না পাওয়ার সমস্যার কারণেও নদীতে শবদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হইয়া থাকিতে পারে। বিভিন্ন কোভিড-কবরে স্থান অকুলান হওয়ার কারণে সাধারণ সমাধিস্থল মৃতদেহের সৎকারের জন্যে খুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে স্থানীয় প্রশাসন।

কোভিড-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দূষণ কী ভাবে আমাদের আরও ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন করিয়াছে যাহার মধ্যে ভাইরাসের আরও সম্ভাব্য মিউটেশন থেকে পানীয় জল ও খাদ্যে মারাত্মক দূষণ, অনেক আশঙ্কাই রহিয়াছে তাহার সম্যক ধারণা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন বিস্তর গবেষণা। সেই গবেষণায় এক ছাতার তলায় আনিতে হইবে বিজ্ঞানী, পরিসংখ্যানবিদ, চিকিৎসক থেকে শুরু করিয়া সমাজবিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদদের। সরকারের প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কিন্তু এই বিপুল কর্মযজ্ঞ সফল রইবে না।

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর পোস্ট, লালবাজারে অভিযোগ দায়ের

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.) : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কুরুচিকর পোস্ট। বিষয়টি নিয়ে লালবাজারের সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ দায়ের করা হল। সম্প্রতি রাজা চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তির ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি কুরুচিকর পোস্ট দেখা যায়। ওই পোস্টটিতে বলিউড ছবি 'রামলীলা'র একটি দৃশ্য দেখা গিয়েছে। আদতে ওই দৃশ্যে অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল পোস্টটিতে দীপিকা পাড়ুকোনের জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গিয়েছে। বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষই ইন্টারনেট নির্ভর। সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর প্রায় সকলের। তাই খুব কম সময়েই মুখ্যমন্ত্রীর মুখ বসানো বিকৃত ওই পোস্টটি ভাইরাল হয়ে যায়। কেউ কেউ ওই পোস্টটি দেখে বেশ উচ্ছ্বসিত হন। আবার নিন্দাতেও সরব হন অনেকেই। এহেন পোস্টটি হুগলি জেলা যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষের চোখে পড়ে। আর তা দেখে ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন তিনি। অভিযোগ দায়ের করেন থানায়। সেই সূত্র ধরেই লালবাজার সাইবার ক্রাইমেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তবে নিছক মজা করে ওই ব্যক্তি এহেন বিকৃত পোস্ট করেছে নাকি এর নেপথ্যে রাজনৈতিক কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মুকুল রায়কে নিয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের মন্তব্যে প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.) : বিজেপি বিধায়ক মুকুল রায়ের স্ত্রীর খোঁজখবর নিতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন তৃণমূলের যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টা নিয়ে যে রকম আলোচনা হচ্ছে তাতে অসন্তোষ জানিয়েছেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং।

মুকুল রায় ও অর্জুন সিং। দুজনের ব্যাপারে একটা মিল আছে। দুজনেই তৃণমূল থেকে ভিড়ে গিয়েছিলেন বিজেপিতে। কিন্তু সেই মুকুল রায়কে ঘিরে এবার অসন্তোষ দানা বেঁধেছে বিজেপির অন্দরে। আরও একটু খোলসা করে বলা যায় গোটা ঘটনাকে ভালো চোখে দেখছেন না বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। কিন্তু কোন সেই ঘটনা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, দিন কয়েক আগেই হাসপাতালে ভর্তি মুকুল রায়ের স্ত্রীকে দেখতে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুকুল রায়ের স্ত্রী মাতৃসম, হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার পর এমনটাই মন্তব্য করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, এনিয়ে মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু জানিয়েছিলেন সৌজন্যসাক্ষাৎ নয়, নিজের কাকিমাকে দেখতে এসেছিলেন অভিষেক। এরপরই মুখ খুলেছেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন,লক্ষ লক্ষ কর্মী ঘরছাড়া। ভোট পরবর্তী হিংসায় অনেক কাকিমার কোল খালি হয়ে গেল। শহিদ সৈকত ভাওয়ালের খুনীরাও পার পেয়ে গেল। সেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা মানায় না। তিনি আরও বলেন, রায় পরিবার ও ব্যানার্জি পরিবারের কী সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে তা আমার জানা নেই। মুকুল রায় ও শুভ্রাংশু রায়ের আবার বিজেপিতে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে জল্পনা যখন গোটা বাংলা জুড়ে, তখনই মুখ খুললেন অর্জুন। তাঁর ধারণা, মুকুল রায় দলবদলের ভুল করবেন না। কিন্তু রাজনৈতির পর্যবেক্ষকদের মতে, আগামী দিনে দুই পরিবার রাজনীতির আঙিনায় আরও কতটা কাছাকাছি আসে সেদিকেই তাকিয়ে গোটা বাংলা।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

লক্ষ্য যখন লাক্ষাদ্বীপ

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

ছোট্ট একটা দ্বীপ প্রদেশ আর শান্তির সহাবস্থান বলতে যা বোঝায় তাই হলো লাক্ষাদ্বীপ। ভারতীয় উপমাহাদেশে তো বটেই গোটা এশিয়ার মানচিত্রে জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে এক অমূল্য স্পদের অধিকারী এইদ্বীপ প্রদেশটি। মাত্র ৬০ হাজারের কিছু বেশি মানুষ এই দ্বীপরাজ্যে বষবাষ করেন যাদের অধিকাংশই গরিব মৎসজীবী। অপূর্ব নৈষর্গিক যৌন্দর্যে মোড়া এই শান্ত দ্বীপপুঞ্জ হঠাৎ করেই কিছুদিন ধরে খবরের শিরোনামে উঠে আষছে। আরব ষাগরের বুকে গোলাকৃতি ৩৬টি প্রবালদ্বীপ নিয়ে গঠিত এই লাক্ষাদ্বীপ অ্যাদ্দিন কেন্দ্রীয় ষরকারের নিযুক্ত একজন প্রশাসকের দ্বারাই চালিত হতো। সাধারণত খুব সিনিয়র আমরা বা আইপিএষ অফিসাররাই এই দায়িত্ব পেয়ে থাকতেন, তবে সেই ধারায় ব্যতিত্রুম ঘটিয়ে গুজরাটের একজন সাবেক বিজেপি নেতাকে এই পদটি দেওয়া হয়েছে মাষ ছয়েকের একটু বেশি সময় ধরে। শোনা যাচ্ছে গত ছ'মাস ধরে লাক্ষদ্বীপে এই প্রশাষকের দায়িত্ব যিনি পালন করছেন সেই প্রফুল খোদা প্যাটেল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র ঘনিষ্ঠ মিত্র। এই পর্যন্ত তো ঠিকই ছিল, কিন্তু গোল যেখানে বাঁধল সেটা হলো এমন একটা শান্তিপ্রিয় অঞ্চল প্রায় রাতারাতি নরকগুলজারে পরিণত হলো এই প্যাটেল বংশোদ্ভুত খোদার তত্ত্বাবধানে। কেমন করে এটা হলো সেটাই এ প্রতিবেদনের মুখ্য বিষয়। দেশের মধ্যে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন রাজ্য তথা টেরিটরি, ৯৬ শতাংশ নারীশিক্ষা নিয়ে দেশের ষর্বোচ্চ অবস্থানে অবস্থিত এমন একটি অঞ্চল যেখানে জন্মস্থানে অবস্থিত এমন একটি অঞ্চল যেখানে জন্মহার ও অপরাধ প্রবণতা দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম। এই লাক্ষ্যদ্বীপই বর্তমানে সম্ভব কর্তাদের মূল লক্ষ্যে পরিণত হলো। অবশ্য এটা প্রথম নয়, সবসময়ই তাঁরা এমন কিছু অদ্ভুত সমস্যা তৈরি করেন, যাতে সাধারণ মানুষ অন্নবস্ত্র, বাস্থান ইত্যাদি স্থানীয় মৌলিক চাহিদার দাবি ভুলে মেতে থাকেন কিছু সজ্জিত ষমষ্যা নিয়ে, যেখানে বেঁচে থাকাটাই যেন আচ্ছে দিন বলেমনে হবে। আজ নয় সঙ্ঘকর্তাগণ তাদের সাত বছরের অপশাষনে ঠিক এই জিনিসটাই করে আসছেন। এরই ধারাবাহিকতায় নতুন যে সমস্যাটা তেনারা তৈরি করেছেন—তার নাম লাক্ষাদ্বীপ।

আরব ষাগরের বুকে লাক্ষাদ্বীপের দায়িত্ব হাতে নিয়েই খোদাজি এমন কয়েকটি বিতর্কিত পদক্ষেপ নিয়েছেন, যার বিরুদ্ধে ওই দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা এখন ক্ষোভে ফুঁষছেন। যম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা 'যেইভ লাক্ষাদ্বীপ' ক্যাম্পেনও শুরু করেছেন, যাতে পার্শ্ববর্তী রাজ্য কেরালার বহু তারকা ও রাজনীতিবিদরাও যমর্থন জানাচ্চেছন। ভারতের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শারদ পাওয়ার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে লাক্ষাদ্বীপের প্রশাষকেক সরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। দেশের রাষ্ট্রপতির কাছেও একই দাবি জানিয়েছেন কেরালার বিভিন্ন দলের ষাংষদরা।

আসুন তার আগে আমরা একটু জেনে নিই যে খোদাজি এমন কি কান্ড ঘটনালেন যাতে মাত্র ছ'মাসের মধ্যে লাক্ষদ্বীপ তার বিরুদ্ধে এভাবে বিদ্রোহ করে বসেছে? তার আগে আরেকটু জেনে নিই লাক্ষাদ্বীপ, এই দ্বীপ প্রদেশের জগগণ আর খোদাজির সম্পর্কে। লাক্ষাদ্বীপ দেশের ৮টি কেন্দ্রশাষিত অঞ্চলের একটি, কেরালার মূল ভূ-খণ্ড মালাবার উপকূল থেকে ২০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম অবস্থিত একটি দ্বীপপুঞ্জ। লাক্ষাদ্বীপে ১টি মাত্র জেলা রয়েছে, যেটিই একমাত্র লোকষভা আষন। লাক্ষাদ্বীপের রাজধানীর নাম কাভারাত্তি, ষবচেয়ে বড় শহর। অসংখ্য মৃত প্রবাল কীটের দেহাবশেষ সঞ্চিত হয়ে সমুদ্র মধ্যে এই দ্বীপদ্বসমূহের যৃষ্টি হয়েছে বলে এই দ্বীপপু—জকে 'প্রবালদ্বীপ'ও বলা হয়ে থাকে। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপার্থিব চোখজুড়ানো, আর এটাতেই এখন পুঁজিবাদী হাঙরদের দৃষ্টি পড়েছে।

ভারতের রাজ্যে ও কেন্দ্রশাযিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে কাশ্মীর ছাড়া একমাত্র মুসলিম-প্রধান এলাকা হল লাক্ষাদ্বীপ। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের সকল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে প্রশাষক হিষাবে অফিসারদেরই নিয়োগ দেওয়া হতো, ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় এসেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়। 'দমন ও দিউ' এর প্রশাষক হিসাবে গুজরাতের এক বিজেপি নেতাকে প্রাশাসক পদে নিযুক্ত করে, ২০১৬ যালে সেই ব্যক্তিকেই 'দাদরা, নাগরাভেলির'ও প্রশাসক পদে বসিয়ে দেওয়া হয়। নেতাটির নাম প্রপুল্ল খোদা প্যাটেল, সঙ্ঘ পরিবারের এই স্বয়ঁষেবক এতটা মোদি-শাহ ঘনিষ্ঠ যে ২০১২ সালে সোহরাবউদ্দিন শেষ এনকাউন্টার কেষে যখন অমিত শাহকে জেলে যেতে হয়েছিল, তখন গুজরাতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বও পেয়িছিলেন এই প্রফুল্ল খোদা প্যাটেল। ২০২০ সালের ৫ ডিযেম্বর এই প্রপুল প্যাটেলকেই লাক্ষাদ্বীপের প্রশাসক পদে নিযুক্ত করে ভারতের রাষ্ট্রপতি তথা মোদি। এমনিতেই এই সব কেন্দ্রশাষিত রাজ্যগুলোতে গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে নিজেদের প্রশাসক বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই, কারণ এদের কোনো

বিধানসভা নেই। এভাবেই ভারতের পশ্চিম তীরের সবকটি কেন্দ্রশাষিত অঞ্চলকে কার্যত একজন গুজরাতি সঙ্ঘনেতার হাতে তুলে দেওয়া ষম্পন্ন হয়। অতঃপর দীর্ঘ ৬ মাসের প্রচেষ্টার দরুন লাক্ষাদ্বীপকে নরকে পরিণত করেছেন এই ঘনিষ্ঠ মিত্র।

খোদাজি প্রথম বার লাক্ষাদ্বীপের দায়িত্বে এসেই যেটা করলেন সেই বিতর্কিত পদক্ষেপের এই তালিকা আষলেই বেশ দীর্ঘ। লাক্ষাদ্বীপের দায়িত্ব নিয়েই তিনি এমন কিছু জনবিরোধী আইন লাগু করলেন যাদা চোখে যার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। পাতি বাংলায় বললে যা দাঁড়ায় তা হলো ৯৭ শতাংশষ মুসলিম অধ্যুষিত এই দ্বীপরাজ্যে কঠোর হিন্দুত্ববাদী আইন বলবৎ করলেন। যাতে সংখ্যালঘু মুসলমানেরা উচ্ছেদ হয়ে যায়, আর ষেই জমিতে সিলেক্টিভ গুজরাতি বেনিয়ারা হোটেল রিষর্ট বানাতে পারে। প্রশাসসক প্রফুল খোদা প্যাটেল লাক্ষাদ্বীপের নিজস্ব সংস্কৃতিকে আঘাত করেছেন বলেই তার বিরুদ্ধে জনমত এভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে। ফেষবুক, টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় শত শত দ্বীপবাষী 'সেইভ লাক্ষাদ্বীপ' ক্যাম্পেইনে সামিল হয়েছেন। দাবি জানাচ্ছেন প্রশাসককে সরানোর। কেরালার সঙ্গে লাক্ষাদ্বীপের সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য যোগাযোগ খুব নিবিড়, লাক্ষাদ্বীপের বেশির ভাগ মানুষ মালয়লাম ভাষাতেই কথা বলেন। যেই কেরালার মেগা-তারকা ও সিনেমা অভিনেতা পৃথ্বীরাজও এই 'সেইভ লাক্ষাদ্বীপ' ক্যাম্পেইনকে যমর্থন করছেন। কেরালার সিপিআই সাংসদ বিনয় বিশ্বমও মনে করছেন, নতুন প্রশাষক আসলে মুসলিম-প্রধান লাক্ষাদ্বীপে একটি সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছেন। পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে খোদাজি বিজেপি ও আরএসএসের দালাল হিসেবে লাক্ষাদ্বীপে কাজ করতে এসেছেন। তার অনুগত্য বিজেপি'র প্রতি, দেশের সংবিধানের প্রতি নয়।

পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে উঠেছে যে যাক্ষাদ্বীপ বিজেপি'র যুব শাখার আটজন নেতাও এক সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেছেন। তাদের ইস্তফাপত্র আবার টুইট করেছেন কংগ্রেস নেতা ও এমপি শশী থারুক। ইতিমধ্যে ভারতের এই মুষলিম-অধ্যুষিত দ্বীপপুঞ্জে তাদের নিজস্ব আচার-সংস্কৃতি, জীবনধারা ও রীতি রেওয়াজ রক্ষার আন্দোলন ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে, রাজ্যসভার বাম সাংসদ ইলমারাম করিমের লেখা একটা চিঠিকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে যদিও মোদী মিডিয়া এটাকে ধামাচাপা দিয়েই রেখেছে। চিঠিতে রয়েছে, কীভাবে মোদি সরকার লাক্ষাদ্বীপে সাম্প্রদায়িক অশান্তির বীজ বপন করে যেখানের মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করছে ও তাদের উপরে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাচ্ছে। যাতে করে দ্বীপের অধিবাসীরা দ্বীপ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। বাম সাংসদ, করিমের চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে 'রিফর্ম ও ডেভলপমেন্ট -এর নাম করে দ্বীপজ মানুষের ঐতিহ্যবাহী যে সংস্কৃতি, তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে সঙ্ঘ কর্তাগণ। এরাই ধারাবাহিকাতায় লাক্ষাদ্বীপের একমাত্র সাংসদ, এন সি পি এর মহম্মদ ফয়জলও রাষ্ট্রপতিকে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছেন-প্রশাষক প্রফুল্ল প্যাটেলের এই নীতির বিরোধিতা করার জন্য ৩০০ সরকারি কর্মীকে সাসপেন্ড কথা ছাঁটাই করা হয়েছে বিগত পাঁচ মাষে। এক কথায় নাগপুরের নির্দেশে চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে পুঁজিপতিদের চৌকিদার বেচুবাবুদের দল। এবার একটু চোখ বুলিয়ে নিই লাক্ষাদ্বীপের একুশে আইনের ওপের। যেহেতু বিধানসভা নেই, তাই পঞ্চায়েতের হাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পশুপালন ও মৎষ্য দপ্তর পরিচালনের ভার ছিল, সেগুলো কেড়ে নিয়ে নিয়ে প্রশাষকের এক্তিয়ারে কুক্ষিগত করেছে প্যাটেল। স্থানীয় মানুষের হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।

যাদের দুটোর বেশি সন্তান আছে কিম্বা যার তৃতীয় বা ততোধিক সন্তান— তারা নির্বাচনে লড়তে পারবে না। এরদ্বারা ৯৮ শতাংশ স্থানীয় নেতা-নেত্রীকে রাজনীতির ময়দান থেকে বাতিল করে দেওয়া গেছে। প্রষঙ্গত দেশের ৩০৩ জন বিজেপি সাংসদের মধ্যে ৯৬ জনেরই ৩টে ষন্তান আছে।

৯৭ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে গোমাংষ নিষিদ্ধ করেছে, কেই গোমাংষ যমেত ধরা পড়লে তার ষমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আইন এনেছে। মালায়লি সংস্কৃতিতে ষর্বধর্ম নির্বিশেষে গোমাংস বৈধ। মদের উপরে এতদিন নানান বিধি নিষেধাজ্ঞা ছিল দ্বীপরাজ্যটিতে, সেটা তুলে নিয়ে মদ থেকে যাতে বেশি রাজস্ব আদায় হয় তার উপরে জোর প্রচুর বার খোলা হয়েছে। প্র,ঙ্গত মোদি তথা প্রফুল্ল প্যাটেলের নিদের রাজ্য গুজরাতে মদ নিসিদ্ধ।

সকল সরকারি অফিস সহ স্কুল-কলেজে সমস্ত ধরনের 'ননভেজ' খাদ্য আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে। একটা দ্বীররাজ্যে যেখানে সি-ফুডই তাদের মুখ্য খাদ্য, তারা যেই মাছটুকুও খেতে পারবে না।

'লাক্ষাদ্বীপ ডেভলপমেন্ট অথেরিটি রেগুলেশন অ্যাক্ট ২০২১ (এল ডি এ আর) আইনের বলে দ্বীপের যে কোনো ব্যক্তিকে তার ভূমি থেকে উচ্চেদ করে দিতে পারবে সরকার, বিনা নোটিশে ও বিনা ক্ষতিপূরণে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মামলা পর্যন্ত করতে পারবে না।

'প্রিভেনশন অফ অ্যান্টিসোস্যাল অ্যাক্টিভিটিস (পি এ এস এ) নামের একটা নতুন 'গুণ্ডা আইন' লাগু করেছে, যার দ্বারা ষরকার যে কোনো ব্যক্তিকে জাস্ট হাপিস করে দিলেও, ব্যক্তিটির পরিবারকে ১ বছর পর্যন্ত জানাতে বাধ্য নয়, যেই ব্যক্তি কোথায় আছে বা তার অপরাধ কী? এই সময় সেই ব্যক্তি কোনো রকম আদালত তথা আইনি যুরক্ষা পাবে না।

অর্থাৎ, আপনি গোমাংস খেলেন কি না খেলেন, মদ খেলেন কি না খেলেন আপনাকে এই ছুতোতে আইনশ্বারা আপনার সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করে দেবে। এবারে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার দরুন আপনি যদি প্রতিবাদ করেন, কিম্বা শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি পরিসেবা ষংক্রান্ত বিষয়ে যদি প্রতিবাদ আন্দোলন করেন তাহলে আপনাকে আইন দিয়ে জাস্ট গায়েব করে দেবে রাষ্ট্র। আপনি আইনি সহায়তাটুকুও পাবেন না, না আপনার পরিবার জানতে পাবরে আপনি কোথায় আছেন!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার দমন পীড়নের মাধ্যমে সকল প্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে 'রাউলাট আইন' প্রণয়ন করেছিল, সেটারই শতবর্ষপূতি উদযাপন করছে কি তৎকালীন ব্রিটিশদের পদলেহনকারীগণ---এ প্রশ্নও উঠছে বহু মহলে।

এটা কোনো রকেট ষায়েন্স নয়, পাতি গোটা আইন। গোটা দেশের 'হিন্দুত্ব আইন' লাগু করার আগে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করার মতো লাক্ষাদ্বীপেই প্রয়োগশালা বানিয়েছে মোদি ষরকার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্যাটেল দায়িত্ব নিয়ে আসার ১ মাস পর পর্যন্ত লাক্ষাদ্বীপ ছিল করোনামুক্ত অঞ্চল, ২০২০ যালে সেখানে কোনো করোনা রোগী ছিল না। এর পরেই আইযোলেশন প্রথা তুলে দিয়ে বিচিত্র সব আইন প্রণয়ন করে প্যাটেল, পাশাপাশি গোমাংষ ও মাছ বন্ধ করে দিতেই গরিব মানুষের সস্তার প্রোটিনের অভাব ঘটে, যথারীতি ২০২১ ষালের জানুয়ারির শেষ নাগাদ দ্বীপের প্রথম করোনাক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়। এখনও পর্যন্ত সেখানে ৬৬১১ জন করোনা রোগী প্যায়া গেছে, যা মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশেরও বেশি, যার মোট ২০৫০ টি অ্যাক্টিভ। যেখানে করোনার প্রথম ওয়েভে ১ জনও মারা যায়নি, যেখানে দ্বিতীয় ওয়েভে ২৪ জন মারা গেছে। আক্ষরিক অর্থে সেখানে মহামারী চলছে বা প্যাটেলের নেতৃত্বে করোনার চাষ করা হচ্ছে বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, যাতে দ্বীপটি দ্রুত জনশূন্য হয়ে পড়ে।

সোশ্যাল মিডিয়াতে সরকারের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাতে কোনো আওয়াজ না উঠে, সেটাকে রোখার জন্য নতুন আইন এনেছে, কেন্দ্রীয় সরকার। একমাত্র 'ক্যু' আর 'হোয়াটসঅ্যাপই' ষম্পূর্ণ মেনে নিয়েছে যেই আইন অর্থাৎ আপনি হোয়াটস অ্যাপে যা লিখবেন, চাইলেই বিজেপির নেতারা দেখতে পাবে।

এই প্রফুল্ল প্যাটেলের গুণের কীর্তির শেষ নেই। তার সাথেই অশান্তির দরুন আই এস এস অফিসার কন্নন গোপীনাথন চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবষর নিয়ে নেয়, তিনি দমন দিউ ও দাদরা নগর হাভেলির জেলাশাক ছিলেন। ২০১৯ যালে দমনে বহু ঘর ভাঙা হয় প্রশাষক প্রফুল্লের নির্দেশে, দুটো ষরকারি স্কুলকে জেলে রূপান্তরিত করে সেই গৃহহীন মানুষগুলোকে দীর্ঘদিন জলেবন্দি করে দেয়।

এই বছরেরই ২২ ফেব্রুয়ারি 'দাদরা'র আত্মহননকারী ৭ বারের সাংসদ 'মোহন দেলকরের' ১৫ পাতার যুইলাইড নোটে প্রফুল্ল প্যাটেলের নাম বহুবার এলেও রাষ্ট্রপতি কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। সেখানে ২৫ কোটি টাকা তোলা চেয়ে হুমকি দেওয়ারও কথা রয়েছে। প্রষঙ্গত, দাদরা নগর হাভেলির প্রশাসকও এই প্রফুল্ল প্যাটেল। দেলকর ২০২০ সালের জুন মাযে কংগ্রেযে যোগ দেয়, তারও আগে যে বিজেপি'র সদস্য ছিল, পরে নিজেই একটা দল খুলেছিল। কংগ্রেসে যোগ দেওয়া ইস্তক এই প্রফুল্ল প্যাটেল তাকে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য প্রেশার সৃষ্টি করতে থাকে, এ কথা একটা ফেসবুক লাইভে দেলকর নিজেই জানিয়েছিলেন। এমনকি ষংষদেও এ কথা তুলেছিলেন। কোথাও সুরাহা না পেয়ে মুম্বাইয়ের একটা হোটেলে বেচারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

প্যাটেল খুব চতুরতার সাথে গোটা দ্বীপরাজ্য থেকে স্থানীয় মালায়লি ব্যবসায়ীদের বিতাড়িত করে সেখানে পেটোয়া গুজরাতি বেনিয়াদের বসিয়ে দিচ্ছে। নিরাবিচ্ছিন্নভাবে ভূ-প্রকৃতি ধ্বংষ করে গুজরাতি রিয়েল এস্টেট চক্রকে অবৈধ নির্মাণের ছাড় পত্রদিয়ে লাক্ষাদ্বীপের বাস্তুতন্ত্রকে চরম ক্ষতির মুখে ফেলে দিয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী আর এষ এষ এর মূল অ্যাজেন্ডাই হলো মুষলমান ও দলিতকে শারিরীক ভাবে দুর্বল করে দাও, যাতে যে লড়তে না পারে। তার জন্য ধর্ম ও আইনের ফাঁষে পেঁধে দিয়ে সমস্তার প্রোটিন স্লাই বন্ধ করে দিতে পারলেই তাদের লক্ষ্য পূর্ণ হবে। এই কারণেই গোটা দেশ জুড়ে তাদের গোহত্যাও গোমাংস বিরোধী যত কর্মকাণ্ড। আজ লাক্ষাদ্বীপে হচ্ছে, কাল আপনার এখানে ঘটবে। তাই আজই প্রতিবাদে ফেটে পড়ুন, যেভাবে পারবেন। এখনই করুন নতুবা বড্ড দেরি হয়ে যাবে। প্রফুল্ল প্যাটেলরা কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অ্যাপ দেবতা

রিমি মুৎসুদ্দি

খোলা বাজার 'অদৃশ্য হাত' তত্ত্বের জনক অ্যাডাম স্মিথ যথার্থই বলেছেন, 'দরাদরি' বিষয়টা কেবল মানুষেরই আয়ত্তে। এখন ই-বাণিজ্যের যুগে অবশ্য এই দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। বাজারে গিয়ে কলাটা-মূলোটা দরদাম করে কিনতে না-পারার দীর্ঘশ্বাস হয়তো কোভিড-পূর্ববর্তী সময়ে বেশ কিছুটা আফসোসের কারণও ছিল। অনেকে আবার ভালবাসতেন জমিয়ে বাজার করতে। সেই 'স্বর্ণ সময়' আবার কবে ফিরবে, তার উত্তর আমরা কেউই জানি না। এই অথিমারীর সময়ে পশ্চিমবঙ্গে 'রেড ভলান্টিয়ার্স ও অন্যান্য বেশ কিছু সমাজসেবী সংস্থা জনসেবার দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু বহির্বঙ্গে চিত্রটা একেবারেই অন্যরকম। দিল্লিতে বসে এই লেখা লিখছি। কোভিডের 'দ্বিতীয় তরঙ্গ' হয়তো প্রমাণ করেই ছাড়ত, রাজধানী 'তোমার মন নাই'। বাদ সাধল ই-বাণিজ্য।

অতিমারীর প্রচণ্ড দাপট,ঝড়-বৃষ্টি ও যা কিছু দুর্যোগ সব মাথায় নিয়েই 'সইগি', 'জোমোটো' খাবার পৌঁছে দিয়েছে ক্রেতাদের বাড়ি বাড়ি। সেই ক্রেতার তালিকায় আমার মতো কোভিড-আক্রান্ত রোগীও ছিল দিল্লিতে বেশিরভাগ পরিবারের প্রায় প্রত্যেক সদস্যই কম-বেশি আক্রান্ত হয়েছেন এই অতিমারীর দ্বিতীয় তরঙ্গে। আমরাও তেমনই একটি পরিবার। আমরা প্রত্যেকেই যখন জ্বর ও জ্বর-জনিত প্রবল দুর্বলতায় আচ্ছন্ন, সেরকম সময় একটি সংস্থার খোঁজ পেলাম। যারা ফোনে অর্ডার নিয়ে খাবার পৌঁছে দেবে। প্রথম দু'দিন সেখানে অর্ডার করা হল। ফ্ল্যাটের দরজায় নয়, বহুতল বাড়ির গেটে দারোয়ানের ঘরে খাবার রেখে যাবে। তবে সন্ধে সাতটার পর অর্ডার নেওয়া হবে না। সেক্ষেত্রে উপোস।

কোভিডের পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনের মাথায় বারবার নিচে গিয়ে খাবার আনা রোগীর দুর্বলতা বাড়িয়ে দেয়। অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। এমন অবস্থায় 'সুইগি' ভরসা দিল। সুইগি অ্যাপে খিচুড়ি থেকে লেমন রাইস, ভাত্-ডাল-সজি, ডিমের ঝোল, চিকেন স্টু সবই পাওয়া যাচ্ছে। ক্রেতারা পছন্দ অনুযায়ী 'কম মশলা', 'লবণ কম' উল্লেখ করে দিলে সেইমতোই খাবার সরবরাহ করা হবে। আর অন্যান্য সংস্থার মতো নয়, একেবারে চারতলা থেকে বাইশতলা—প্রত্যেকের ফ্ল্যাটের দুয়ারে কলিং বেল বাজিয়ে খাবার দিয়ে আসবেন সংস্থার কর্মচারী। বহির্বঙ্গে আমাদের মতো অনেকেই এই সুইদি-র ভরসায় কোভিডের ১৪-১৫টা দিন খেয়ে বেঁচেছে। কোভিডের লুর্বতলা যেখানে ঘর থেকে বেরনোর শক্তিটুকুই অনেকের কেড়ে নিচ্ছে, সেক্ষেত্রে এমন পরিষেবা াত্যন্তক জরুরি। অর্থের বিনিময়ে কেনা হলেও সেই সময়ে বাড়ির দরজায় খাবার পৌঁছে দেওয়া 'সুইগি' বা 'জোমাটো'-র কর্মচারীকে দেবতাস্বরূপ মনে হতে থাকে। একইভাবে প্রয়োজনীয় ওষুধ বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিচ্ছে বেশ কতকগুলো ই-বাণিজ্য সংস্থা। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে কাঁচা বাজার, ওষুধ, ফল, মাছ-মাংস-ডিম এমনকী ডিসইনফেকট্যান্ট, স্যানিটাইজার, সাবান ইত্যাদিও ঘরের দরজায় পেয়ে যাচ্ছি 'অ্যামাজন ফ্রেশ'ষ বিগ বাস্কেট', 'ফ্রেশ টু হোম', 'লিসিয়াস' সংস্থার সুবাদে।

দিল্লিতে লকডাউনের কারণে 'বিগ বাস্কেট'-এর পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছিল না। পুরো সময়টায় 'অ্যামাজন ফ্রেশ' ক্রেতাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে তাঁদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এই পরিষেবা কতটা প্রাণদায়ী, তা ক্রেতামাত্রেই উপলব্ধি করেছেন। বাজার অর্থনীতির সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে বিতর্ক বা গবেষণার ঝড় বইয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু বাণিজ্যে বসত করেন যে লক্ষ্মী, তাঁর শুশ্রুষার হাত এই কালান্তক অতিমারীর দুঃসময়ে ক্রেতারা পেয়েছেন বইকি।

অ্যাপ দেবতার এখটাই অসুবিধা স্মার্টফোনে যাঁরা সড়গড় নন, তাঁদের পক্ষে এই দেবতার আশার্বাদ পাওয়া কষ্টকর। ডিজিটাইজেশনকে প্রচুর গাল মন্দ করেছেন যাঁরা তাঁরাও স্বীকার করবেন এই গভর অসুখে ডিজিটাল ভারত-ই ত্রাতা। তবে ডিজিটাল-ই বলি আর ই-বাণিজ্যই বলি, মানুষের ভূমিকাটুকু মূল কথা। বাড়ির সামনে খাবার ওষুধ ও নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ যাঁরা করছেন ও সমস্ত প্রোকিওরমেন্টে আছেন, তাঁদের অক্লান্ত শ্রম, সাহস ও মনোবল এই অসুখে শেষ পর্যন্ত আশ্বাস দিয়ে চলেছে আমাদের। মনে পড়ছে শম্ভু মিত্রর চাঁদ বণিকের পালা-র অর পঙ্‌ক্তি '... নিরেতে বুকে ভরসা রেখো, আমাদের জয় হবেই হবে'।

পুনশ্চ এই ডেলিভারি বয়দের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। ই-কমার্সে থাকা খাদ্যখাদ্যের তালিকা ও সরবরাহ করার পদ্ধতি নিয়েও গোলযোগ পেকেছে। কিন্তু এখন প্রমাণিত অভিযোগ খারিজ করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার সূর্যচৌমুহনিতে কোভিড টিকাকরণ কর্মসূচি। ছবি ঃ নিজস্ব

মহারাষ্ট্রে রাসায়নিক কারখানায় গ্যাস লিক, শ্বাসকষ্টের সমস্যায় আতঙ্ক

মুম্বই, ৪ জুন (হি.স.): রাসায়নিক কারখানা থেকে গ্যাস লিক করায় আতঙ্ক ছড়াল মহারাষ্ট্রের বদলাপুরে। ঝাঁঝালো গ্যাসে চোখ জ্বালা এবং শ্বাসকষ্টের মতোও সমস্যা হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। খানে পৌর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ১০.২২ মিনিট নাগাদ বদলাপুরের নোবেল ইন্টারমিডিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড নামক একটি রাসায়নিক ফ্যাক্টরি থেকে গ্যাস লিকেজ হয়। স্থানীয় মানুষজনের শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়। রাত ১১.২৪ মিনিট নাগাদ গ্যাস লিকেজ বন্ধ করে দেয় দমকল। পরিস্থিতি তারপর নিয়ন্ত্রণে আসে।

গ্যাস লিকেজে আশপাশের এলাকার অনেকেরই শ্বাসকষ্ট এবং চোখ জ্বালার মতো উপসর্গ দেখা দিয়েছে। কয়েক জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। যদিও প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় একজন বাসিন্দা জানিয়েছেন, সংলগ্ন একটি কারখানায় আমি ও আমার সহকর্মীরা কাজ করছিলাম। আচমকাই শ্বাসকষ্টের সমস্যা হতে থাকে আমাদের। আমরা জানতে পারি পার্শ্ববর্তী একটি ফ্যাক্টরিতে গ্যাস লিকেজ হয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

৩.৩৫ শতাংশেই থাকল রিভার্স রেপো রেট, রেপো রেট ফের অপরিবর্তিত

মুম্বই, ৪ জুন (হি.স.): রেপো রেট পুনরায় অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই), অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে রিভার্স রেপো রেটও। অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি রেট ও ব্যাঙ্ক রেট। এই নিয়ে টানা ৬-বার পলিসি রেট স্থিতিশীল অবস্থায় রাখল আরবিআই। অপরিবর্তিত থাকার পর বর্তমানে রেপো রেট ৪ শতাংশ এবং রিভার্স রেপো রেট ৩.৩৫ শতাংশ।

শুক্রবার আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি রেট ও ব্যাঙ্ক রেট অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ৩.৩৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে রিভার্স রেপো রেট। শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, 'স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে রেপো রেট ৪ শতাংশে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মনেটারি পলিসি কমিটি।'

৮৩-হাজারের ঊর্ধ্বে কোভিড- সংক্রমণ, ব্রাজিলে মৃত্যু ২,০৭৮ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ৪ জুন (হি.স.): ব্রাজিলে করোনার প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না, ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিল আরও ২ হাজার ৭৮ জনের প্রাণ, পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৩,৩৯১ জন। ফলে ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ৬৯ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ২,০৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭৮৪-তে পৌঁছেছে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৮৩,৩৯১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৬,৮০৩,৪৭২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৫,২২৮,৯৮৩ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১০৪,৭০৫ জন।

নারদ মামলায় ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজিরা চার নেতা-মন্ত্রীর

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.) : নারদ মামলায় ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজিরা দিয়ে গেলেন অভিযুক্ত চার নেতা-মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র এবং শোভন চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টে নারদ মামলা ভিন রাজ্যে সরানো হবে কি না, তা নিয়ে বাদী এবং বিবাদী-র শুনানি চলছে।

ওই মামলায় শুক্রবার তাঁদের হাজিরার দিন ছিল বলেই আদালত সূত্রের খবর। সেই অনুযায়ীই শুক্রবার সকালে চার নেতা-মন্ত্রীই আদালতে আসেন এবং হাজিরা দিয়ে যান। আবার কবে তাঁদের হাজিরা দিতে আসতে হবে, সেটা আদালত জানিয়ে দেবে বলে তাঁদের আইনজীবীরা জানিয়েছেন। মামলা ভিন রাজ্যে সরানো নিয়ে শুনানী হবে ফের সোমবার। এর আগে হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ ওই চার জনের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে। তার আগে অবশ্য তাঁদের 'শর্তসাপেক্ষে গৃহবন্দি' রাখা হয়েছিল। জামিন পাওয়ার পর দুই মন্ত্রী ফিরহাদ এবং সুব্রতবাবু তাঁদের দফতরের কাজকর্ম শুরু করেছেন। মদনবাবু শুরু করেছেন তাঁর ফেসবুক লাইভ। শোভনবাবু একেবারেই নীরবে ছিলেন। হাসপাতাল থেকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার হয়ে গোলপার্কের বাড়িতে ফেরার পর শুক্রবারই তাঁকে প্রথম প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছে। আদালতে তাঁর সঙ্গেই এসেছিলেন বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। শোভনবাবু সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনও কথা না বললেও বৈশাখী বলেন, "যেমন হাজিরার তারিখ থাকে, তেমনই হাজিরা ছিল। বিচার ব্যবস্থার উপর আমাদের আস্থা আছে।" শোভনবাবুর শরীর সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বৈশাখী বলেন, "ওঁর তো এমন অভ্যাস নেই। একটু উৎকণ্ঠায় আছেন। তাই রাতে ভাল ঘুম হয়নি।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পাকিস্তানে দুটি পৃথক পথদুর্ঘটনায় মৃত ১০, জখম ১৫

ইসলামাদ, ৪ জুন (হি.স) : শুক্রবার পাকিস্তানে দুটি পৃথক পথদুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুটি ঘটনায় ১৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে তান্ড মস্তি খানের এলাকায়। একটি যাত্রীবোঝাই গাড়ি অপর একটি ছোট গাড়িকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে ছয় জনের মৃত্যু হয় এবং ১৫জন আহত হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে লাহোরের কাছে ফিরোজাপুর রোডে। একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে একটি বাসের সংঘর্ষ হলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই দুর্ঘটনায় এক মহিলা ও তিন শিশুসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে।

উহান গবেষণাগার থেকেই ভাইরাসের উৎস, ট্রাম্প বললেন তিনিই ঠিক

ওয়াশিংটন, ৪ জুন (হি.স.): এখন তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নন। কিন্তু, যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন করোনাভাইরাস নিয়ে প্রায়ই আক্রমণ শানাতেন চিনকে। আমেরিকার ৪৫ তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলতেন, 'উহানের গবেষণাগারেই চিনা ভাইরাসের উৎপত্তি।' সেই সম্ভাবনাই এখন জোরালো হচ্ছে। করোনার উৎস জানতে গোয়েন্দাদের নির্দেশও দিয়েছেন আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এমতাবস্থায় বিবৃতি জারি করলেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, মৃত্যু ও বিনাশের জন্য আমেরিকা ও বিশ্বকে ১০ ট্রিলিয়ন ডলার দেওয়া উচিত চিনের।

স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিবৃতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, 'এখন সবাই, এমনকি তথাকথিত "শত্রু"ও বলতে শুরু করেছেন, উহান গবেষণাগার থেকে আসা চায়না ভাইরাস সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঠিকই ছিলেন। মৃত্যু ও বিনাশের জন্য আমেরিকা ও বিশ্বকে ১০ ট্রিলিয়ন ডলার দেওয়া উচিত চিনের।' উল্লেখ্য, নোভেল করোনাভাইরাসের প্রকৃত উৎপত্তিস্থল কোথায়, চিনের গবেষণাগার না পশুবাজার? এ ব্যাপারে তদন্তের গতি বাড়াতে গোয়েন্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তদন্ত শেষ করে তিন মাসের মধ্যে এ ব্যাপারে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা গাড়ির, গোয়ালপোখরে মৃত্যু ৩ জন যুবকের

ইসলামপুর, ৪ জুন (হি.স.): উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে গাছে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জন যুবকের, এছাড়াও দু''জন প্রাণে বাঁচলেও গুরুতর জখম হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার অন্তর্গত ঘোড়ধাপ্পা এলাকার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। গুরুতর জখম অবস্থায় দু''জনকে ভর্তি করা হয়েছে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম-মহম্মদ মহজাম (৩০), কৌশর আলম (২৫) এবং বিক্রম (২৬)। মহম্মদের বাড়ি বিহারের বলরামপুর থানার অন্তর্গত পোথরা এলাকায়। বাকি দু'জনের বাড়ি ডালখোলা থানার অন্তর্গত পিছলা এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে একটি গাড়িতে করে ডালখোলা থানার সূর্যাপুর এলাকা থেকে ইসলামপুরের দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি একটি গাছে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাস্থলেই ৩ জনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রাই গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেন। দু''জনকে জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার পাশাপাশি মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বেসরকারি হাসপাতালে টিকা বিক্রি করছে পঞ্জাব সরকার : সুখবীর সিং বাদল

অমৃতসর, ৪ জুন (হি.স.): টিকা পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও অনেকে টিকা পাচ্ছেন না, এই পরিস্থিতিতে পঞ্জাব সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল। বাদল অভিযোগ করেছেন, 'টিকা রয়েছে রাজ্যে, কিন্তু বেসরকারি হাসপাতালে টিকা বিক্রি করছে পঞ্জাব সরকার।' সুখবীর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব, অথবা পঞ্জাবে সরকার গঠন করতে পারলে তদন্ত কমিটি গঠন করব।' অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ)-কে খোঁচা দিয়ে সুখবীর বলেছেন, 'এ বিষয়ে আম আদমি পার্টি কেন চুপ করে রয়েছে?'

পঞ্জাবে সরকারের বিরুদ্ধে বেসরকারি হাসপাতালে টিকা বিক্রি করার অভিযোগ এনে শুক্রবার শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল বলেছেন, 'কোভিড ভ্যাকসিন রয়েছে রাজ্যে, কিন্তু প্রাইভেট হাসপাতালে টিকা বিক্রি করছে পঞ্জাব সরকার। ৪০০ টাকায় ভ্যাকসিন পাচ্ছে পঞ্জাব সরকার, কিন্তু বেসরকারি হাসপাতালে সেই ভ্যাকসিন বিক্রি করছে ১,০৬০ টাকায়। বেসরকারি হাসপাতালগুলি উচ্চ মূল্যে ভ্যাকসিন দিচ্ছে।' সুখবীর আরও বলেছেন, 'যদি পঞ্জাব সরকার ভ্যাকসিনের হার সংশোধন না করে অথবা বিনামূল্যে ভ্যাকসিন না দেয়, তাহলে আমরা হাইকোর্টে যাব অথবা পঞ্জাবে সরকার গঠন করতে পারলে তদন্ত কমিটি গঠন করব আমরা।' আম আদমি পার্টির কাছে সুখবীরের প্রশ্ন, 'আম আদমি পার্টি কেন চুপ করে রয়েছে?'হিন্দুস্থান সমাচার।

সুস্থতা ৯৩.০৮ শতাংশ, ভারতে ৩৫.৭৪-কোটির ঊর্ধ্বে কোভিড-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.): ভারতে ৩৫.৭৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ জুন সারা দিনে ভারতে ২০,৭৫,৪২৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩৫,৭৪, ৩৩,৮৪৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ২০,৭৫,৪২৮ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৬৪ জন।

সক্রিয় রোগীর হ্রাস অব্যাহত রয়েছে ভারতে, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৭৭,৪২০। ৭৭ হাজার ৪২০ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯৯৩-তে (৫.৭৩ শতাংশ) পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,০৭,০৭১ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৪০,৭০২ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১৯ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২,৭১৩ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৬৫,৯৭,৬৫৫ জন (৯২.৭৯ শতাংশ)।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

হাসপাতালে যাওয়া নিয়ে দিলীপ-মুকুল পারস্পরিক মন্তব্যে অস্বস্তিতে দল

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.) : বিধানসভা ভোট পরবর্তী বাংলা আপাতত সরগরম স্বাস্থ্য রাজনীতি নিয়ে। আরও ভাল করে বললে বিজেপি বিধায়ক মুকুল রায়ের স্ত্রী-র গুরুতর অসুস্থতা এবং তাঁকে দেখতে বিভিন্ন নেতার হাসপাতাল-সফরের কারণে। সেই আবহেই আরও একবার প্রকট হয়ে প্রকাশ্যে এল বিজেপি-র সর্ব ভারতীয় সহ-সভাপতির সঙ্গে দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সম্পর্কের শৈত্য। এতে রীতিমত অস্বস্তিতে পড়েছে দল।

মুকুল-দিলীপ যে একে অপরের বিরাট গুণমুগ্ধ নন, তা ইতিমধ্যে বিজেপি তো বটেই, অন্য রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীরাও জানেন। রাজ্য রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহালরাও তা জানেন না, এমন নয়। কিন্তু মুকুলবাবুর স্ত্রী-র গুরুতর অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে তা এবার একেবারে প্রকাশ্যেই চলে এসেছে। তাঁর অসুস্থ স্ত্রী-কে দেখতে দিলীপবাবুর হাসপাতাল-সফর নিয়ে প্রকাশ্যেই অনীহা দেখিয়েছেন মুকুলবাবু। বলেন, "উনি আমাকে বা অন্য কাউকে বলে তো হাসপাতালে যাননি। কাকে দেখতে গিয়েছিলেন, তা-ও আমি জানি না! কেউ অসুস্থ হলে কেউ তাঁকে দেখতে যেতেই পারেন। তাতে কোনও অসুবিধা নেই। এর মধ্যে রাজনীতি দেখাও অনুচিত হবে।" প্রসঙ্গত, দিলীপবাবু যে হাসপাতালে যাচ্ছেন, তা সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয় তার অব্যবহিত আগে।

জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে বিজেপি বিধায়ক মুকুল রায়ের দিলীপ 'বিরোধী' মন্তব্য। এই পরিস্থিতিতে আসরে নেমেছেন খোদ রাজ্য বিজেপি সভাপতি। দলের বিধায়ককে পালটা দিলেন তিনি।পালটা দিলীপবাবু বললেন, "অসুস্থ কাউকে দেখতে গেলে জানিয়ে যেতে হয় নাকি?" বিষয়টা ঠিক কী? করোনা আক্রান্ত মুকুলপত্নী বেশ কয়েকদিন ধরেই ভরতি কলকাতার একটি হাসপাতালে। ২ জুন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দেখতে যান। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণাদেবীকে দেখতে হাসপাতালে যান রাজ্য বিজেপির সভাপতি। পরপর দুই নেতার হাসপাতালে যাওয়া নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা শুরু হয় রাজনৈতিক মহলে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাসপাতালে যাওয়ায় রায় পরিবার যে খুশি মুকুল, শুভ্রাংশু ইঙ্গিতে তা বোঝালেও দলের নেতা দিলীপ প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, "উনি কখন হাসপাতালে গিয়েছিলেন আমি জানি না। কেন গিয়েছিলেন সেটাও জানা নেই।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা আবহে পেঁয়াজের দামে চোখে জল শহরবাসীর

কলকাতা, ৪ জুন (হি স): গতবছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একেই করোনা তাঁরই উপর প্রতিনিয়ত দাম বাড়ছে পেঁয়াজের। পেঁয়াজের ঝাঁঝে নয় বরং দামে চোখে জল শহরবাসীর। শুক্রবার শহরের বাজারে পেঁয়াজের দামে কপালে ভাঁজ পড়েছে আমজনতার।

করোনার বাড়বাড়ন্তে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে লকডাউন। লকডাউন চলবে আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত। লকডাউনের জেরে বর্তমানে বন্ধ রয়েছে লোকাল ট্রেন, বাস, মেট্রো পরিষেবা। পাশাপাশি বাজার, দোকান খোলার ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট সময়। কিন্তু এরই মাঝে পেঁয়াজের দাম থেকে আলু, পেঁয়াজ থেকে মাংসের দাম বাড়ছে সবকিছুর। শুক্রবার শহরের বাজারে পেঁয়াজের দাম ৩৫ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত কেজিপ্রতি যাচ্ছে।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৭,৯১৩ জন

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.): অবশেষে স্বস্তি। রাজ্য জুড়ে ধীরে ধীরে কমছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৭,৯১৩ জন। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্যদফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিতদের মধ্যে ১,৬৮৬ জন উত্তর ২৪ পরগনার। অর্থাৎ দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে এদিনও প্রথম স্থানে ওই জেলা। তবে আগেরদিনের তুলনায় একটু হলেও কমেছে সংক্রমিতের সংখ্যা। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা। তবে নিম্নমুখী সেখানকার গ্রাফও। একদিনে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ৮৯৯ জন। গত ২৪ ঘন্টায় ফের কলকাতার দৈনিক সংক্রমণ এক হাজারের কম। তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে হাওড়া। একদিনে সংক্রমিত সেখানকার ৬৩২ জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা রয়েছে চতুর্থ স্থানে। সেখানে একদিনে সংক্রমিত ৫২৪ জন। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের করোনা গ্রাফও বেশ খানিকটা নিম্নমুখী। তবে ভয় বাড়াচ্ছে জলপাইগুড়ি। একদিনে করোনা আক্রান্ত সেখানকার ৫১০ জন। রাজ্যের মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪,১১, ৪৪৮।

একদিনে করোনা প্রাণ কেড়েছে রাজ্যের ১১৩ জনের। যা আগের দিনের তুলনায় কিছুটা বেশি। এদিনের মৃতদের মধ্যে ২৫ জনই উত্তর ২৪ পরগনার। অর্থাৎ দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে প্রথম স্থানে ওই জেলা। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা । সেখানে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ২৩ জনের। উল্লেখ্যযোগ্যভাবে হাওড়ায় বেড়েছে মৃত্যু। একদিনে করোনার বলি হয়েছেন ১২ জন। এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬, ০৩৪ জন।

একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৬, ৫৫৭ জন। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৩,৪২,৩৯১। যার জেরে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৫.১১ শতাংশ। বর্তমানে করোনায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৩,০২৩ জন। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৭১,২০৬। ফলে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ১,২৭,১৬, ৯৫৩।

অনিরুদ্ধ জগন্নাথের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স) : মরিশাসের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা প্রধানমন্ত্রী অনিরুদ্ধ জগন্নাথের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী মোদী তার মৃত্যুতে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। অনিরুদ্ধ জগন্নাথ ৯১ বছর বয়সে মারা যান। এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইটে লিখেছেন, পদ্মবিভূষণ স্যার অনিরুদ্ধ জগন্নাথ এক বড় মাপের রাজনৈতিক নেতা এবং আধুনিক মরিসাস রূপকার ছিলেন। তিনি ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করেছিলেন। তাঁর পরিবার ও মরিশাসের নাগরিকদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।

কুরুচিপূর্ণ ভাষা কন্নড় ! কর্নাটকবাসীর কাছে ক্ষমা চাইল গুগল

বেঙ্গালুরু, ৪ জুন (হি. স.) : কর্নাটকবাসীর কাছে ক্ষমা চাইল গুগল। গুগল সার্চে ভারতের সবথেকে কুরুচিপূর্ণ ভাষা সার্চ করতেই স্ক্রিনে ফুটে উঠছিল কন্নড় ভাষার নাম।মাতৃভাষার অপমানে নেট মাধ্যমেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন কর্নাটকবাসী। রাজ্য সরকারের তরফেও গুগলকে আইনি নোটিস পাঠানোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এরপরই কর্নাটকবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল গুগল কর্তৃপক্ষ।

কন্নড় ভাষাকে সবথেকে কুরুচিপূর্ণ ভাষা হিসাবে দেখানোর পরই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষেরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরপরই সার্চ ইঞ্জিন থেকে কন্নড় ভাষার নাম সরিয়ে ফেলা হয়। একইসঙ্গে জানানো হয় যে, সার্চ করলে যে ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে, তার সঙ্গে সংস্থার মতামত জড়িয়ে নেই।

গুগল সার্চে ভারতের কুরুচিপূর্ণ ভাষা হিসাবে কন্নড় ভাষার নাম দেখানোর পরই কর্নাটকের কন্নড় ভাষা, সংস্কৃতি ও বনমন্ত্রী অরবিন্দ লিম্বাবালি বলেন, "গুগল সার্চে কন্নড় ভাষার অবমাননাকর এইধরনের ফলাফল দেখানোর জন্য গুগলকে আইনি নোটিস পাঠানো হবে।" এরপর তিনি টুইটারেও এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং গুগলকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান। ২হাজার ৫০০ বছর পুরনো ভাষাকে অপমান করায় তিনি বলেন, "কন্নড় ভাষার নিজস্ব একটি ইতিহাস রয়েছে। গুগলের সেই ভাষাকে ছোট করা আসলে কন্নড়বাসীদের অহংবোধকেই অপমানের চেষ্টা মাত্র।আমাদের সুন্দর ভাষাকে কলুষিত করার জন্য গুগলের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

গুগলের এক মুখপাত্র বলেন, "সবসময় সঠিকভাবে সার্চ করা হয় না। আমরা জানি এটি সঠিক নয়, তবে আমরা ক্রমাগত অ্যালগরিদম যাতে আরও উন্নত হয়, সেই লক্ষ্যে কাজ করছি। সার্চের ফলাফলের সঙ্গে গুগলের মতামতের প্রতিফলনের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা ভুল বোঝাবুঝি ও সাধারণ মানুষের ভাবাবেগে আঘাত পৌঁছনোর জন্য ক্ষমা চাইছি।"

তবে গুগলের এই ক্ষমা চাওয়ায় সন্তুষ্ট নন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচডি কুমারস্বামী। তিনি একাধিক টুইটে গুগলের এই দায়িত্ব-জ্ঞানহীন আচরণের কারণ জানতে চান। বিজেপি সাংসদ পিসি মোহনও গুগলের সমালোচনা করে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান।

বাংলাদেশে ১২ শতাংশ হিন্দুর জন্য বাজেটে ২ শতাংশের কম বরাদ্দ, প্রতিবাদ সমাবেশ হিন্দু মহাজোটের

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৪ জুন (হি. স.) : বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট ২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও দেশের ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং অবমাননাকর বাজেট হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। বৃহস্পতিবার সংসদে উত্থাপিত বাজেটে ধর্মমন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রস্তাবিত ১৫০৫৪.০৩ কোটি টাকার মধ্যে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের মাত্র ১.৯৩ু অর্থাৎ ২৯০.০৮ কোটি টাকা প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশের মোট জনসংখ্যার ১২ু হলেও জাতীয় বাজেটে বরাদ্ধ রাখা হয়েছে ২ু (দুই পার্সেন্টেরও কম অর্থ)। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের সংবিধানে সকল ধর্মের মানুষের সম অধিকারের ভিত্তিতে সমমর্যাদার কথা বলা থাকলেও এই বাজেটে তার কোন প্রতিফলন না থাকার অভিযোগে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে।

হিন্দু মহাজোটের প্রধান সমন্বয়কারী শ্যামল কুমার রায়ের সভাপতিত্বে মানববন্ধ ও প্রতিবাদ সমাবেশে ঘোষিত বাজেটের অসামঞ্জস্যতা দূর করে নায্যতার ভিত্তিতে জনসংখ্যার আনুপাতিকহারে প্রস্তাবিট বাজেট সংশোধন ও পুনঃ বিবেচনার দাবি জানিয়ে মূল বক্তব্য তুলে ধরেন সংগঠনের মুখপাত্র ও মহাসচিব পলাশ কান্তি দে। অন্যান্যের মধ্যে হিন্দু মহাজোটের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, ছাত্র ও যুব মহাজোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।হিন্দুস্থান সমাচার

পলাতক ব্যবসায়ী আপাতত ডোমিনিকাতে বন্দি থাকবেন, খালি হাতে ফিরল ভারতীয় তদন্তকারী দল

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স) : অবশেষে ডোমিনিকা থেকে খালি হাতেই ফিরতে হল "মিশন চোকসি" নামে বিশেষ দলকে। সম্প্রতি ডোমিনিকা রিপাবলিকে ধরা পড়েন পিএনবি কেলেংকারির মূল অভিযুক্ত মেহুল চোকসি। হিরে ব্যবসায়ীকে ভারতে আনার জন্য "মিশন চোকসি" নামে একটি টিম গিয়েছিল ডোমিনিকায়। কিন্তু সেদেশের হাইকোর্ট জানিয়েছে, চোকসির মামলায় শুনানি হবে জুলাইয়ে। তাই ডোমিনিকা থেকে শূন্য হাতে ফিরল ভারতীয় টিম।

বৃহস্পতিবার রাত ১১ টায় টিমের সদস্যরা দিল্লিতে ফেরেন। "মিশন চোকসি" টিমে ছিলেন আট সদস্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেটের কয়েকজন অফিসার এবং সিবিআইয়ের ব্যাঙ্ক সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ফ্রডস বিভাগের কয়েকজন কর্মী। তাঁরা ডোমিনিকার আদালতে যুক্তি দেখান, চোকসি যেহেতু এখনও ভারতীয় নাগরিক, তাই তাঁকে সেদেশে ফেরত পাঠানো উচিত। তিনি ডোমিনিকার নাগরিক নন। কাজেই ডোমিনিকার নাগরিকরা যে মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করেন, তা চোকসি পেতে পারেন না।

অন্যদিকে চোকসির কেঁসুলি বলেন, তাঁর মক্কেল অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুয়ার নাগরিক। তাই ডোমিনিকা তাঁকে ভারতে পাঠাতে পারে না। ডোমিনিকা সরকার চোকসিকে ভারতে পাঠানোর পক্ষে যুক্তি দেখায়। সরকারি কেঁসুলি বলেন, চোকসির বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের নোটিশ আছে। তিনি ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় অভিযুক্ত। ৬২ বছর বয়সী চোকসি অ্যান্টিগুয়া থেকে ডোমিনিকা হয়ে কিউবায় পালাতে চেয়েছিলেন। ২০১৮ সালে তিনি অ্যান্টিগুয়ার নাগরিকত্ব লাভ করেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

করোনা রোগীদের জন্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন অরিজিৎ সিং

করোনার মারণ কামড়ে বিধ্বস্ত গোটা দেশ। সাময়িক লকডাউন আংশিক লকডাউন, একাধিক বিধি নিষেধ আরোপ করেও কিছুতেই বাঘে আনা যাচ্ছে না করোনা সংক্রমণ। দৈনিক সংক্রমিতের গ্রাফ সেই উদ্ধমুখীই রয়েছে। পিছিয়ে নেই মৃত্যু সংখ্যাও। চারিদিকে অক্সিজেনের হাহা কার। মিটছে না অক্সিজেনের ঘাটতি। একাধিক তারকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্বেচ্ছসেবী সংস্থা এগিয়ে এসেছেন অক্সিজেনের ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণে। সম্প্রতি মাতৃহারা অরিজিৎ সিং নিঃশব্দে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন করোনা রোগীদের জন্যে।

সঙ্গীত জগতের অত্যন্ত খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ একজন প্রথম সারির শিল্পী অরিজিৎ সিং। সম্প্রতি করোনা কেড়ে নিয়েছে গায়কের মা'কে। মাতৃ বিয়োগেও থেমে যাননি তিনি। আরও উদ্যত হয়েছেন করোনা রোগীদের সাহায্য করার জন্যে। নিজের বসতবাড়ির মুর্শিদাবাদ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে পাঁচটি হাই ফ্লো নেজাল অক্সিজেন থেরাপি মেশিন প্রদান করলেন। যেগুলো পৌঁছে যাবে সরকারি হাসপাতালে। মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের ধৃতী ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমেই মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক প্রশান্ত বিশ্বাসের হতে তুলে দিয়েছেন ওই পাঁচটি হাই ফ্লো নেজাল অক্সিজেন থেরাপি মেশিন মুর্শিদাবাদের মেডিক্যাল কলেজের অধীন যে সকল সরকারি হাসপাতালগুলি রয়েছে, সেখানে করোনা রোগীদের জন্য ব্যবহৃত হবে এই মেশিন গুলি। গায়কের এমন সহায়তার জন্যে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রশান্ত বাবু। পাশাপাশি নিজের জন্মভূমি মুর্শিদাবাদের মানুষজনের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্যে মুর্শিদাবাদবাসীরাও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

করোনা তাঁর মাকে কেড়ে নেওয়ার পর তিনি বেশি উপলব্ধি করতে পারছেন করোনা আক্রান্ত রোগীদের এবং একই সঙ্গে তাদের পরিবারের সদস্যদের মাসিনিক অবস্থা। তাই এই তাদের উদ্দেশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। অরিজিতের মা অদিতি সিং করোনা আক্রান্ত হাওয়ার পর তাকে ভর্তি করা হয়েছিল ঢাকুরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। হাসপাতালে তিনি করোনা মুক্ত হন। তারপর থেকেই শরীরে একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। ব্রেন স্ট্রোক হলে তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অচল হয়ে পড়ে। পরে তাকে একমো সাপোর্ট দেওয়া হয়। কিন্তু হাজারও চেষ্টা করেও ফিরিয়ে আনতে পারেননি মাকে। মায়ের মৃত্যুর পরেই এগিয়ে এসেছেন করোনা রোগীদের সহায়তায়।

অন্য দিকে ঘটেছে আলাদা বিপত্তি। সম্প্রতি ''রাধে'' অনলাইনে ফাঁস হয়ে যায়। তারপরেই হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকের তিন ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সলমন খান অভিনেতা এবং প্রভুদেবা পরিচালিত এই ছবির পাইরেটেড সংস্করণ সরবরাহ করার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অজ্ঞাত পরিচয় আসামিদের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে দুটি পৃথক মোবাইল নম্বর ব্যবহারকারী এবং একটি ফেসবুক ব্যবহারকারী রয়েছেন, যারা অর্থ বিনিময়ের জন্য ছবিটি ডাউনলোড কর বিক্রি করার প্রস্তাব করে দিয়েছিলেন। এবং এই প্রস্তাবেই নাকি বহু জন রাজি হয়ে গেছিল।

ভক্তদের পাইরেটেড সাইটে না দেখার অনুরোধ করে সলমান খান বলেছেন,"আমরা আপনাকে প্রতি ভিউ এর উপযুক্ত ২৪৯ টাকা মূল্যে রাধে চলচ্চিত্রটি দেখার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। পাইরেটেড সাইটগুলিতে অন্যায় ভাবে এই ছবির স্ট্রিমিং চলছে যা অবৈধ। সাইবার সেল এই সমস্ত অবৈধ পাইরেটেড সাইটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। দয়া করে এই ফাঁদে পড়বেন না।"

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা টেস্ট হয়েছিল ৭০ হাজার ১৯ টি। যার মধ্যে ১৮ হাজার ৮৬৩ জনের স্যাম্পেল পজিটিভ। আর সেই জন্যই পজিটিভিটি রেট ১০.৫৩ শতাংশ। পরিসংখ্যান সবার কাছে স্পষ্ট। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, গত একদিনে রাজ্যে নতুন করে করোনা সংমক্রমিত হয়েছেন ১৮ হাজার ৮৬৩ জন। এই একই সময় পর্বে রাজ্যে করোনামুক্ত হয়েছেন ১৯ হাজার ২০২ জন। যে বিচারে ৪৯৩ জন কমে এই মুহূর্তে রাজ্যে অ্যাকটিভ করোনা রোগীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৬৮৮ জনে। ডিসচার্জ রেট ৮৮.৩২ শতাংশ।

কথা রাখলেন সোনু সুদ স্থাপন করছেন অক্সিজেন প্ল্যান্ট

কথা দিয়েছিলেন অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন করবেন। কথা রাখলেন সোনু সুদ অন্ধ্রপ্রদেশে স্থাপন করতে চলেছেন অক্সিজেন প্ল্যান্ট। অভিনেতা জানিয়েছেন, তিনি এবং তার টিম ভারতের সেই সমস্ত রাজ্য গুলিতে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোয়ে জোর দিয়েছেন যেখানে অক্সিজেনের সব থেকে বেশি প্রয়োজন রয়েছে। তাই প্রথমে অন্ধ্রপ্রদেশে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছেন তারা। সোনু সুদ এবং তার টিম অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল সরকারি হাসপাতালে প্রথম অক্সিজেন প্ল্যান্টটি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। তারপরে জুন মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলা হাসপাতালে আরও একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন করবেন বলে জানিয়েছেন। গত ২২শে মে সোনু টুইট করে তাদের এই উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন। মূলত ভারতের গ্রামীণ রাজ্য গুলিতে অক্সিজেনের ঘাটতি অনেক বেশি। তাই সেই সকল রাজ্য গুলিতে অক্সিজেনের ঘাটতি কমানর উদ্দেশেই সোনুর এই উদ্যোগ। সোনুর কথায়, । এই অক্সিজেন প্ল্যান্টগুলি হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহ করবে, পাশাপাশি এগুলি থেকে ফাঁকা অক্সিজেন সিলিন্ডার পুনরায় ভর্তি করা যাবে।

সম্প্রতি সোনু সুদ এবং তার টিম বেঙ্গালরের একটি হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছে দিয়ে ২২ জন করোনা রোগীর প্রান বাঁচিয়েছেন। সোনু সুদের কর্ণাটক টিমের কাছে মাঝরাতে বেঙ্গালর পুলিশের ফোন আসে। টিমকে ফোনে জানানো হয়, আরাক হাসপাতালে ২২ জন করোনা রোগী অক্সিজেন সংকটে রয়েছেন। দ্রুত তাদের অক্সিজেন সাপোর্ট দিতে হবে। কিন্তু হাসপাতালে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার নেই। সেই শুনে ওই মাঝরাতেই সোনুর টিম ১৬টি অক্সিজেন সিলিন্ডার জোগাড় করেন। যার ফলে ওই ২২ জন রোগীর প্রাণ বাঁচে।

গত ৭ই এপ্রিল সোনু কোভিড ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছিলেন। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে অভিনেতা জানিয়েছিলেন, তিনি একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন সাধারণ মানুষকে ভ্যাক্সিনেশনের বিষয়ে সচেতন করার জন্যে। ভ্যাকসিন গ্রহণ করা এই মুহূর্তে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষকে ভ্যাকসিন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই তার এই উদ্যোগ। অভিনেতা এই উদ্যোগের নাম দিয়েছেন 'সঞ্জীবনী'। বিগত ১৭ এপ্রিল তিনি করোনা আক্রান্ত হন। মাত্র সাত দিনের মধ্যেই তিনি করোনা মুক্ত হয়েছিলেন।

লেবু ও মধু জলের স্বাস্থ্য উপকারীতা জানুন

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বেশ জনপ্রিয় একটি উপাদান হচ্ছে লেবু ও মধু জল। অনেকেই মনে করে সকালে খালি পেটে লেবু মধু জল খেলে তা বিপাকক্রিয়া বাড়িয়ে ওজন কমাতে সাহায্য করে। আসলেও তাই। লেবু ও মধুর মধ্যে রয়েছে নিরাময়কারী চমতকার কিছু উপাদান। আর এটি প্রস্তুত করতে খুব বেশি ঝামেলাও পোহাতে হয় না। লেবু ও মধু একত্রে খাওয়ার কিছু গুণের কথা থাকছে আমাদের আজকের আয়োজনে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এই পানীয়টি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ঠান্ডা কাশির সময় এই পানীয়টি পান করতে পারেন।

ব্রণ কমাতে সাহায্য করে প্রতিদিন সকালে লেবু ও মধুর মিশ্রণ পান ব্রণ কমাতে সাহায্য করে। দুই থেকে তিন সপ্তাহ এটি পান করলে ত্বক অনেক পরিষ্কার হয়।

শরীর পরিশোধিত করে লেবু ও মধুর মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী পরিশোষধীকরণ উপাদান। প্রতিদিন সকালে এটি পান শরীরের বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে কাজ করে।

শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যা দূর করে এক গ্লাস হালকা গরম জলের সঙ্গে এক চা-চামচ মধু ও দুই চা-চামচ লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে ঘন কফ ও শ্লেষ্মা খুব সহজেই শিথিল হয়ে বের হয়ে আসবে। তাছাড়া এই পানীয় নাক সংক্রান্ত যেকোন সমস্যা তাতক্ষণিকভাবে উপশম করতে সাহায্য করে গলাব্যথা কমায় মধুর মধ্যে থাকা প্রদাহরোধী ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদানের কারণে এটি গলাব্যথা কমাতে উপকারী।

হজম নালী ঠিক রাখতে এক গ্লাস জলের সঙ্গে এক চা-চামচ মধু ও দুই চা-চামচ তাজা লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে আলসার, উচ্চমাত্রার অ্যাসিডিটি ও বদহজম জনিত সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া পানীয়টি ত্বকের পিএইচ লেভেল স্বাভাবিক রাখতে এবং যকৃতের বিষাক্ত পদার্থ দূর করতেও সহায়তা করে।

বিষাক্ত পদার্থ দূর করে লেবুপানি ও মধু একত্রে খাওয়া শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। মধুর মধ্যে থাকা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান এবং লেবুর সাইট্রিক এসিড শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে উপকারী।

কীভাবে তৈরি করবেন মধু-লেবুর পানীয় এক কাপ জলকে গরম করুন। এরপর জল চুলা থেকে নামিয়ে হালকা গরম হয়ে এলে এতে এক চা চামচ মধু এবং দুই চা চামচ লেবুর রস দিন। এর পর মিশ্রণটি পান করুন।

কখন খাবেন সাধারণত সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে বা রাতে ঘুমানোর আগে এই পানীয় পান করা যেতে পারে। এ ছাড়া দিনের অন্য যেকোনো সময়ও পান করা যেতে পারে। এতে ক্যালরি অনেক কম থাকে। সাধারণত ১ গ্লাস কুসুম গরম জলে ২ চা চামচ লেবুর রস এবং ১ বা ১/২ চা-চামচ মধু (ক্যালরিভেদে) মিশিয়ে এই পানীয় তৈরি করা হয়।

ব্ল্যাক কফির স্বাস্থ্যগুণ জানুন

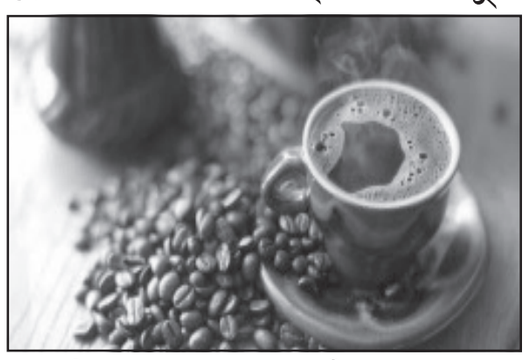

ব্ল্যাক কফির স্বাদ তেতো হওয়া অনেকেই এটি পছন্দ করে না। আবার অনেকেরই একটা ভুল ধারণা এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে অন্তত দুবার ব্ল্যাক কফি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। সকালে ব্রেকফাস্টের পরে এবং সন্ধ্যায় এক কাপ কফি খাওয়া যেতে পারে। এক কাপ কফিতে ৬০ শতাংশ পুষ্টি, ২০ শতাংশ ভিটামিন এবং ১০ শতাংশ খনিজ ও ১০ শতাংশ ক্যালরি আছে। যা হৃদযন্ত্রসহ দেহের অন্যান্য অংশের উপকার করে থাকে। জেনে নিন ব্ল্যাক কফির চমতকার কিছু স্বাস্থ্যগুণ-

১. স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ব্ল্যাক কফি মস্তিষ্ককে সচল রাখতে সাহায্য করে। যার ফলে মনে রাখার ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে যায়। এছাড়া নার্ভকেও সচল রাখে। ২. ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করে কফির উপাদানসমূহ ব্লাড সুগার কমিয়ে দেয় এবং মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে থাকে। যা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করে। নিয়মিত কফি পানে ২ ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। ৩. পেট পরিষ্কার করতে

কফি খেলে ঘন ঘন প্রসাব হয়। চিনি ছাড়া কফি খেলে শরীরের ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থ, ব্যাকটেরিয়া প্রসাবের সাথে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। যা পেট পরিষ্কার করে থাকে। ৪. ওজন হ্রাস করতে

ব্ল্যাক কফি ওজন হ্রাস করতে সাহায্য করে থাকে। এটি মেটাবলিজম ৫০ বাড়িয়ে দেয় এবং এর সাথে পেটে জমে থাকা চর্বি গলাতে সাহায্য করে। ৫. ক্যান্সারের ঝুঁকি হ্রাস করে

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ব্ল্যাক কফি ২০ শতাংশ পুরুষের ক্যান্সার এবং ২৫ শতাংশ মেয়েদের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে থাকে। যারা প্রতিদিন চার কাপ কফি পান করে তাদের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। ৬. হার্ট সুস্থ রাখে

ব্ল্যাক কফি দেহের ইনফ্লামেশন কমিয়ে হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে থাকে। চিনি ছাড়া ব্ল্যাক কফি হার্ট সুস্থ রাখে। ৭. মন সতেজ রাখে

এক কাপ ব্ল্যাক কফি সাথে সাথে আপনার মুড ভাল করে দেয়। ক্যাফিন নার্ভ সিস্টেমকে প্রভাবিত করে আপনার মনকে প্রফুল্ল রাখতে সহায়তা করে। ৮. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ

ব্ল্যাক কফিতে আছে নানা রকমের আন্টিঅক্সিডেন্ট যা শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। এতে আরো রয়েছে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন বি টু, বি থ্রি এবং বি ফাইভ এবং ম্যাঙ্গানিজ। ৯. যকৃত সুস্থ রাখতে নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে ব্ল্যাক কফি খাওয়া হলে যকৃতের ক্যান্সার, ফ্যাটি লিভার, হেপাটাইটিস, অ্যাল্কোহলের কারণে হওয়া ''লিভার সিরোসিস'' হওয়ার ঝুঁকি কমে। ব্ল্যাক কফি যকৃতের ক্ষতিকারক এনজাইমের মাত্রা কমাতেও সহায়তা করে। ১০. বয়স ধরে রাখে

অনেকদিন পর্যন্ত বয়স ধরে রাখতে সাহায্য করে চিনি ছাড়া ব্ল্যাক কফি। এছাড়া পার্কিনসনের মতো রোগকেও আটকাতে সক্ষম ব্ল্যাক কফি।

গ্যাস্ট্রিক ও বদহজম দূর করে এই পেঁপে

পাকা পেঁপে খেতে যেমন সুস্বাধু তেমনি বিভিন্ন রেসিপিতেও বেশ কদর রয়েছে কাঁচা পেঁপের। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন। বিভিন্ন রকম রোগ সারাতে কাঁচা পেঁপে খুবই উপকারি। পেটের নানা রোগবালাই দূরীকরণে কাঁচা পেঁপে খুবই কার্যকরী। শুধু পেটের সমস্যাই নয়, আরও অনেক নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যায় এই ফলের উপকারিতা অনেক। গ্যাস্ট্রিক ও বদহজম দূর করতে কাঁচা পেঁপের জুড়ি নেই। পেঁপের নানাবিধ পুষ্টিগুণের কথা তুলে ধরা হল আমাদের আজকের আয়োজনে-

হৃদরোগের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয় কাঁচা পেঁপে ব্লাড প্রেসার ঠিক রাখার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ করে রক্তের প্রবাহকে। এমনকি শরীরের ভেতরের ক্ষতিকর সোডিয়ামের পরিমাণকেও কমিয়ে দেয়। ফলে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায় হৃদরোগের সমস্যা থেকে। একারণেই বেশির ভাগ সময় বিশেষজ্ঞরা হৃদরোগীদের সবসময় পেঁপে খাওয়ার কথা বলে থাকেন।

অন্ত্রের চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করে পেঁপের বীজে আছে এন্টি-অ্যামোবিক ও এন্টি-প্যারাসিটিক বৈশিষ্ট্য যা অন্ত্রের চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি এটি বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, এসিড রিফ্লাক্স, হৃদযন্ত্রের সমস্যা, অন্ত্রের সমস্যা, পেটের আলসার ও গ্যাস্ট্রিক সমস্যা থেকেও রক্ষা করে। ব্যথা নিরাময় করে পেঁপের পুষ্টিগুণ মেয়েদের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকারী। কারণ এটি মহিলাদের যে কোনো ধরনের ব্যথা কমাতে কার্যকারী ভূমিকা রাখে। পেঁপের পাতা, তেঁতুল ও লবণ একসাথে মিশিয়ে জল দিয়ে খেলে ব্যথা একেবারে ভালো হয়ে যায়। অতিরিক্ত ক্যালরি ও চর্বি কমিয়ে দেয় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ই ও এ আছে পেঁপেতে। এগুলো ১০০ গ্রামে মাত্র ৩৯ ক্যালোরি দেয়। এছাড়া এতে বিদ্যমান এন্টি-অক্সিডেন্ট অতিরিক্ত ক্যালরি ও চর্বির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

ত্বকের সমস্যা ও ক্ষত দূর করে পেঁপেতে বিদ্যমান পুষ্টিগুণ ব্রণ ও ত্বকের যে কোন ধরনের সংক্রামক থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এমনকি এটি ত্বকের ছিদ্র মুখগুলো খুলে দেয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটি ফেসপ্যাক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাঁচা পেঁপে ত্বকের মরা কোষগুলোকে পুনর্জ্জীবিত করে তুলতে সাহায্য করে।

ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করে বেশকিছু গবেষনায় দেখা গেছে, দারুচিনি খুবই উপকারী রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে। প্রতিদিন আধা চা চামচ দারুচিনির গুঁড়ো রক্তে খারাপ কোলেস্টোরল এলডিএলের মাত্রা কমিয়ে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, যা টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী। তাছাড়া এটি ইনসুলিন সংবেদনশীলতা ও রক্তচাপ কমিয়ে দেয়।

দাঁত ক্ষয় ও মাড়ির সমস্যা দূর করে চুইংগাম, মিন্ট চকলেট, মাউথওয়াশ, টুথপেস্ট ইত্যাদি তৈরিতে বহুল প্রচলিত একটি উপাদান হল দারুচিনির তেল। এই উপাদান দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি করে মুখের ভিতরে এমন ব্যাক্টেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে।

এই গুণে ভরা দারুচিনি

আমাদের কাছে রান্নার মসলা হিসেবে পরিচিত দারুচিনি আসলে গাছের ছাল। এই গাছের ছাল রান্নার স্বাদ আর গন্ধ বৃদ্ধির সাথে সাথে নানা গুণে সমৃদ্ধ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ভেষজ গাছটি যুগের পর যুগ বেশকিছু রোগ থেকে সুরক্ষিত করছে আমাদের। বিশ্বের সেরা সাত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে দারুচিনি। ঠান্ডা জনিত রোগ, পেশী সংকোচনের কারণে ব্যথা এবং শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করে দারুচিনি। তাছাড়া রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতেও দারুণ কার্যকর। এছাড়াও দূর করে অ্যাসিডিটি সমস্যা। পেটের সমস্যা দূর করে দারুচিনির অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান পেটের ব্যথা দূর করতে অনেক কার্যকর। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে হজম ও গ্যাসের সমস্যাসহ প্রতিদিন টয়লেট হয় না। সেক্ষেত্রে আপনি রাতে ঘুমানোর আগে দারুচিনির সাথে হরিতকীর গুঁড়ো মিশিয়ে খেলে বেশ উপকার পাবেন। আর যদি আপনি অ্যাসিডিটি সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চান, তাহলে দারুচিনির সাথে মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। ক্যানসার প্রতিরোধক দারুচিনিতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ডিএনএ নষ্ট হতে দেয় না ও ক্যান্সার সৃষ্টিকারী টিউমারের বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান দেয়। এছাড়াও দারুচিনিতে আছে সিনাম্যালডিহাইড নামক একটি উপাদান, যা লিউকোমিয়া ও লিমফোমা ক্যান্সার কোষের প্রভাব কমিয়ে ক্যানসার রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও ওজন কমাতে সাহায্য করে প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় দারুচিনি রাখলে তা ওজন কমাতে সাহায্য করবে। এছাড়া দরিুচিনিতে এমন কিছু উপাদান আছে যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে। রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে দেহের রক্ত তরল থাকতে সাহায্য করে দারুচিনি। মাত্র ২ ঘণ্টায় রক্তের মন্দ কোলেস্টরেলের পরিমাণ ১০ শতাংশ করে কমিয়ে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করতে বিশেষ ভুমিকা পালন করে।অ্যালার্জির সংক্রমণ কমাতে সাহায্য করে দারুচিনিতে আছে এমন কিছু জীবাণুনাশক উপাদান যা ত্বকের চুলকানি, অ্যালার্জি ও বিভিন্ন সংক্রমণ রোধে দারুণ কাজ করে থাকে। ত্বকের কোথাও ফুলে গেলে, ব্যথা হলে, লালচে হয়ে গেলে দারুচিনির নির্যাসযুক্ত তেল সরাসরি ত্বকে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া ব্রণ ও ফুসকুড়ি হলে দারুচিনির সঙ্গে মধু মিশিয়ে ত্বকে লাগালে ব্রণ ও ফুসকুড়ি দূর হবে।

লিভারকে সুস্থ রাখবে এই ৪টি খাবার

মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ লিভার। আমাদের দেহের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত এই লিভার। যেমন- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, হজম শক্তি, মেটবলিজম, দেহে পুষ্টি জোগায়। লিভার যদি সুস্থথাকে তাহলে শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দেয়, রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, দেহের সকল

অংশে পুষ্টি জোগায়। তাই লিভার সুস্থরাখার জন্য এমন কিছু খাবার খাওয়া উচিত, যা আমাদের লিভারকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখবে।

দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে মৌলিক কিছু পরিবর্তন এনে লিভারকে সুস্থরাখা সম্ভব। ১. লেবু লেবুতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান যা দেহের লিভার পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে এবং ডি লিমনেন উপাদান লিভারে এনজাইমকে সক্রিয় করে। তাছাড়া লেবুর ভিটামিন সি লিভারে বেশি করে এনজাইম তৈরি করে যা হজম শক্তির জন্য বেশ উপযোগী। লেবুর মিনারেল লিভারের নানান পুষ্টি উপাদানগুলো শোষণ করার শক্তি বৃদ্ধি করে।বাসায় লেবুজল পান করুন এবং যেকোন সময় পানের জন্য লেবুজল বানিয়ে রাখুন। প্রতিদিন লেবুজল পান করুন, চাইলে সাথে মধুও মিশিয়ে নিতে পারেন। ২. সবুজ চা এন্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ সবুজ চা। কেটেচিন নামক এক প্রকার উপাদান রয়েছে, যা লিভারের সমস্যা দূর করে। সবুজ চা শুধু স্বাদেই মজা যে তা নয়, এটি ডায়েট এর জন্য সব থেকে ভাল খাদ্য। ৩. আপেল প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ১ টি করে আপেল রাখুন যা লিভারকে সুস্থ রাখবে। আপেলের পেক্টিন, ফাইবার দেহের পরিপাকনালী হতে টক্সিন ও রক্ত হতে কোলেস্টরোল দূর করে এবং সাথে সাথে লিভারকেও সুস্থ রাখে। আপেলে আছে আরও কিছু উপাদান- ম্যালিক এসিড যা প্রাকৃতিক ভাবেই রক্ত হতে ক্ষতিকর টক্সিন দূর করে। যেকোন ধরণের আপেলই দেহের লিভারের জন্য ভালো। তাই লিভার সুস্থ রাখতে প্রতিদিন ১ টি করে আপেল খান। ৪. হলুদ হলুদ সোনালি মশলা নামে পরিচিত যা লিভারের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। কারণ এই মশলাটি দেহ থেকে খাদ্য বিষ নিঃসরণের কাজ করে যেসব এনজাইম সেসবকে সহায়তা করে। ঠিক এ কারণেই ভারতীয় উপমহাদেশের রান্নায় সবসময়ই হলুদ ব্যবহার করা হয়। লিভারকে সুস্থ রাখতে চাইলে প্রতিদিন এক গ্লাস হালকা গরম জলে এক চা চামচ হলুদ মিশিয়ে পান করুন।

সিটু্য আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার পরিদর্শন করেন। শুক্রবার। ছবি ঃ নিজস্ব

কোভিড ঠেকাতে ২০ হাজার কোটির প্যাকেজ কেরলে, সংশোধিত বাজেটে ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

তিরুবনন্তপুরম, ৪ জুন (হি.স) : কোভিড ঠেকাতে এবার ২০ হাজার কোটির প্যাকেজ করল কেরল সরকার। শুক্রবার অর্থমন্ত্রী কে এন বালগোপাল বাজেট পেশ করেন। তাতে ঘোষণা করা হয়, ২০ হাজার কোটি টাকার কোভিড প্যাকেজ দেওয়া হবে। এছাড়া ১৫০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তরল অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি হবে। কোভিডের টিকা দেওয়ার জন্য খরচ করা হবে ১ হাজার কোটি টাকা। এজন্য রাজ্যবাসীর ওপরে কোনও বাড়তি কর চাপবে না। কোভিড প্যাকেজের মধ্যে ২৮০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে স্বাস্থ্য পরিষেবায়। ৮৯০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে ইনকাম ট্রান্সফারের জন্য। আর্থিক পুনরুজ্জীবনের জন্য খরচ করা হবে ৮৩০০ কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণের শুরুতেই বলেন, পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বে এলডিএফ সরকারকে ফের নির্বাচিত করার জন্য রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানাই। বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ”আমরা বিধায়ক কেনাবেচার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। এখানে বিধায়কদের লুকিয়ে রাখা হয় না। বিরোধী দল ও মিডিয়াকে ভয় দেখিয়ে কেউ এখানে ভোটে জেতে না।” বিরোধী নেতা ভি ডি সাথিসান কোভিড প্যাকেজকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ”বাজেট বক্তৃতায় রাজনৈতিক মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী। পুরো প্যাকেজকেই মনে হচ্ছে রাজনৈতিক চমক।” অর্থমন্ত্রী জানান, কোভিড ও ইবোলার মতো রোগের চিকিতসার জন্য হাসপাতালে বিশেষ আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হবে। প্রতিটি জেলা হাসপাতালে শিশুদের জন্য তৈরি হবে আইসিইউ।

পরে কে এন বালগোপাল বলেন, ”গুরুতর অসুস্থ কোভিড রোগীদের অক্সিজেন দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরির জন্য প্রাথমিকভাবে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।” অর্থমন্ত্রীর অভিযোগ, ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সীদের ভ্যাকসিন দেওয়ার দায়িত্ব অস্বীকার করেছে সরকার। বিশ্ব জুড়ে করোনা অতিমহামারী শুরু হওয়ার পরে ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার প্রবাসী কেরলে ফিরে এসেছেন। তাঁরা বিদেশে চাকরি করতেন। কিন্তু করোনার প্রভাবে অর্থনীতি সংকুচিত হওয়ায় তাঁদের চাকরি গিয়েছে। প্রবাসীদের মধ্যে যাঁরা বাড়ি ফিরেছেন, তাঁদের ঋণ দেওয়ার জন্য ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেরল সরকার। রাজ্যে পর্যটনে উতসাহ দেওয়ার জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। সেই অর্থে মালাবার লিটারারি সার্কিট ও বায়োডাইভার্সিটি সার্কিট অব কোল্লাম নামে দু”টি ট্যুরিজম সার্কিট গড়ে তোলা হবে। রাজ্যের দুই বিশিষ্ট রাজনীতিকের স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে চার কোটি টাকা। যে দু”জনের স্মৃতি সৌধ গড়ে তোলা হবে, তাঁরা হলেন কেরলের কমিউনিস্ট সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী কে আর গৌরীআম্মা এবং কংগ্রেস (বি)-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান আর বালকৃষ্ণ পিল্লাই।

ফাইজারের টিকা ১২-১৫ বছর বয়সিদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ, জানাল ব্রিটেন

লন্ডন, ৪ জুন (হি.স) : ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য ফাইজার-বায়োএনটেক-র কোভিড টিকা নিরাপদ বলে জানাল ব্রিটেন। সে দেশের ওষুধ এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পণ্য নিয়ামক সংস্থার প্রধান জুন রায়ান শুক্রবার বলেন, “আমরা ১২-১৫ বছর বয়স্কদের দেহে যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, তাঁদের দেহে ফাইজারের টিকা পুরোপুরি নিরাপদ।”

আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলির বিধি এবং মান অনুযায়ী ফাইজারের টিকার পরীক্ষা হয়েছিল বলেও জানান ব্রিটিশ ওষুধ এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পণ্য নিয়ামক সংস্থার প্রধান।

প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহেই ফ্রান্সের পাস্তুর ইনস্টিটিউট জানিয়েছিল, ফাইজারের টিকা বি.১.৬১৭ প্রজাতির করোনাভাইরাস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী। যাঁরা ফাইজারের টিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের শরীরে বি.১.৬১৭ ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার মতো যথেষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে হয়েছে বলেও পাস্তুরের গবেষকেরা জানিয়েছিলেন।

পরিচালক আদিত্য ধরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন ইয়ামি গৌতম

মুম্বাই, ৪ জুন (হি. স.) : পরিচালক আদিত্য ধরের সঙ্গে বিয়ে করলেন বলিউড অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতম । সোশ্যাল মিডিয়ায় শুক্রবার জীবনের এই নতুন অধ্যায় শুরুর ঘোষণা করেছেন ইয়ামি।

বিয়ের সাজে নিজেদের ছবি শেয়ার করেছেন ইয়ামি। বিখ্যাত কবি রুমির কবিতার একটি লাইন লিখেছেন, ‘তোমার আলোয় আমি ভালবাসতে শিখলাম। পরিবারের সদস্যদের আশীর্বাদ নিয়ে আজ আমরা বিয়ে করলাম। দু’জনেই প্রাইভেট পার্সন হওয়ার কারণে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেই এই আনন্দ ভাগ করে নেব। ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের যাত্রা শুরু করলাম। আপনাদের আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা প্রয়োজন।’দিয়া মির্জা, সবিতা ঢুলিপালা, বাণী কাপুরের মতো ইন্ডাস্ট্রির সতীর্থরা নব দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বেহালায় মাস্ক বিলি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.): করোনা হানায় নাজেহাল দেশ থেকে রাজ্যবাসী। গত বছর থেকে এখনও করোনা আতঙ্কে আতঙ্কিত সকলে। তবে, এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে ক্রমাগত চিকিৎসকদের তরফে বলা হচ্ছে মাস্ক পরতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে। আর তাই সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে শুক্রবার বেহালায় মাস্ক বিলি কলকাতা পুলিশের। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি রাজনীতিবিদ থেকে চিকিৎসক ইতিমধ্যেই সকলের শরীরেই দানা বেঁধেছে করোনা। করোনার বাড়বাড়ন্ত কমাতে ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে লকডাউন। লকডাউন চলবে আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত। যার জেরে বর্তমানে বন্ধ রয়েছে লোকাল ট্রেন, বাস, মেট্রো স্কুল, কলেজ। তবে, করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে অত্যন্ত তৎপর প্রশাসন। ক্রমাগত কলকাতা পুলিশের তরফে মাস্ক বিলি থেকে করা হচ্ছে বিভিন্ন থানা জীবাণুমুক্তকরণ। এদিন কলকাতা পুলিশের তরফে বেহালা এলাকায় মাস্ক তৈরি করা হয়। পথচলতি সকলকেই মাস্ক বিলি করা হয় পুলিশের তরফে। রাস্তায় কাউকে মাস্ক পরতে না দেখলেই পুলিশের তরফে মাস্ক দিয়ে মাস্ক পরার গুরুত্ব বোঝানো হচ্ছে।

শিল্পী-কলাকুশলীদের পাশে হৃতিক সিনে অ্যান্ড টিভি আর্টিস্ট ফেডারেশনকে দান করলেন কুড়ি লক্ষ টাকা

মুম্বাই, ৪ জুন (হি. স.) : লকডাউনে বলিউডে শুটিং বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন শিল্পী এবং কলাকুশলীরা। এবার তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন হৃতিক রোশন। সিনে অ্যান্ড টিভি আর্টিস্ট ফেডারেশনকে দান করলেন কুড়ি লক্ষ টাকা। একইসঙ্গে দরিদ্র সীমার নিচে যে সব শিল্পী-কলাকুশলী রয়েছেন তাঁদের জন্য ব্যবস্থা করলেন রেশন কিটও। দ্বিতীয় সংক্রমণেও উদ্যোগী ভূমিকা নেওয়ায় হৃতিক সম্পর্কে সিনে অ্যান্ড টিভি আর্টিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি অমিত বহেল বলেন, “ওই টাকায় কর্মীদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করছি আমরা। পাশাপাশি রেশন পৌঁছে দেওয়ারও ব্যবস্থা করছি।” প্রসঙ্গত, গত বছর লকডাউনের সময়েও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন হৃতিক। তিনি দিয়েছিলেন ২৫ লক্ষটাকা। সেই টাকায় উপকৃত হয়েছিলেন ফিল্ম এবং টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৫ হাজার কর্মী।

ওড়িশায় দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষা বাতিল

ভুবনেশ্বর, ৪ জুন (হি.স) : রাজ্যজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় এবার ওড়িশায় দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ডের পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করল ওড়িশা সরকার। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিএইচএসই) পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করে বলেন, পরীক্ষার চাইতে পড়ুয়াদের জীবনের সুরক্ষা অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। সমাজ এবং সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জীবন অনেক বেশি প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এবছরের দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওড়িশা ছাড়াও এর আগে উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, গোয়া, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার তাদের দ্বাদশ শ্রেণি বোর্ডের পরীক্ষা আগে বাতিল ঘোষণা করেছে।

সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত শহরের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.) : করোনা কাঁটায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে আমজনতার। করোনা হানায় বর্তমানে লকডাউন চলছে রাজ্য জুড়ে। যার জেরে বর্তমানে কিছুটা হলেও কমেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তবে, এই পরিস্থিতিতে ক্রমাগত সংক্রমণ এড়াতে তৎপর কলকাতা পুলিশ। এরই মাঝে শুক্রবার সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত শহরের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক।

কিছুতেই শহরবাসীর পিছু ছাড়ছে না করোনা। করোনার বাড়বাড়ন্তে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে আমজনতার। ১৫ জুন পর্যন্ত বজায় থাকবে লকডাউন। এই পরিস্থিতিতে সংক্রমনের হাত থেকে শহরবাসীকে রক্ষা করতে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পরেছে কলকাতা পুলিশ। মাস্ক বিলি থেকে বিভিন্ন এলাকা জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে পুলিশের তরফে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণের সেবায় নেমে ক্রমাগত সংক্রমিত হতে হচ্ছে পুলিশ কর্মীদেরও। তারই মাঝে এদিন কলকাতা পুলিশের তরফে জীবাণুমুক্ত করা হয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক থেকে ইউকো ব্যাঙ্ক।

উত্তরপূর্বে প্রথম, ”ড্রোন”-এর সাহায্যে স্যানিটাইজেশন শুরু করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ জুন (হি.স.) : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত জেলা সদর করিমগঞ্জের আকাশে অসম তো বটেই, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথমবারের মতো উড়লো ”ড্রোন”। তবে এ-কোনও যুদ্ধের মহড়া নয়। করোনা প্রতিরোধে শহরের বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় সহ অসামরিক হাসপাতাল চত্বর এবং বিভিন্ন জনবহুল এলাকাকে স্যানিটাইজ করার জন্য নেওয়া হয়েছে ”ড্রোন”-এর সাহায্য। শুক্রবার সকালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে জেলাশাসক খগেশ্বর পেগু ও সাংসদ কৃপানাথ মালাহের উপস্থিতিতে ড্রোনের মহড়া শুরু হয়। প্রথমে জেলাশাসকের কার্যালয় চত্বরে স্যানিটাইজেশনের মাধ্যমে ড্রোন তার যাত্রা শুরু করে। এর পর পুলিশ সুপারের কার্যালয়, ডিএসএ কমপ্লেক্স, সদর থানা, রেডক্রস এবং সবশেষে অসামরিক হাসপাতাল চত্বরকে ড্রোনের সাহায্যে স্যানিটাইজ করা হয়। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে শহরকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে স্যানিটাইজ করার সংকল্প নিয়েছিলেন সাংসদ কৃপানাথ মালাহ। অবশেষে সংকল্প বাস্তবায়িত করতে সফল হলেন সাংসদ কৃপানাথ। অতি সম্প্রতি বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক সভাস্থল ড্রোনের মাধ্যমে সেনিটাইজ করতে দেখেই সাংসদ সংকল্প নিয়েছিলেন, করিমগঞ্জ শহরের জনবহুল এলাকায় ড্রোনের সাহায্যে স্যানিটাইজ করাবেন। সাংসদ কৃপানাথ তাঁর ইচ্ছা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারস্থ হন। সবকিছু খুলে বলেন তিনি। সাংসদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে পিএম ক্যায়ার ফান্ড থেকে করিমগঞ্জের জন্য একটি ড্রোন মঞ্জুর করেন। যেমন কথা তেমন কাজ। প্রধানমন্ত্রীর মঞ্জুরকৃত ড্রোন গতকালই করিমগঞ্জ এসে পৌঁছেছে। আজ সকাল থেকে ড্রোন দিয়ে স্যানিটাইজেশনের কাজ শুরু হয়ে যায়। ড্রোন-এর কার্যকলাপ দেখতে ডিএসএ মাঠে সকালবেলা উৎসুক জনতা ভিড় জমান। করোনা অতিমারির দ্বিতীয় ডেউ মানুষের অবস্থা বেহাল করে তুলেছে। এই মারণ রোগ থেকে রক্ষা পেতে সরকারি তরফে চলছে ভ্যাইকসিন প্রদান। সাংসদের উদ্যোগে ড্রোন দিয়ে স্যাননিটাইজেশনের পদক্ষেপ যথেষ্ট সফল হবে বলে শহরবাসী মনে করছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে করিমগঞ্জ শহরে প্রথমবারের মতো ড্রোনের মাধ্যমে স্যা নিটাইজেশনের কাজ শুরু হল। এর আগে উত্তরপূর্বের কোথাও আর এভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে স্যানিটাইজ করা হয়নি। এই কার্যসূচির শুভারম্ভ উপলক্ষ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ও বিজয় মালাকার, পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার ঝা, এআইডিসি চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, রবীন্দ্র দেব, ডা. মানস দাস, কৃষ্ণ দাস, নিশিকান্ত ভট্টাচার্য, কিশোর দে প্রমুখ বহুজন।

নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে ফিরহাদ হাকিমের

কলকাতা, ৪ জুন (হি. স.) : নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী তথা কলকাতার পুর-প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের। পুরভবন এবং তাঁর অন্যান্য দফতরের পাশাপাশি বাড়িতেও যাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও খামতি না থাকে সেদিকে দেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত নজর।

কলকাতা পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম। তার পাশাপাশি রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রীও বটে। তবূ দীর্ঘসময় কাটান পুরভবনেই। আর সেখানে সারাদিন প্রচুর মানুষের যাতায়াত। আর তাই পুরভবনে বাড়ানো হচ্ছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা।এই অবস্থায় নারদ মামলায় অভিযুক্ত জামিনে মুক্ত হেভিওয়েট নেতা ফিরহাদ হাকিমের নিরাপত্তা বাড়ানো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শুক্রবার কলকাতা পুলিশ এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা পুরভবনে যান এবং পুরসভায় ফিরহাদ হাকিমের জন্য কী কী নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে তা তাঁরা খতিয়ে দেখেন। এছাড়াও তাঁর বাড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরাল করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

গত ১৭ মে ফিরহাদ হাকিম-সহ চারজন মন্ত্রী, বিধায়ক, নেতাকে ভোরবেলায় বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। ওই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। প্রতিবাদে নিজাম প্যালেসে অবস্থানে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকেও গ্রেফতার করার দাবি তোলেন। সেদিন প্রায় ৬ ঘণ্টা পর নিজাম প্যালেস ছাড়েন মুখ্যমন্ত্রী। রাতে নিম্ন আদালতে চার হেভিওয়েটের জামিন মঞ্জুর হয়ে যায়। কিন্তু, রাতেই নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে যায় সিবিআই। নিম্ন আদালতের রায়ে স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্ট। সম্প্রতি হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ তাদের জামিন মঞ্জুর করেছে। জামিনে মুক্ত রাজ্যের মন্ত্রীকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেওয়ার নেপথ্যে নিশ্চয়ই কিছু কারণ রয়েছে বলে মত ওয়াকিবহল মহলের।

বেআইনি কারবার রুখতে দিগরখালে ফের এমভি চেকগেট বসানোর প্রস্তুতি, একদিনে সাতটি গাড়ি থেকে ১.৭৬ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়

দিগরখাল (অসম), ৪ জুন (হি.স.) : ফের দিগরখালে এমভি চেক বসানোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। প্রভাবশালী নেতা ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসার পর থেকেই বেআইনি সিন্ডিকেট চক্রের লাগাম টানতে রাজ্যজুড়ে পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়েছে। একইভাবে এক সপ্তাহ ধরে দিগরখালে জোরকদমে চলছে পরিবহণ আধিকারিকদের ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের কালাইনছড়া টোলগেটের পাশে মাত্রাতিরিক্ত সামগ্রী বোঝাই ট্রাক আটক করে কুড়ি হাজার এবং অতিরিক্ত প্রতি টন পরিমাণে আলাদা দুই হাজার করে টাকা জরিমানা নির্ধারণ করে চালান ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিলচর ডিটিও অফিসে জরিমানার টাকা জমায়েত করার পর বৈধ রসিদের কপি দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট গাড়িগুলো ছাড় পাচ্ছে।

আজ শুক্রবার এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেক্টর রিতুল বরগোহাঁইয়ের নেতৃত্বে সকাল সাড়ে আটটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত পরিবহণ আধিকারিকের আট সদস্যের এক দল তৎপরতার সঙ্গে কর্তব্য পালন করেছেন। পাঁচটা পর্যন্ত মোট ১৬২টি গাড়ি চেকিং করা হয়েছে। এর মধ্যে ছয়টি গাড়ি ওভারলোডেড থাকায় মোট ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার জরিমানা ধার্য করে সংশ্লিষ্ট গাড়ির চালকদের হাতে চালান ধরিয়ে গাড়িগুলি আটকে রাখা হয়েছে। আটককৃত ওভারলোডেড ট্রাকগুলো হচ্ছে টিআর ০১ কে ১৫৭২, টিআর ০২ এইচ ১৮৩২, এএস ০১ এলসি ৭৬৭৪, এএস ০১ জেসি ১৮৯৭, এপি ৩৯ ভি ১২৭৮ এবং ইউপি ৫৩ বিটি ৫১৮৪। এছাড়া এএস ০১ এলসি ০৪৭২ নম্বরের একটি ট্রাক এমভি কর্মীদের সিগন্যাল অবজ্ঞা করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। গাড়িটির পিছু ধাওয়া করে তাকে আটকে ৪০ হাজার টাকার প্যানাল্টির চালানে রসিদ ইস্যু করেন এমভি কর্তারা। এভাবে এক সপ্তাহ থেকে লাগাতার ডিউটির বেড়াজালে পড়ে কার্যত বেকায়দায় পড়েছেন ওভারলোড সিন্ডিকেটের মাফিয়ারা। অ্যাসিস্টটেন্ট এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেক্টর আবদুল রজাক বড়ভুইয়াঁ, রাজীবজ্যোতি ভুইয়াঁ, কমল দাস, দীপেন বরুয়ারা জানান, সরকারের কড়া নির্দেশে ওভারলোডেড গাড়ি পারাপার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করাই তাঁদের লক্ষ্য। কোনও রকমের চাপের কাছে তাঁরা মাথা নত করবেন না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের শূন্য সহনশীল নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য তাঁরা কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত হয়েছেন। তাঁদের দাবি, গত এক সপ্তাহ থেকে একটিও ওভারলোডেড পণ্যবোঝাই ট্রাক প্রবেশ করতে পারেনি। তবে কয়লা ও চুণাপাথর বোঝাই ট্রাক আসলে সেগুলো আটক করে পুলিশের কাছে সমঝে দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তাঁরা।

এদিকে স্পর্শকাতর বিষয় হচ্ছে, কংগ্রেস সরকারের আমলে দিগরখালে এমভি গেট থাকাকালে ব্যাঙের ছাতার মতো প্রায় ২৫টির বেশি ওয়েব্রিজ গড়ে উঠেছিল। ২০১৭ সালে বিজেপি সরকার এমভি গেট দিগরখাল থেকে উঠিয়ে নিয়ে ছিল। এর পর কার্যত সেই ওয়েব্রিজগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। ব্যক্তি মালিকানাধীন ওয়েব্রিজগুলোর রমরমা ব্যবসা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু অসংখ্য ওয়েব্রিজের মধ্যে বর্তমানে শুধুমাত্র ইস্টার্ন ওয়েব্রিজের ধার্যকৃত পরিমাণকেই বৈধতা দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ইস্টার্ন ওয়েব্রিজটি কাটিগড়ার নবনির্বাচিত বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদারের নিকটাত্মীয়ের। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চলমান কয়লা, বার্মিজ সুপারি, চুণাপাথর প্রভৃতি অবৈধ প্রক্রিয়ার ব্যবসায়ী চক্রের বিরুদ্ধে তৎপরতার সঙ্গে লাগাতার অভিযান চলছে। বস্তুত হিমন্ত-আতঙ্কে কাঁপছে রাজ্যের অপরাধ জগতের চাঁই তথা কয়লা, বার্মিজ সুপারি, আগ্নেয়াস্ত্র, পুস্ত, চুণাপাথর পাচার সিন্ডিকেটের লাগাম টানার পাশাপাশি নিষিদ্ধ নেশাসামগ্রী ড্রাগস, ব্রাউনসুগার, হেরোইন, গাঁজা, ইয়াবা ট্যাবলেট প্রভৃতি পাচারের বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিদিনের অভিযানে ব্যাপক সফলতার নজির গড়ছেন পুলিশকর্মীরা।

২০১৬ সালে অসমে প্রথমবারের মতো সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গঠনের পরমুহূর্তেই রাজ্যের জাতীয় সড়ক সংলগ্ন স্থানে গড়ে তোলা এমভি চেকগেট, পুলিশি নাকাচেকিং প্রভৃতির অবসান ঘটানো হয়েছিল। কংগ্রেস সরকারের আমলের ওই সব গেটগুলোতে দেদার দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ ছিল। তাই তখন সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার দুর্নীতি ও বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি অবলম্বন করে তথাকথিত দুর্নীতির আখড়া হিসেবে আখ্যায়িত এমভি চেকগেটগুলোর অবসান ঘটিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তথাকথিত এমভি গেট না থাকলেও ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে সিন্ডিকেটরাজের মাধ্যমে পরিবহণ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরকারি রাজস্ব হাপিশ করে কয়লা, বার্মিজ সুপারি প্রভৃতির মাত্রাতিরিক্তভাবে ট্রাক বোঝাই করে পুকুর চুরির হিড়িক রাজ্যবাসী পর্যবেক্ষণ করেছেন।

বর্তমানে রাজ্যে দ্বিতীয়বারের মেয়াদে বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার শাসনে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমুক্ত সুদৃঢ় প্রশাসনিক কার্যপ্রণালী উপস্থাপন করতে শুরু হয়েছে নতুন অভিযান। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বেশ সফলতা প্রকাশ্যে এসেছে। এবার পরিবহণ বিভাগকে ঢেলে সাজাতে অভ্যন্তরীণ তৎপরতা শুরু হয়েছে। রাজ্য থেকে সিন্ডিকেটরাজের বেআইনি বাণিজ্যের অবসান ঘটাতে খুব শীঘ্রই ফের চালু হতে চলেছে এমভি চেকগেট। অসম-মেঘালয় সীমান্তের দিগরখালে পুরনো এমভি চেকগেটের আদলে কালাইনছড়ার টোলগেট পার্শবর্তী স্থানে স্থাপন করা হতে পারে এমভি চেকগেট। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, গত পাঁচ দিন থেকে ছয় নং জাতীয় সড়কের দিগরখাল অঞ্চলে এমভি চেকগেট বসানোর স্থান নির্ধারণ ও পরিকাঠামো নির্মাণে প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এবং সড়কের বারোটা বাজিয়ে মাত্রাতিরিক্তভাবে বিভিন্ন পণ্য বোঝাই করে চলচালকারী লরিগুলোর যথার্থ ওজন পরিমাপ ও তল্লাশি চালানোর লক্ষ্যে ওই এমভি চেকগেট বসানোর তৎপরতা শুরু করছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ।

গত পাঁচদিন থেকে পরিবহণ বিভাগের একদল আধিকারিক একটি বিলাসী গাড়ি নিয়ে তিন সিফটিঙে রুটিন ডিউটিতে রত রয়েছেন। দিগরখালে পুনরায় এমভি চেকগেট বসানোর প্রস্তুতির খবরে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী মহল বেশ উৎসাহী বলে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে ওয়েব্রিজের ব্যবসায়ী চক্রের মধ্যে অতিরিক্ত খুশিৰ আবহ তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে এমভি গেট ফের চালু হলে সরকারিভাবে ওয়েব্রিজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সচেতন নাগরিকরা। অন্যথায় ব্যক্তি মালিকানাধীন ওয়েব্রিজে দুর্নীতি সংগঠিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তাঁরা। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য, অসম-ত্রিপুরা সীমন্তের চুড়াইবাড়িতে বিদ্যমান ত্রিপুরা সরকার পরিচালিত ওয়েব্রিজের মতো দিগরখালেও সরকারিভাবে ওয়েব্রিজ স্থাপনে পদক্ষেপ নিতে হবে পরিবহণ বিভাগ তথা রাজ্য সরকারকে। অন্যথায় শুধুমাত্র এমভি চেকগেট বসিয়ে সিন্ডিকেটের বেআইনি কার্যকলাপের অবসান ঘটানো সম্ভবপর হবে না, অভিমত তথ্যাভিজ্ঞমহল এবং সচেতন নাগরিকদের।

অন্যদিকে জেলা পরিবহণ আধিকারিক অংশুমান বিশ্বাস দিগরখালে এমভি চেকগেট বসানোর বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট কোনও মন্তব্য করেননি। তিনি বলেন, চেকগেট বসানোর কোনও নির্দেশ এ পর্যন্ত ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আসেনি। তবে মাত্রাতিরিক্ত পণ্য বোঝাইয় লরিগুলোতে তালাশি বিভাগীয় আধিকারিকরা স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করছেন মাত্র।

১৭ জন নেশাদ্রব্য কারবারিকে গ্রেফতার করে ১০টি মামলা নথিভুক্ত করেছে করিমগঞ্জ পুলিশ, অভিযান চলবে বলেন এসপি

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ জুন (হি.স.) : নেশাজাতীয় দ্রব্যের কারবারে জড়িত কাউকেই রেহাই নয়। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেই অসমকে ড্রাগসমুক্ত করার ডাক দিয়ে এই হুঙ্কার দিয়েছিলেন ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সে অনুযায়ী রাজ্য পুলিশকে ড্রাগস মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অল-আউট অ্যাকশনে নামতে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়েই উজান অসম থেকে নিম্ন অসম, মধ্য অসম থেকে বরাক উপত্যকা, প্রতিটি অঞ্চলেই ড্রাগস মাফিয়াদের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশ অল-আউট অ্যাকশনে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশি অভিযানে প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ড্রাগস কারবারি সহ ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট, ফেন্সিডিল ও বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য ধরা পড়ছে। করিমগঞ্জ জেলায়ও পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ড্রাগস সহ বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্যের কারবারিদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার ঝা ড্রাগসের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার দরুন গত এক মাসে করিমগঞ্জ পুলিশের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। গত মাসখানের মধ্যে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে করিমগঞ্জ পুলিশ ৬৮৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ১ লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট, ৭,৮০০ শিশি ফেন্সিডিল কফ সিরাপ এবং বহু কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই সঙ্গে ড্রাগস ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ১৭ জনকে গ্রেফতার করে ১০টি মামলা নথিভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে করিমগঞ্জ পুলিশ।

পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার ঝা করিমগঞ্জে আসার পর থেকেই ড্রাগসের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়ে কাজ করে চলছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে পুলিশ সুপার আরও কঠোরভাবে জেলায় ড্রাগস কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। একের পর এক অভিযানে সাফল্য পেতে শুরু করে করিমগঞ্জ পুলিশ। ড্রাগসের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থানই এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। এতদিন ধরে ড্রাগস মাফিয়া সহ নেশাদ্রব্যের কারবারিরা পুলিশের নাকের ডগার উপর দিয়ে বেপরোয়াভাবে তাদের কালো সাম্রাজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সরকার এবং পুলিশ উভয়ে ড্রাগসের বিরুদ্ধে আপসহীন কড়া অবস্থান নেওয়ায় আজ ড্রাগস মাফিয়ারা লুকনোর জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। সরকার এবং প্রশাসনের সদিযচ্ছা থাকলে কোনও কিছুই যে অসম্ভব নয় ড্রাগস বিরোধী অভিযান তাই প্রমাণ করছ।

করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন সীমান্তঘেঁষা সড়ক পথকে এতদিন ধরে ড্রাগস পাচারের নিরাপদ করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল এই সকল অবৈধ কারবারিরা। কিন্তু ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে ড্রাগস মুক্ত অসম গড়ার ডাক দিতেই নেশাজাতীয় দ্রব্যের কারবারিদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সংস্কার ছাড়া যে কোনও অবৈধ কাজকর্ম সম্ভব নয়, সম্প্রতি ড্রাগস বিরোধী অভিযান তা-ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

সমগ্র অসম সহ বরাক উপত্যকায় ড্রাগস এবং নেশাজাতীয় দ্রব্যের রমরমা বাণিজ্যের সাম্রাজ্য তো একদিনে গড়ে ওঠেনি। তা-হলে এতদিন পুলিশ দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম যুবসমাজ ধ্বংসকারী ড্রাগসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না কেন? রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রীর ফরমান পেয়েই পুলিশ অভিযানে নেমে, একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে কীভাবে? সমাজের সচেতন নাগরিককুল এমন নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে বলছেন, মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ পেয়েই পুলিশ ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান তীব্রতর করে তুলেছে। সফলও হচ্ছে। এতে একটা বিষয় পরিষ্কার, ড্রাগসের অবৈধ কারবারের সঙ্গে কারা জড়িত, প্যাডলাররা কোন সড়কপথ ব্যবহার করে নেশাদ্রব্যের পাচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে এই ড্রাগস, ইয়াবা ট্যাবলেট, ফেন্সিডিল সহ বিভিন্ন নেশাদ্রব্য আসে। এ সবকিছুই এতদিন ধরে পুলিশের নখদর্পণে ছিল। সবকিছু জেনেশুনেও একমাত্র রাজনৈতিক সংরক্ষণে থাকার দারুন ড্রাগস কারবারিদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। ড্রাগস কারবারিদের কর্যকলাপ যদি পুলিশ প্রশাসনের নজরে না থাকত, তা-হলে মুখ্যমন্ত্রীর ফরমান পাওয়ার সাথে সাথেই একের পর এক ড্রাগস কারবারিদের গ্রেফতার করা সহ ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট, ফেন্সিডিল, গাঁজা ইত্যাদি বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে কীভাবে? তবে পুলিশের এই তৎপরতাকে জেলার সুশীল সমাজ সাধুবাদ জানাতে অবশ্য কার্পণ্য করছে না।

এদিকে এক প্রতিক্রিয়ায় পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার ঝা জানান, যতদিন এই জেলায় থাকবেন ততদিন ড্রাগস এবং নেশাজাতীয় দ্রব্যের কারবারিদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান জারি থাকবে। তাই নেশাজাতীয় দ্রব্যের কারবারিদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানান পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার ঝা।

কোভিড-সংক্রমণ ১.৩২-লক্ষাধিক ২,৭১৩ বেড়ে ভারতে মৃত্যু ৩৪০,৭০২

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.): ভারতে ফের কিছুটা কমল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য ৩ হাজারের কাছাকাছিই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৬৪ জন, এই সময়ে দেশে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ২,৭১৩ জন রোগীর। একইসঙ্গে বৃহস্পতিবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ২ লক্ষ ০৭ হাজার ০৭১ জন। কোভিড টিকাকরণ চলছে সমানতালে, ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ২২,৪১,০৯,৪৪৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। সক্রিয় রোগীর হ্রাস অব্যাহত রয়েছে ভারতে, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৭৭,৪২০। ৭৭ হাজার ৪২০ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯৯৩-তে (৫.৭৩ শতাংশ) পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২ হাজার ৭১৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৪০,৭০২ জন (১.১৯ শতাংশ)।

সংক্রমণ যেমন বৃদ্ধি হচ্ছে, সুস্থতাও প্রতিদিন স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ০৭ হাজার ০৭১ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৬৫,৯৭,৬৫৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৩.০৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২২ কোটি ৪১ লক্ষ ০৯ হাজার ৪৪৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ২৮,৭৫,২৮৬ জনকে।

তেলিয়ামুড়ায় করোনা সচেতনতামূলক র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুন।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রেসক্লাব, চিকিৎসক, আরক্ষা প্রশাসন, ও মহাকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার দিনেও করুনা অতিমারি নিয়ে জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে সচেতনতামূলক শিবির ও রেলি অনুষ্ঠিত হলো তেলিয়ামুড়া বাজারে। শুক্রবার ছিল তেলিয়ামুড়া বাজারের হাট বার। এমন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান শুক্রবার নিয়ে টানা তিনদিন ধরে চলল। শুক্রবার অনুষ্ঠানে ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য্য, চিকিৎসক প্রণয় দাস, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা,তেলিয়ামুড়া তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আধিকারিক সিদ্ধার্থ শংকর পাল, প্রেসক্লাবের সম্পাদক পার্থ সারথি রায় সহ তেলিয়ামুড়া মহাকুমার কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্যরা। এদিন তেলিয়ামুড়া সব্জি বাজারের পাশের জাতীয় সড়কে এবং অম্পি চৌমুনী এলাকায় সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও রেলি আয়োজন করা হয়। পরে চিকিৎসক প্রণয় দাস ও তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য্য জনগণের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন। সবাই মাক্স পরিধান করা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য। এছাড়াও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কালে সরকারের নিয়ম নীতি গুলিকে মান্যতা দেওয়ার জন্য।

করইলংয়ে করোনা পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুন।। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের অধীনে শুক্রবার ১নং ওয়ার্ডের করইলং এলাকায় করুনার অ্যান্টিজেন পরীক্ষা শুরু হয় সকাল থেকে তেলিয়ামুড়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। এদিনে করইলং গ্রামে তেলিয়ামুড়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পৌর বাসীদের এন্টিজেন পরীক্ষা করা হয়। এতে এলাকার মানুষজনেরা ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে করুনা ভাইরাসের অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করানোর জন্য। এদিনের তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীরা পৌর বাসীদের এন্টিজেন পরীক্ষা করায়। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের জনৈক এক স্বাস্থ্য কর্মী জানানতেলিয়ামুড়া পৌর এলাকার ১নং ওয়ার্ডে বসবাসকারী জনগণের করুনার উপসর্গ শরীরের রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করছেন। যদি কারো শরীরে করুনার উপসর্গ পাওয়া যায় তবে তাকে হোম আইসোলেশন এ রাখা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকরা কোভিড ভেকসিন নিলেন মহকুমা হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জুন।। শুক্রবার বিশালগড় প্রেসক্লাবের কর্মরত সাংবাদিকরা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালেই শুক্রবার করোনার প্রথম ডোজ ভেকসিন নিলেন।বিশালগড় হাসপাতালে ভেকসিনেশান অফিসার ডাঃ অরিজিৎ সিনহার তত্ত্বাবধানে শুক্রবার দুপুর ১২ টা বিশালগড় প্রেসক্লাবসহ মহাকুমা সাংবাদিকরা ভেকসিন নিতে আসেন।বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভেকসিনেশান অফিসার উনি বিশালগড় মহকুমা সাংবাদিকদের করোনার প্রথম ডোজ নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের ভ্যাকসিন নেন প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি সমীর ভৌমিক প্রেসক্লাবের সম্পাদক ভবতোষ ঘোষ সহসভাপতি তাজুল ইসলাম সহ বিশালগড় প্রেসক্লাবের কর্মরত সাংবাদিকরা। বিশালগড় প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা করোনার অতিমারীর মধ্য

কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও করোনায় কাজ করে যাচ্ছে বিশালগর প্রেস ক্লাবের কর্মরত সাংবাদিকরা।

বিশালগড়ে কর্মরত সাংবাদিকদের দেওয়া হয়েছে মাক্স সেনিটাইজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জুন।। চড়িলাম গোল্ডস্টার ক্লাবে বন্ধুর নামে সুদীপ সংস্থা চড়িলাম ইউনিট এর পক্ষ থেকে শুক্রবার বিশাগড় মহকুমার সাংবাদিকদের হাতে মাস্ক, সেনিটাইজার এবং হেন্ড গ্লাপস তুলে দেন।শুক্রবার গোল্ড স্টার ক্লাবে দুপুরে বিশালগড় মহকুমা কর্মরত সাংবাদিকদের হাতে মাক্স স্যানিটাইজার হ্যান্ড গ্লাস তুলে দেন বন্ধুর নাম সুদীপ চড়িলাম ইউনিটের নেতৃত্ব গোপীনাথ সাহা, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন তন্ময় দত্ত, লিটন ধর সহ বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার অন্যান্য সমাজ সেবীরা।বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থা চড়িলাম মন্ডল এলাকায় করোনা আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনে থাকা ঐ সমস্ত পরিবারের দুই বেলা রান্না করা খাবার তুলে দিচ্ছেন। বর্তমানে করোণার অতিমারিতে হোম আইসোলেশনে থাকা পরিবারগুলোকে দুই বেলা রান্না করা খাবার পৌছে দিচ্ছেন বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থা সদস্যরা। বিশালগড় প্রেস ক্লাবের হয়ে উপস্থিত ছিলেন ভবতোষ ঘোষ, সমীর ভৌমিক, তাজুল ইসলাম মান্নান হক, সাধন দেবনাথ সহ মহকুমার অনান্য সাংবাদিকরা।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ন্ত্রণে, দাবি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

গান্ধীনগর, ৪ জুন (হি. স.) : এখন করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ধাক্কা একেবারে ‘নিয়ন্ত্রণ’-এ এবং তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছে। শুক্রবার এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন গুজরাটে ৯টি অক্সিজেন প্ল্যান্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে শাহ বলেন, ‘যখন দেশে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ে তখন একাধিক রূপ বদল করে ভাইরাসটি। খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। কিন্তু খুব অল্প সময়েই ভাইরাসটিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং এটি হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা আমাদের পক্ষে একটি সম্মিলিত সাফল্য। নরেন্দ্র মোদীর সুদক্ষ নেতৃত্বের কারণেই সাফল্যের সঙ্গে করোনার দ্বিতীয় ধাক্কা সামলাতে সক্ষম হয়েছে দেশ।’

অমিত শাহ আরও বলেন, ‘ভারতের মত বিপুল জনসংখ্যার দেশে কাজটা খুব কঠিন ছিল। অন্য দেশগুলির সংবাদমাধ্যমে এই নিয়ে কোনও খবর হয় না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গিয়েছে যে উন্নত দেশগুলির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিকাঠামোও ভেঙে দিয়েছে করোনা। আমি এটা বলতে পেরে আনন্দিত যে এমন সময়ে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশটি বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে কোভিডে।’

যদিও দেশে সংক্রমণ আগের চেয়ে কমলেও, এখনও দিনে দেড় লক্ষের কাছাকাছি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। যে কোনও মুহূর্তে সংক্রমণের সূচক ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই এখনও লকডাউন জারি রেখেছে অধিকাংশ রাজ্য। চলছে বিধি নিষেধের কড়াকড়িও।

পেয়েছে

● প্রথম পাতার পর

সহযোগিতা তিনি কামনা করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, সমগ্র রাজ্য সহ আগরতলা পুর নিগম এবং সমস্ত আরবান লোকাল বডি এলাকায় করোনা কার্ফুর মেয়াদ আগামী ১০ জন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

বনদপ্তরের অফিসে। তারা রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের থেকে সমস্ত বিষয় শোনেন এবং হাতিগুলোকে জঙ্গলের দিকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করেন। বন্যহাতির ক্রমাগত তাণ্ডবে কৃষকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। জীবন সম্পর্কে নিয়ে তারা সংশয়ে পড়েছেন। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে বন্যহাতির সমস্যা নিরসনে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর যেন স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করে।

বর্ষার ইচ্ছা

● আটের পাতার পর

ভিডিও বার্তাটি পাওয়ার পরের দিন-ই বর্ষার পড়ার জন্য একটি টেবিল, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ও তার মা-এর জন্য ওষুধপত্র নিয়ে তার বাড়িতে হাজির হন দায়িত্বপ্রাপ্তরা। মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে এইরূপ দ্রুত ও প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পরে বর্ষার পরিবার। তাদের যেমন বিশ্বাস-ই হচ্ছিল না যে ছোট্ট বর্ষার এক ভিডিও বার্তায় এভাবে সারা দেবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই সাহায্য পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানায় ছোট্ট বর্ষা ও তার পরিবার। তবে এই ঘটনা আবারও প্রমান করছে যে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের সেবায় ধারাবাহিকভাবে তৎপর। রাজ্যের মানুষের দুঃখ কষ্টে তিনি যেভাবে সরেজমিনে গিয়ে থাকেন তেমনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও রাজ্যের মানুষের আর্জিতে সারা দেন।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

কোভিড কেয়ার সেন্টারে প্রমথ করোনা রোগী মৃত্যু ঘিরে- অবশেষে দুই জেলার প্রশাসনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা বটতলা মহাশ্মশানে সৎকার করা হয়। গত ৩১শে মে উদয়পুর গকুলপুর রাঙামাটি এলাকার প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর পরেও প্রশাসনকে অনেক খোরপোষ পোহাতে হয়েছে- শেষ পর্যন্ত আগরতলা বটতলা মহাশশ্মানেই প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। সমস্যা দেখা দিয়েছে আজ উদয়পুর কাকড়াবন ব্লকের জামজুড়ি এলাকায় এক প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর হোম আইসোলেশানে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সন্ধ্যায় হোম আইসোলেশানে মৃত পুলিশ কর্মীর পরিবারের তরফ থেকে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিকট দাবি করেন মৃত ব্যক্তিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সৎকারের ব্যবস্থা করা হউক।

কিন্তু যেহেতু উদয়পুর মহকুমাতে কোন কোভিড মহাশশ্মান নেই তাই কাকড়াবন সাধারণ মহাশশ্মানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সৎকারে মৃত পরিবারকে সাহায্য করার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয় হিন্দু শাস্ত্র মতে পিতা বা মাতার একবার মুখাগ্নি করা হলে সন্তান শশ্মানে থাকতে পারে না। মুখাগ্নি কাজ হয়ে গেলে ছেলেদের বাড়ি এসে শাস্ত্র মতে রীতি পালনের রীতি প্রচলিত। যেহেতু কোভিড মহাশশ্মান তৈরিতে জন সাধারণ বাধা সৃষ্টি করেছেন, তাই মহাশশ্মান না থাকায় কোন স্থায়ী ডোমেরও ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি, তাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃত পরিবারের সদস্যদের চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে নিজেদের পিতাকে নিজেরাই যেন সৎকার করেন।সন্ধ্যা থেকে প্রশাসনের চাপের কাছে

মাথানত না করায় মৃত দেহ সৎকারে জটিলতা দেখা দেয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন খোদ মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, কাকড়াবন আর ডি ব্লকের

বি ডি ও অভিজিৎ দাস, মুড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ কাকড়াবনের এম ও আই সি। শেষ পর্যন্ত চাপে পরে এক প্রকার বাধ্য হয়েই মৃত ব্যক্তির তিন ছেলে পি পি ই পরিধান করে নিজের বাবাকে সৎকারের জন্য কাকড়াবন সাধারণ শশ্মানে নিয়ে যায় অ্যাম্বুলেন্সে করে।আগে থেকেই কাকড়াবন সাধারণ শশ্মান প্রশাসনের পক্ষ থেকে সৎকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে রাখেন। এখানে কতগুলো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে- উদয়পুর চন্দ্রপুর কোভিড কেয়ার সেন্টারে যাবতীয় সব ব্যবস্থা থাকা স্বত্তেও কেন এলোপ্যাথিক ডাক্তার নিয়োগ করা হয় নি ? এলোপ্যাথিক ডাক্তার না থাকায় অধিকাংশ রোগী হোম আইসোলেশানে থাকার জন্য বন্ড সই দিয়ে বাড়ি চলে আসে- জামজুড়ির আজকের মৃত ব্যক্তিও কিন্তু বন্ড দিয়ে চার দিন আগে বাড়ি এসেছেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে নির্জন এলাকায় কোভিড মহাশশ্মান তৈরি করে সরকারী ডোম নিয়োগ করে কোভিড আক্রান্ত মৃত দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা। এখানে উল্লেখ থাকে যে জামজুড়িতে মৃত পুলিশ কর্মীর্র বাড়িতে কিন্তু আরেক জন করোনা আক্রান্ত রোগী আছেন। করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ও তার সৎকারে জটিলতা ও বিভ্রান্তি দূর করার উপায় হিসেবে অবিলম্বে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোভিড মহাশশ্মান তৈরি করতে হবে -তবেই উদয়পুর মহকুমা করোনা আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারের উৎকন্ঠা দূর হবে।

দীর্ঘায়িত

● প্রথম পাতার পর

২ জন রয়েছেন। এবছর করোনায় মাস ভিত্তিক মৃতের হিসেবে জানুয়ারিতে ৬ জন, মার্চ-এ ১ জন, এপ্রিলে ৬ জন, মে-তে ১২১ জন এবং জুন-এ ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে একজনেরও মৃত্যু হয়নি। তেমনি বয়স ভিত্তিক মৃতের হিসেবে দুই জন শিশু ছাড়াও ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সী ৭ জন, ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সী ১৯ জন, ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সী ১৮ জন, ৫০ থেকে ৬০ বছর বয়সী ২৯ জন, ৬০ থেকে ৭০ বছর বয়সী ৩৫ জন, ৭০ থেকে ৮০ বছর বয়সী ২৮ জন এবং ৮০ বছরের উর্ধে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুই জন শিশুর মধ্যে একজনের বয়স মাত্র ৭ মাস এবং অন্যজনের বয়স ১৮ বছর। ডা: সঞ্জীব দেববর্মার কথায়,৭ মাসের শিশুটি জ্বর, শ্বাসকষ্ট, বমি হচ্ছে এমন সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিল। হাসপাতালে আসার ১ ঘন্টা ৫০ মিনিটের মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছে। অন্যজন, কিডনি রোগী ছিল। তাকে ডায়ালাইসিস নিতে হতো। হাসপাতালে আসার ৫০ মিনিটের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর, অনেকটা দেরিতে তাদের হাসপাতালে আনা হয়েছিল। ফলে তাদের চিকিতা পরিষেবা দেওয়ার তেমন সুযোগ ছিল না।

এদিকে ওই রিপোর্টে আরও জানা গেছে, করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৪৩ জনের, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ২৬ জনের, ৭২ ঘন্টার মধ্যে ১৩ জনের এবং ৭২ ঘন্টার অধিক সময় পরে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ-বিষয়ে জি বি হাসপাতালের প্রধান মাইক্রো বায়োলজিস্ট ডা: তপন মজুমদার বলেন, কম বয়সীদের মধ্যেও এবার মৃত্যুর হার বেশি। কারণ, অসুরক্ষিত অবস্থায় ভাইরাস দেহে প্রবেশ করছে। তারপর অনেকেই সময়মতো নমুনা পরীক্ষা করছেন না। ফলে, ভাইরাস দেহে অনেকটাই ক্ষতি করে ফেলছে মানুষের অজান্তেই। তাছাড়া, অল্প বয়সীরা দেহে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলেও তারা অনুভব করতে পারেন না। ফলে, যখন মারাত্মক অবস্থায় চলে যান তখন ওই রোগী-কে বাচানো সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, করোনা আক্রান্তের অক্সিজেনের মাত্রা ৬০ শতাংশের নিচে নেমে গেলে অত্যাধুনিক চিকিতা পরিকাঠামো দিয়েও তাকে বাঁচানো সম্ভব নয়, দাবি করেন তিনি।

বিশেষজ্ঞ চিকিতকদের দাবি, করোনা মানুষের ফুসফুসে সরাসরি আঘাত করছে। তাছাড়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বিকল হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর জন্য যা অন্যতম প্রধান কারণ। শুধু তাই নয়, করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর বিলম্বে নমুনা পরীক্ষা অনেককেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। ডা: দ্বীপ কুমার দেববর্মার কথায়, ত্রিপুরায় আক্রান্তের নমুনা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পরিস্থিতি এভাবে থাকলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তবে, করোনার সমস্ত বিধিনিষেধ পালন না করা হলে বিপর্যয় আটকানো সম্ভব হবে না।

জিবি হাসপাতালে কোভিড-র দায়িত্বে থাকা ডা: শংকর বলেন, বর্তমানে করোনা আক্রান্তদের চিকিতায় বিশেষজ্ঞ চিকিতক-রা নিয়োজিত রয়েছেন। জুনিয়র ডাক্তারদের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞরাও চিকিতা পরিসেবা দিচ্ছেন। ওয়ার্ড এবং আইসিইউ-র জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক চিকিতক নিযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, স্বাস্থ্য অধিকর্তার কার্যালয় থেকে দেওয়া ডায়েট চার্ট অনুযায়ী রোগীদের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস এবং এখন সাধারণ মানুষ যত্রতত্র আক্রান্ত হচ্ছেন। ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাওয়ায় ওই ধরনের বার্তা প্রকাশ্যে এসেছে। ভানুলাল সাহার উস্কানিকে সমর্থন করে বক্তব্য মানিক সরকারের।

এদিন মানিক সরকার আক্ষেপ করে বলেন, বামফ্রন্ট এবং সিপিএমের প্রতিনিধিরা ২০১৮ সালে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে ত্রিপুরায় সন্ত্রাসের ঘটনায় বিচারের প্রত্যাশায় একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এমনকি রাজ্যপালের সঙ্গেও সাক্ষাত করেছেন। ত্রিপুরার রাজ্যপাল সমস্ত ঘটনা শুনে সন্ত্রাস বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্ত, এখনও পর্যন্ত কোন সুরাহা বের হয় নি। সন্ত্রাস সমানে চলছে।

তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সিপিএম বিধায়কদের উপর হামলার ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না বলে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্ত, তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতা সরকারের মুখোশ খুলে দিয়েছে। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, আইপিএফটি ত্যাগীরা তিপ্রা মথায় যোগ দিয়ে লাগাতর সন্ত্রাস চালিয়েছে। অথচ, দোষ সিপিএমের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, মানুষের ধৈর্য্যের সীমা থাকে। ক্রমশ ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাই, এখনি সমস্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিতে হবে।

কিছু শিথিলতা

● প্রথম পাতার পর

থেকে শুরু করে ১০ জুন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। সারা রাজ্যে করোনা নাইট কার্ফু ৬ জুন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ১১ জুন সকাল ৫টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। বিভিন্ন জেলার মধ্যে যাতায়াত যথারীতি বন্ধ থাকবে ১০ জুন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। একমাত্র ১৯ মে জারি করা আদেশে উল্লেখিত ক্ষেত্রে ছাড় থাকবে। করোনা ডে কার্ফু চলাকালীন সময়ে (সকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা) কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।

তাতে বলা হয়েছে, সমস্ত এককভাবে পরিচালিত দোকানপাট ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান (গ্রোসারি সামগ্রী, সব্জি, দুধ, মাংস/মাছ, প্রাণী খাদ্য ইত্যাদি কার্যকলাপের সাথে জড়িত) সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এর বাইরে বাকি সমস্ত দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। ক্রেতারা যাতে মাস্ক ব্যবহার করেন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন দোকানের মালিক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। শপিং মল ও মার্কেট কমপ্লেক্সগুলি সবসময়ই বন্ধ থাকবে। সরকারি যানবাহন ছাড়া বাকি যানবাহন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজে চলাচল করতে পারবে। তবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণে দুপুর ১২টার পরেও তা ব্যবহার করা যাবে। দুপুর ২টার পর তার পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত ব্যক্তিগত (নির্দিষ্ট ছাড় ব্যতিরেকে) চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। জরুরী পরিষেবার সাথে যুক্ত নয় এমন সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। তবে গেজেটেড অফিসার ও বেসরকারি সিনিয়র কর্মকর্তারা ন্যূনতম সহকারী কর্মী নিয়ে প্রয়োজনে বিকাল ৪টা পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন।

সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধূলা সংক্রান্ত বিনোদনমূলক, ধর্মীয় শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক, মেলা, উৎসব ইত্যাদি সংক্রমণকারক সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ থাকবে। সরকারি প্রয়োজনীয় বৈঠক ছাড়া (২০ জন পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী) অন্য কোন বৈঠক জমায়েত খোলা বা বন্ধ ঘরে করা যাবে না। সিনেমা হল, মাল্টিপ্লেক্স, শপিং মল, কমপ্লেক্স, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিংপুল, বিউটি পার্লার, স্যালুন, স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও স্টেডিয়াম, এসেম্বলি হল ও অনুরূপ স্থান বন্ধ থাকবে। রেস্টুরেন্ট, ধাবাগুলি দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। হোটেলের ভিতরের রেস্টুরেন্ট বাইরের অতিথির জন্য শুধু দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। কিন্তু হোটেলে থাকা অতিথিরা সবসময়ই পরিষেবা নিতে পারবেন।

অবশ্য বিধিনিষেধে কিছু ছাড়ও রয়েছে। আইন শৃঙ্খলা, পুর পরিষেবা, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও জেলা প্রশাসন, পুলিশ, মিলিটারি, সি এ পি এফ, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি, পানীয় জল, সংবাদ মাধ্যম, জেল, আদালত, সমাজ কল্যাণ দপ্তর পরিচালিত হোম, খাদ্য ও জনসংভরণ, বন, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় নিয়োজিত সরকারি কর্মী ইত্যাদি জরুরী পরিষেবার সাথে জড়িত কর্মী ও যানবাহন চলাচল করতে পারবে। পেট্রোলিয়াম সহ বিভিন্ন মাল পরিবাহী ও খালি যান, লোডিং আনলোডিং এর সাথে যুক্ত যান চলাচল করতে পারবে। বাস, ট্রেন, বিমান থেকে নেমে যাত্রীরা টিকিট দেখিয়ে যার যার গন্তব্যস্থলে যেতে পারবেন। টেলি যোগাযোগ, ইন্টারনেট পরিষেবা, সম্প্রচার ও ক্যাবল পরিষেবা, আই টি ও আই টি নির্ভর পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মী ও যান চলাচল করতে পারবে। খাদ্য, ঔষধপত্র, মেডিক্যাল সরঞ্জাম, ই-কমার্সের মাল ডেলিভারির সাথে জড়িত কর্মী ও যানগুলি চলাচল করতে পারবে। পেট্রোল পাম্প, এল পি জি, সি এন জি, পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস-এর খুচরো বিক্রয় ও স্টোরেজ এর কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি ও যান চলাচল করতে পারবে। একাধিক শিফট ও দিনরাত চলমান শিল্প/ কোম্পানীতে কর্মরত কর্মীরা তাদের সংস্থার পরিচয়পত্র দেখিয়ে চলাচল করতে পারবেন।

ব্যাঙ্ক, এ টি এম, আর বি আই, বীমা, এন আই সি, কাস্টম ও স্থল বন্দর এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এবং তাদের যানবাহন চলাচল করতে পারবে। রেলওয়ে, বিমান বন্দর ও কার্গো পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মীরা চলাচল করতে পারবেন। ডাক ও ক্যুরিয়ার পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মীরা চলাচল করতে পারবেন। বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ও মেরামত সংক্রান্ত কাজে যুক্ত ব্যক্তিরা চলাচল করতে পারবেন। এফ সি আই এবং খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মাল পরিবহণে নিযুক্ত কর্মী ও যান চলাচল করতে পারবে। ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং সরকারি মিডিয়ার কর্মীরা উপযুক্ত দলিল দেখিয়ে গাড়িও চলতে পারবে।

কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে চা বাগানের কাজকর্ম চলবে এবং চা পাতা পরিবহনকারী চলাচল করতে পারবেন। হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য খাবারের দোকান থেকে হোম ডেলিভারি জারি থাকবে। কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে ই-কমার্সের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মাল ডেলিভারি জারি থাকবে। ৫০ জন পর্যন্ত লোকের জমায়েত করা যাবে বিবাহ অনুষ্ঠানে রাত ১০ টা পর্যন্ত। দাহক্রিয়া, অন্তেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ২০ জন পর্যন্ত লোকের জমায়েত হতে পারবে। সমস্ত ধর্মীয় স্থান বন্ধ থাকবে তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের হেড বা প্রতিনিধি ন্যূনতম ধর্মীয় আচরণবিধি পালন করতে পারবেন। গ্যাস উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কোল্ড স্টোরেজ ও ওয়্যারহাউসের কাজকর্ম জারি থাকবে। বেসরকারি নিরাপত্তা পরিষেবা জারি থাকবে। হোটেল খোলা থাকবে, বাড়িতে নিয়ে খাওয়ার জন্য এবং হোম ডেলিভারি পরিষেবা সহ। যারা কোভিড ভ্যাকসিন নিতে চান তারা ভ্যাকসিন নিতে পারবেন। প্লাম্বিং এর কাজে যুক্ত ব্যক্তি, ইলেকট্রিসিয়ান ও বিভিন্ন ঘরোয়া যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজে যুক্ত ব্যক্তিরা পরিষেবা দিতে পারবেন। জেলাশাসক দ্বারা অন্য কোন কার্যকলাপে ছাড় দিয়ে থাকলে সেইসব কার্যকলাপ চালু থাকবে।

এদিকে, করোনা নাইট কার্ফু (বিকাল ৪টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত) চলাকালীন সময়ে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। সমস্ত দোকানপাট ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপ, একমাত্র ঔষধের দোকান ছাড়া সব বন্ধ থাকবে। জরুরী পরিষেবায় নিয়োজিত সরকারি যানবাহন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যবহৃত যান ছাড়া বাকি যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। উল্লেখিত ব্যতিক্রমী ছাড় বাদে ব্যক্তিগত সমস্ত চলাচল বন্ধ থাকবে। জরুরী পরিষেবার বাইরে থাকা সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। ৬) সিনেমা হল, মাল্টিপ্লেক্স, শপিং কমপ্লেক্স, মল, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিংপুল, বিউটি পার্লার, স্যালুন ও সমপর্যায়ের স্থান বন্ধ থাকবে। সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধূলার আসর, বিনোদনমূলক, শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, মেলা, উৎসব ইত্যাদি সংক্রমণকারক জমায়েত বন্ধ থাকবে।

কিছু দফতর ও পরিসেবা করোনা নাইট কার্ফুর আওতার বাইরে থাকবে। আইন শৃঙ্খলা, পুর পরিষেবা, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ও জেলা প্রশাসন, পুলিশ, মিলিটারি, সি এ পি এফ, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি, পানীয় জল, সংবাদ মাধ্যম, জেল, আদালত, সমাজ কল্যাণ দফতর পরিচালিত হোম, খাদ্য ও জনসংভরণ, বন সংরক্ষণ এবং কোভিড- ১৯ মোকাবিলায় নিয়োজিত সরকারি কর্মী ইত্যাদি জরুরী পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মী ও যানবাহন চলাচল করতে পারবে। পেট্রোলিয়াম সহ বিভিন্ন মাল পরিবাহী ও খালি যান, লোডিং আনলোডিং এর সাথে যুক্ত যানবাহন চলাচল করতে পারবে। বাস, ট্রেন ও বিমান থেকে নেমে যাত্রীরা টিকিট দেখিয়ে যার যার গন্তব্যস্থলে যেতে পারবেন। টেলি যোগাযোগ, ইন্টারনেট পরিষেবা, সম্প্রচার ও ক্যাবল পরিষেবা, আই টি ও আই টি নির্ভর পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মী ও যান চালচল করতে পারবে। এ টি এম, কাস্টম এবং স্থল বন্দরের কর্মী ও যান চলাচল করতে পারবে। বিমানবন্দর রেলওয়ে ও কার্গো পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মীরা চলাচল করতে পারবেন।

এফ সি আই এবং স্বাস্থ্য ও জনসংভরণ দফতরের মালবাহী গাড়ি ও কর্মী চলাচল করতে পারবেন। রোগীরা স্বাস্থ্য পরিষেবা লাভের জন্য চলাচল করতে পারবেন। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মী এবং সরকারি মিডিয়ার কর্মী উপযুক্ত প্রমাণ দেখিয়ে চলাচল করতে পারবেন। হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য খাবারের দোকান থেকে হোম ডেলিভারি দেওয়া যাবে। সর্বোচ্চ ৫০ জনের জমায়েত সম্বলিত বিবাহ অনুষ্ঠান রাত ১০ টা পর্যন্ত চলতে পারবে। দাহক্রিয়া, অন্তেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান সর্বোচ্চ ২০ জনের জমায়েত হতে পারবে। সমস্ত ধর্মীয় স্থান বন্ধ থাকবে কিন্তু পুরোহিত বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ন্যূনতম প্রার্থনা, আচরণবিধি পালন করতে পারবেন।

গণডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

জানানো হয় গত ২রা জুন মুঙ্গিয়াকামী থানায় যে ৬ জন তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকদের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছে তা যেন অতি দ্রুত তুলে নেওয়া হয়। না হলে দলের তরফ থেকে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য থাকবে।

মারিন না থাকলেও টৌকিওয় পদক জয় করতে কঠিন: সিন্ধু

টৌকিও, ৪ জুন : যে ক্যারোলিনা মারিনের কাছে হেরে পাঁচ বছর আগে রিওতে তাঁর স্বর্নপদক হাতছাড়া হয়েছিল সেই মারিন নেই টৌকিও গেমসে। কেরিয়ারে বরাবরই শক্ত গাঁট স্প্যানিশ প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় টৌকিওয় পদক জয়ের সম্ভাবনা কি উজ্জ্বল হল? পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু কিন্তু একদমই সেটা মনে করছেন না।টাইমস অফ ইন্ডিয়া-কে দেওয়া সাম্প্রতিক সাক্ষাতারে সিন্ধু জানালেন, ”টৌকিওয় পদক জয় সহজ হবে না। প্রথম যে ১০ জন শাটলার যাচ্ছেন প্রত্যেকেই সমমানের। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিযোগীতাও ভীষণই উচ্চমানের হতে চলেছে।” তবে কোর্টের বাইরে পরম বন্ধু ক্যারোলিনা মারিনকে যে টৌকিওয় মিস করবেন সিন্ধু সেটা কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। হায়দরাবাদি শাটলারের কথায়, ”এটা খুবই দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্যের যে টৌকিওয় ওঁ অংশ নিতে পারছে না। আশা করি ওঁ দ্রুত সেরে উঠবে। আমাদের মধ্যে সবসময়ই সুস্থ প্রতিযোগীতা চলেছে এবং কোর্টের বাইরে আমরা ভীষণই ভালো বন্ধু।”গাচিবৌলি স্টেডিয়ামে আপাতত টৌকিও গেমসের প্রস্তুতিতে মগ্ন সিন্ধু। সঙ্গী অবশ্যই তাঁর দক্ষিণ কোরিয়ান কোচ পার্ক তাই স্যাং। গাচিবৌলির প্রস্তুতি সম্পর্কে সিন্ধু বলছেন, ”আমি দীর্ঘদিন ধরে এখানে অনুশীলন করি। আসনে গাচিবৌলি আন্তর্জাতিক এরিনার মতো অনুভূতি জোগায়। আয়তনে বিশাল এটা। অলিম্পিকে যেহেতু ব্যাডমিন্টন ইভেন্টগুলো বড় স্টেডিয়ামে খেলা হবে সেহেতু ওই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমার এখানে প্রস্তুতি নেওয়া। অলিম্পিকের ব্যাডমিন্টন ভেন্যু সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করছে এই স্টেডিয়াম।”সম্প্রতি মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ফরাসি ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করেছেন জাপানি টেনিস প্লেয়ার নাওমি ওসাকা। জাপানি তারকার মনে হয়েছিল ম্যাচ পরবর্তী ইন্টারভিউগুলো মুষড়ে পড়া প্লেয়ারদের আরও মানসিকভাবে আঘাত করে। সেই কারণেই টুর্নামেন্ট চলাকালীন মিডিয়া বয়কট করতে চেয়েছিলেন তিনি। যদিও সিন্ধু বলছেন, মিডিয়া তাঁর প্রতি এখনও পর্যন্ত এমন কঠোর হয়নি। ওঁরা যা প্রশ্ন করে আমি অ্যাথলিট হিসেবে উত্তর দিই। তবে ওসাকার পরিস্থিতি আমাদের বুঝতে হবে এবং ওঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান করতে হবে। ওঁ নিশ্চয় কোনও কারণে হতাশ। ওঁকে নিজের মতো থাকতে দিতে হবে।”সাইনা নেহওয়াল, কিদাম্বি শ্রীকান্তের) অলিম্পিকে না যেতে পারা নিয়ে সিন্ধু বলছেন অতিমারী আমাদের পছন্দ কিংবা চাওয়া-পাওয়াকে সীমিত করে তুলেছে। রিওর রুপোজয়ী বলছেন, ”নিউ নর্ম্যালের সঙ্গে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে।এটা শুধু আমাদের সমস্যা নয়। বিশ্বের অনেক প্লেয়ার এমনই যোগ্যতা-অর্জনে ব্যর্থ

হয়েছেন। আয়োজকদের পক্ষেও দেশের মানুষকে সুরক্ষিত রেখে নিয়মকানুন মেনে টুর্নামেন্ট আয়োজন সবসময় সম্ভব হচ্ছে না।”অলিম্পিকে যেতে নিরাপদ বোধ করবেন? উত্তরে তারকা শাটলার জানান, ”দেশ ছাড়ার আগে এবং ওখানে পৌঁছে পরীক্ষা হবে। এরপর যতদিন ওখানে থাকব রোজ কোভিড পরীক্ষা হবে। আমরা আয়োজকদের তরফ থেকে সেফটি রুল পেয়েছি। সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং মেনে চলতে হবে। মাস্ক এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে সবসময়। এমনকি ক্যাফেটে রিয়াতেও। আমাদের সর্বোচ্চ স্তরের স্বাস্থ্যবিধি এবং সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং মানতে হবে। আয়োজকরা প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, অ্যাথলিটদের অনুসরণ তো করতেই হবে।

স্থিতিশীল রয়েছেন মিলখা সিং, শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী

চন্ডীগড়, ৪ জুন (হি.স.): শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় ফের হাসপাতালের ভর্তি করা হয়েছে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী মিলখা সিংকে। তবে, চিন্তার কোনও কারণ নেই, মিলখা সিং স্থিতিশীল রয়েছেন। শুক্রবার সকালে চন্ডীগড়ের স্নাতকোত্তর মেডিকেল শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (পিজিআইএমইআর) -এর কোভিড হাসপাতাল সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। অসুস্থ মিলখা সিংয়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মিলখা সিংয়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

শরীরে অক্সিজেন পরিমাণ কমতে থাকায় তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় দৌড়বিদ মিলখা সিংকে। চন্ডীগড়ের স্নাতকোত্তর মেডিকেল শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (পিজিআইএমইআর) -এর কোভিড হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয় মিলখাকে। কিছু দিন আগেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল মিলখাকে। পরিবারের অনুরোধে গত রবিবার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল মিলখাকে। ফের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়।

শুক্রবারই ফোনে মিলখা সিংয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর আশা ব্যক্ত করেছেন, টৌকিও অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ক্রীড়াবিদদের আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা দিতে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে ফিরবেন মিলখা সিং। ৯১ বছরের মিলখার শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলেই জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মিলখার স্ত্রী নির্মল কৌরও হাসপাতালে ভর্তি। তিনিও করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। আইসিইউ-তে রয়েছেন তিনিও।

আগামী তিনবছরের জন্য চেলসির দায়িত্বে থাকছেন টুখেল

লন্ডন, ৪ জুন (হি.স) : দায়িত্ব নিয়ে দিশেহারা চেলসিকে সফলতায় পৌঁছে দিয়ে আগামী মরশুমের জন্য চেলসির কোচ থাকছেন টমাস টুখেল। ৯ বছর পর এনে দিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় মুকুট। এবার ২০২৪ সাল পর্যন্ত চেলসির দায়িত্ব তার কাঁধে তুলে দিল কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার এক বিবৃতি দিয়ে একথা ঘোষণা করেছে চেলসি। টুখেলের হাত ধরেই ২০১২ সালের পর আবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বাদ পেয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটি। আর তারই পুরস্কার হিসেবে টুখেলের চাকরির মেয়াদ বাড়ল চেলসি। তার সাথে তিন বছরের চুক্তি হয়েছে চেলসির।

গত জানুয়ারিতে চেলসির দায়িত্ব নেন এই টমাস টুখেল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চার নম্বরে শেষ করার পর, ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে চেলসি। টুখেল যখন দায়িত্ব নেন, চেলসি তখন দিশেহারা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তারা নেমে গিয়েছিল পয়েন্ট তালিকার ৯ নম্বরে। সেখান থেকে তুলে ৪ নম্বরে তুলে মরশুম শেষ করেন। তার দায়িত্ব নেওয়ার পর চেলসি টানা ১৪ অপরাজিত ছিল। গতবার পিএসজি-র কোচ থাকাকালীন ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এবার চেলসির দায়িত্ব নিয়ে সেই স্বপ্ন পূরণ করেন এই জার্মান কোচ। পিএসজির কোচ থাকাকালীন দুটি লিগ ওয়ান কাপ ছাড়া কিছুই দিতে পারেননি। যার জন্য ফ্রান্স থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়। এবার আগামী মরশুমের জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহন করলেন।

মারা গেলেন প্রাক্তন ভারতীয় হকি খেলোয়াড় ওসমান খান

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স) : প্রয়াত হলেন ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন সদস্য ওসমান খান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারের ভুগছিলেন। শুক্রবার অন্ধ্রপ্রদেশের মদনাপল্লী নিজের বাসভবনে মারা যান। কর্মজীবনে তিনি কেন্দ্রীয় শুল্ক দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় দলে খেলার সুবাদে তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে সফলতা সঙ্গে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে ভারতীয় হকি বোর্ডের পক্ষ থেকে সভাপতি জ্ঞানেন্দ্র নিগমবাম শোক প্রকাশ করেন। একসময় তিনি কলকাতায় থেকে বাংলা দলের হয়েও খেলেছিলেন।

আইসিসির নির্বাসন কাটিয়ে নতুন ইনিংস শুরু করছেন জয়সূর্য

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স) : আইসিসির দুই বছরের নির্বাসন কাটিয়ে সনথ জয়সূর্য এবার নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন। ইস্টার্ন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিযোগিতায় মেলবোর্নের একটি ক্লাবের কোচ হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক।

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জয়সূর্যকে দুই বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠিয়েছিল আইসিসি। শ্রীলঙ্কায় ক্রিকেট দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্তে অসহযোগিতায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন জয়সূর্য। তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য চেপে যাওয়া, নথি ও তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও বিকৃতির মতো গুরুতর অভিযোগ ছিল। ২০১৮ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে তাঁর নির্বাসনের মেয়াদ শুরু হয়। ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কায় জিম্বাবোয়ে সিরিজ জেতার পর এবং বিশেষ করে হামবানটোটায় চতুর্থ একদিনের ম্যাচে বেশ কিছু সন্দেহজনক বিষয় লক্ষ্য করে তদন্ত শুরু করেছিল আইসিসি। তখন জয়সূর্য ছিলেন জাতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান। ২২ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবনে শ্রীলঙ্কার হয়ে ১১০টি টেস্ট, ৪৪৫টি একদিনের ও ৩১টি টি ২০ ম্যাচ খেলেছেন জয়সূর্য। টেস্টে ১৪টি ও একদিনের আন্তর্জাতিকে ২৮টি শতরান রয়েছে তাঁর। টি ২০ আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক ৮৮ রান করেছেন, হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে চারটি। টেস্টে ৬৯৭৩ ও একদিনের আন্তর্জাতিকে ১৩,৪৩০ রান রয়েছে জয়সূর্যর। টেস্টে ৯৮টি, একদিনের আন্তর্জাতিকে ৩২৩টি ও টি ২০ আন্তর্জাতিকে তাঁর ১৯টি উইকেট রয়েছে।

বার্সেলোনার কোচ হিসেবে এবারও থাকছেন রোনাল্ড কুমান

বার্সেলোনা, ৪ জুন (হি.স) : বার্সেলোনার কোচ নিয়ে জল্পনার অবসান ঘটল। আগামী মরশুমেও দলের কোচ হিসেবে থাকছেন রোনাল্ড কুমান। কাতালান ক্লাবটির সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। গতবার বার্সেলোনা কোন খেতাব জয় না করতে পেরে এই মরশুমের শুরুতে কুমানকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন প্রাক্তন ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ। এবার তারা কোপা দেল রের শিরোপা জিতলেও অন্য দুই প্রতিযোগিতায় ভালো করতে পারেনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেওয়ার পর লা লিগায় কোনোমতে তৃতীয় হয় তারা।

পরে কুমানের সঙ্গে একটি মিটিংও করেন হুয়ান লাপোর্তা। বহুল প্রতীক্ষিত সেই মিটিংয়ের স্থায়ীত্ব ছিল আধ ঘণ্টারও কম। কোচের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা না এলেও তার থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়েই আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে রোনাল্ড কুমানকে কাজ চালিয়ে যেতে অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে তিনজন খেলোয়াড়কে দলে এনেছে বার্সেলোনা। পরের মরশুমের জন্য দলের শক্তি বাড়ানোর কাজ শুরু করেছে লা লিগার গত আসরে তৃতীয় হওয়া দলটি।

বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইয়ার ম্যাচে চিলির বিরুদ্ধে জয় অধরা আর্জেন্তিনার

বুয়েনস আইরেস, ৪ জুন (হি.স) : শুক্রবার বিশ্বকাপ কোয়ালিফাইয়ার ম্যাচে চিলির বিরুদ্ধে ড্র করল আর্জেন্তিনা। ১-১ গোলে ড্র হয় এই খেলা।

লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে চিলির কাছে ১-১ গোলে আটকে গেল আর্জেন্তিনা। প্রথমার্ধেই ম্যাচের দু'টি গোল হয়। ম্যাচের ২৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন আর্জেন্তাইন অধিনায়ক। কিন্তু ব্যবধান বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি মেসিরা, মাত্র ১২ মিনিটের ব্যবধানে ম্যাচে সমতা ফেরায় চিলি। স্যাঞ্জেজের দুরন্ত গোলে ম্যাচ ১-১ করে ফেলে চিলি। শেষ পর্যন্ত এই ফলাফলেই মাঠ ছাড়ে দুই দল।

সান্তিয়াগাতো দেল এস্ত্রোর ইউনিক স্টেডিয়ামে প্রথম সুযোগ পায় চিলি। পঞ্চদশ মিনিটে এদুয়ার্দো ভারগাসের শট একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে ম্যাচ জমে উঠলেও দুই দলই আটকে যায় প্রতিপক্ষের রক্ষণে। এর মধ্যেই ২৪ মিনিটে ঠাণ্ডা মাথায় স্পট-কিকে গোল করে আর্জেন্তিনাকে এগিয়ে দেন মেসি। কিন্তু ব্যবধান বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি আর্জেন্তিনা। ৩৬তম মিনিটে সমতা ফেরায় চিলি। চার্লেস আরানগেসের ফ্রি-কিকে গেরি মেদেলের দারুণ কাট ব্যাকে বল পান স্যাঞ্জেজে। ফাঁকা জালে বল পাঠানোর কাজটা করেন অনায়াসে করেন চিলির এই স্ট্রাইকার। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্তিনার বিপক্ষে এটাই প্রথম গোল সাঞ্জেজের।

ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হয়ে সাময়িক নির্বাসিত ভারতীয় কুস্তিগীর

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স) : অলিম্পিকের শুরু হওয়ার আগে ভারতের কুস্তি শিবিরে এল ডোপিংয়ের কালো ছায়া। সূত্রের খবর, অলিম্পিকগামী ভারতীয় কুস্তিগির সুমিত মালিক ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁকে সাময়িকভাবে নির্বাসিত করেছে বিশ্ব কুস্তি সংস্থা। জানা গিয়েছে, সুমিত একটি বিদেশি প্রতিযোগিতায় নামার আগে ডোপ পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায় তিনি নিষিদ্ধ সামগ্রী সেবন করেছেন। যদিও সুমিতের আরও একটি ডোপ পরীক্ষা করা হবে। সেটির ফলও যদি পজিটিভ আসে তবে তাঁকে কুস্তি থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য নির্বাসিত করা হতে পারে। ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, সুমিতের দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য নমুনা এই মাসের ১০ তারিখ নেওয়া হবে, রিপোর্ট এই মাসের শেষে জানা যাবে। ভারতের কুস্তি ফেডারেশন জানিয়েছে, ‘বিশ্ব কুস্তি সংস্থা গতকালই সুমিতের ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি আমাদের জানিয়েছে। এবার জুনের ১০ তারিখে ওঁকে দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য নিজের ‘বি’ স্যাম্পেল জমা দিতে হবে’। কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী কুস্তিগির ২৮ বছর বয়সি সুমিত অলিম্পিকে যোগ্যতাঅর্জনের উদ্দেশ্যে এপ্রিলে অ্যালমাটিতে এশিয়ান কোয়ালিফায়ারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেখানে যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হন। তারপর তিনি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেন। সেখানেও তিনি নজরকাড়া পারফর্ম করতে পারেননি। এরপর মে মাসে তিনি সোফিয়াতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল অলিম্পিক কোয়ালিফায়ারে অংশগ্রহণ করেন এবং সেই প্রতিযোগিতার ফাইনালে পৌঁছনোর সুবাদে তিনি অলিম্পিকে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে নেন।

Biplab Kumar Deb

CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA-799010

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতি বছর এই দিনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। বায়ু দূষণ, জল দুষণ, প্রাষ্টিকের দ্বারা দূষণ, বেআইনী বণ্যপ্রাণী বাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহারের ফলে আমাদের পরিবেশে যে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা নিয়ে জনগণকে সচেতন করতেই এই দিবসটি উদযাপন করা হয়।

২০২১ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভাবনা হচ্ছে বাস্তুতন্তরের পুনরুদ্ধার। এবছরই জাতি সংঘের বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দশক চালু হতে চলছে। বৃক্ষ রোপন, শহরকে সবুজায়ন, নদী ও জলাশয় সংস্কার করে বাস্তুতনের পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। পরিবেশকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করার জন্য আমাদের আরও সচেতন ও উদ্যোগী হতে হবে।

জাতিসংঘের বাতুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দশক হচ্ছে ২০২১ থেকে ২০৩০। আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন রোধে স্থায়ী বিকাশের দিশায় দত উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সময়সীমা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন স্থায়ী ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশৃব্যাপী এই আন্দোলনে অংশ নিয়ে পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণ দরকার। বাসতন্ত্র পুনরুদ্ধার হচ্ছে একটা সামাজিক আন্দোলন। আমাদের রাজ্যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষ রোপনের

কাজ অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। রাজ্যে পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে সাথে জলাশয় সংরক্ষণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরিবেশের স্থায়ী উন্নয়নে রাজ্য সরকার সচেতন। এজন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। রাজ্যবাসীর কল্যাণে ও ইকো-ট্যুরিজম বিকাশের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় উৎসাহ দিতে রাজ্যে সম্ভাব্য সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা তৈরি ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রকৃতির সাথে এ রাজ্যের মানুষের সহাবস্থান আবহমানকালের। এই সহাবস্থানের মানোন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। আমাদের এক মজবুত জাতীয় জৈব বৈচিত্র কর্মপন্থা রয়েছে। সমগ্র বিশ্বের মাত্র ২৭ শতাংশ এলাকা ভারতের ভৌগোলিক সীমানা হওয়া স্বতেও, এখানে জৈব বৈচিত্রের ৭-৮ শতাংশের অস্তিত্ব রয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও আমরা ভালো সাফল্য পেয়েছি।

এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমাদের শপথ হোক সবাই মিলে স্বাসাকর এক বাস্তুতনর গড়ে তোলার কাজে উদ্যোগী হই, যা মানুষের জীবিকাধারণে সহায়ক হবে, জলবায়ু পরিবর্তনে বাধা দেবে এবং জৈব বৈচিত্র রক্ষা করবে। পরিবেশবান্ধব মানব উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সমন্বয়ে গড়া আধুনিক সভ্যতা হোক আমাদের স্বপ্ন।

ICA-D-262/2021-22

(বিপ্লব কুমার দেব)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা PMAY(G) প্রকল্পের অপেক্ষামান তালিকাভুক্ত Annexure-C নিম্নলিখিত ব্যাক্তির অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে (2019-20) PMAY(G) প্রকল্পের অধীনে আপনার নামে ঘরের অনুমোদন দেওয়ার জন্য জেলাশাসক ও সমাহর্তা (দক্ষিন ত্রিপুরা) এর অনুমোদন ক্রমে ব্লক থেকে নোটিস জারি করা হয়। কিন্ত তদন্তক্রমে আপনাকে নিজ স্থায়ী ঠিকানায় সশরীরে পাওয়া যায় নি। অতএব আপনি যদি উপরিউক্ত প্রকল্পের অধীনে ঘর পেতে ইচ্ছুক হন তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত(৭)দিনের মধ্যে নিজ নিজ যথাযথ প্রমানপত্র সহ জোলাইবাড়ী আর ডি ব্লকের PMAY(G) সেকশানে যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে। অন্যথায় আপনার নাম PMAY(G) এর অপেক্ষামান তালিকাভুক্ত (Annexure-C) থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

Contact Details:- blockdevelopmentofficerjib@gmail.com

Sl No	Name of Beneficiary	Father Name	PMAY(G) ID	Panchayat
1	DHAR MOHAN TRIPURA	BHNYARAM TRIPURA	TR1105269	PURBA PILLAK VC

ইতি নিবেদক
স্বাঃঅস্পষ্ট
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
জোলাইবাড়ী আরডি ব্লক

ICA-D-259/2021-22

PRESS NIeT. NO. 31/EE/DWS/DIVN/UDP/2021 -22, Dated. 31/0512021

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Other State PWD / Central & State Sector undertaking for the following works.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 156/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 53,91,398.00	₹ 53,914.00
2	DNIeT. No. 157/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 53,91,398.00	₹ 53,914.00
3	DNIeT. No. 158/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 53,91,398.00	₹ 53,914.00
4	DNIeT. No. 159/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 46,81,184.00	₹ 46,812.00
5.	DNIeT. No. 160/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 46,81,184.00	₹ 46,812.00
6	DNIeT. No. 161/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 46,81,184.00	₹ 46,812.00
7	DNIeT. No. 162/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 46,81,184.00	₹ 46,812.00
8	DNIeT. No. 163/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 46,81,184.00	₹ 46,812.00
9	DNIeT. No. 164/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 46,81,184.00	₹ 46,812.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 22-06-2021
Place, Time and date of opening of online bid : O/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on **22-06-2021** if possible.
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur / Kalcraban / Killa / Rig / Amarpur / Karbook/ Ompi and the website **https://www.tripuratenders.gov.in**

(ER. D. CHAKMA)
Executive Engineer
DWS Division lit-Jaipur
Gomoti District. Tlipuiil

ICA-C-866/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-15/EE/RD/TLM-DIV/21-22, Dt:01/06/2021.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M** on **15/06/2021** for **06(Six) Nos**. Construction Works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact **03825-262095/8731074766/ 9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA-C-871/2021-22

CORRIGENDUM

Date 03/06/2021

Due to unavoidable circumstances, in partial modifications to the following NIQs; the last dates of quotation submission & opening have been further extended as follows:
(i) Loading-Unloading 86 Carrying of project inputs (Ref NIQ No.F.6 (20)/DBT/ 21/ P-I/ 720-22; Dated: 03/05/2021) extended till **17/06/2021**
(ii) Supply of 2 Lit. manual water mist sprayer (Ref. NIQ No.F.6 (20)/ DBT/ 21/ P-I/ 714-16; Dated: 03/05/2021) extended till **18/06/2021**
(iii) Supply of 16 Lit. Knapsack sprayer (Ref NIQ No.F.6 (20)/DBT/ 21/ P-I/ 705-07; Date& 03/ 05/ 2021) extended till **18/06/2021**
(iv) Supply of Neem based pesticides (Ref NIQ No.F.6 (20)/DBT/ 21/ P-I/ 708-10; Dated: 03/ 05/ 2021) extended till **19/06/2021**
(v) Supply of Yellow Sticky Traps (Ref. NIQ No.F.6 (20)/ DBT/ 21/ P-1/711- 13; Dated: 03/ 05/ 2021) extended till **21/06/2021**
(vi) Supply of Nylon & PP Bag for Mushroom cultivation (Ref. NIQ No.F.6 (20J/DBT/ 21/P-I/ 717-19; Dated: 03/05/2021) extended till **21/06/2021**
In all the cases quotations shall be received up to **2.00 pm** & Technical Bids shall be opened at **2.30 pm**. All other Terms & Conditions of the NIQs shall remain unchanged.

(A.Sengupta)
Sr.SO & HoO
Directorate of Biotechnology
Government of Tripura

ICA-C-875/2021-22

NOTICE INVITING E- TENDER
PNIe-T- 12 /EE/RD/BSGD/SPJ/2021-22/ 698 dt. 03.06.2021

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division invites two bid system e-tender against **DNIe-T No: e-DT- 06/PIG/FARM/ AMTALI VC/ CE/RDD/BSG-DIV /DNIT/ 2021-22, Dated: 02/06/2021** for the **Establishment of Pig-breeding Farm at Amtali VC** under Charilam RD Block, Sepahijala District with Estimated cost: **Rs. 2,43,90,036.00** (Rupees Two Crore Forty Three Lakh Ninety Thousand Thirty Six) Only with Earnest Money **Rs.2,43,900.00** (Rupees Two Lakh Forty Three Thousand Nine Hundred) only, Tender fee **Rs.5,000.00** (Rupees Five Thousand) only. Time of Completion — 12(Twelve) months, Last Date of online bidding- **17/06/2021 up to 15.00** Hrs. For more details Bid forms and other can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in.**

(Er. Kajal Dey)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District

ICA-C-880/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রাজ্যের কোভিড সার্ভিলেন্স অফিসার ডাক্তার দীপ কুমার দেববর্মার কয়েকদিন আগেই পিতৃবিয়োগ হয়েছে। কিন্তু কোভিডের এই সঙ্কটময় সময়ে পিতৃবিয়োগের এই ব্যক্তিগত শোক এবং অশৌচ কালকে দূরে সরিয়ে রেখে নিজের কাজে মগ্ন এই চিকিৎসক। তাঁর এই দৃঢ়চেতা মানসিকতাকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কুর্নিশ জানিয়েছেন। এই মানসিকতায় ভর করেই আমারা কোভিডকে মোকাবিলা করতে সক্ষম হব বলে মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন।

মধ্যপ্রদেশের পদত্যাগ ৩ হাজার জুনিয়র ডাক্তারের

ভোপাল, ৪ জুন (হি. স.) : হাই কোর্টের নির্দেশ কাজে না ফিরে পদত্যাগ করছেন মধ্যপ্রদেশের জুনিয়র ডাক্তাররা। বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের জুনিয়র ডাক্তারদের উদ্দেশে হাই কোর্টের নির্দেশ ছিল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধর্মঘট তুলে নিয়ে কাজে ফিরতে হবে তাঁদের। অন্যথায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তারপরই পদত্যাগ করতে শুরু করেছেন ডাক্তাররা। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ডাক্তার পদত্যাগ করেছেন।

গত সোমবার থেকে এই ধর্মঘট শুরু করেছিলেন ডাক্তাররা। তাঁদের মূল দাবি ছিল, যেহেতু তাঁরা করোনা রোগীদের চিকিৎসা করছেন তাই তাঁদের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি। সেইজন্য তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। এরই পাশাপাশি তাঁদের স্টাইপেন্ড ২৪ শতাংশ বাড়াতে হবে বলেও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। হাই কোর্ট যে নির্দেশই দিক, এই দাবিগুলি না মানা পর্যন্ত জুনিয়র ডাক্তারদের এই ধর্মঘট চলবে বলে জানিয়ে দিয়েছে ডাক্তারদের সংগঠন 'মধ্যপ্রদেশ জুনিয়র ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশন'। সেই সঙ্গে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন, হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাতে উচ্চতর আদালতের দ্বারস্থ হবেন তাঁরা। নিঃসন্দেহে করোনা আবহে রাজ্যের ডাক্তারদের এই পদত্যাগের ঘটনা উদ্বেগে রেখেছে প্রশাসনকে।

এবিষয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনের সভাপতি ডা. অরবিন্দ মীনা জানাচ্ছেন, সরকার তাঁদের স্টাইপেন্ড ১৭ শতাংশ বাড়ানোর কথা জানালেও, তাঁদের দাবি ২৪ শতাংশ। পাশাপাশি গত ৬ মে মধ্যপ্রদেশ সরকার তাঁদের সব দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাই এই কর্মবিরতি চলছে ও চলবে বলেই জানাচ্ছেন তিনি। ডাক্তারদের এই ধর্মঘটে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ শিবরাজ সিং চৌহানের সরকার। রাজ্যের মেডিক্যাল শিক্ষামন্ত্রী বিশ্বাস সারং জানিয়েছেন, যেভাবে দলবদ্ধ ভাবে পদত্যাগ করতে শুরু করেছেন ডাক্তাররা তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এবং এটা ডাক্তারদের একগুঁয়ে মনোভাবেরই পরিচায়ক।

নেশা কারবারীদের ছাড়িয়ে নিতে পুলিশের উপর রাজনৈতিক চাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। নন্দন নগর এলাকা থেকে নেশা কারবারে জড়িত আটক সাতজনকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছেন শাসক দলের একাংশ নেতা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ এসডিপিও প্রিয়া মাধুরী মজুমদারের নেতৃত্বে নন্দন নগর সেনপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ব্রাউন সুগার ও ফেনসিডিলসহ সাতজনকে আটক করেছে। জানা যায় ,সেন পাড়ার বাপি সরকারের বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার ফেনসিডিল আটক করেছে পুলিশ। সেখান থেকেই সাতজন যুবককেও আটক পড়া হয়েছে।তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা গ্রহণ করেছে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেস থানার পুলিশ। নির্ধারিত ধারায় মামলা গ্রহণ করে শুক্রবার তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানা থেকে তাদেরকে যখন আদালতে সোপর্দ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন অভিযুক্তদের আত্মীয় পরিজন থানা চত্বরে এসে ভিড় করেন এবং তারা দাবি করেন যাদেরকে আটক করা হয়েছে তারা কোনোভাবেই নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত নয়। সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার যজ্ঞেশ্বর রেড্ডি জানান, বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।এন ডি পি এস মামলায় আটক সাতজনকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য বিজেপর একাংশ নেতাও তৎপর হয়ে ওঠেন। ওইসব শাসক দলের নেতারা দাবি করেন তাদের কাছ থেকে নেশাজাতীয় সামগ্রী নাকি পাওয়া যায়নি। তাদের নির্দোষ দাবি করে মুক্তির জন্য সুপারিশ করেন বিজেপির নেতারা। এ ধরনের কার্যকলাপ ঘিরে সাধারণ মানুষের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পূরণ করলেন আগরতলার ছোট্ট মেয়ে বর্ষার ইচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। আগরতলার মহেশখলার ছোট্ট মেয়ে বর্ষার মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। কিছুদিন আগে রাজধানী আগরতলার শহরতলির উত্তম দাসের মেয়ে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেনিতে পাঠরতা বর্ষা দাস মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে ফেইসবুকে একটি ভিডিও বার্তা পাঠায়। ঐ বার্তায় সে জানায় যে তার মা-বাবা ও এক ভাই এর পরিবার একটি ছোট্ট ঘরে থাকে। তার বাবার আর্থিক অবস্থা এতটাই দুর্বল যে তার পড়ার জন্য একটি টেবিল পর্যন্ত ক্রয় করতে পারছে না। এই বার্তা পাঠানোর কিছুদিনের মধ্যেই বর্ষার মা করোনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় তারা আরও বিপাকে পড়ে যায়। ঘরে পরিবারের জন্য ন্যূনতম খাদ্য সামগ্রীর ঘাটতি দেখা দেয়। তখন নিরুপায় হয়ে বর্ষা আবার ফেইসবুকে একটি বার্তা পাঠায় মুখ্যমন্ত্রীকে। সে বার্তায় তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য এবং তার অসুস্থ মা-এর জন্য ওষুধ চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানায় বর্ষা। বার্তাটি এবার নজরে আসে মুখ্যমন্ত্রীর এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন বর্ষাকে সাহায্য করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর অফিস এই নির্দেশ পেয়েই সক্রিয় হয়ে পড়ে এবং সময় না নষ্ট করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামফ্রন্টের রাজ্য আহ্বায়ক বিজন ধরকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। বামফ্রন্টের রাজ্য আহ্বায়ক বিজন ধর নিজের বক্তব্যে এখনও অনড়। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর দু'টি পোস্ট নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় মামলা হয়েছে। এরকমই একটি মামলায় শুক্রবার বিজন ধরকে আমতলি থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজন ধর বলেন, কার্যত হ্যারাসমেন্ট করতেই বিভিন্ন থানায় মামলা করা হয়েছে। এক জায়গায় করলেই তো হতো। তিনি নিজেই পোস্টের কথা উল্লেখ করে বলেন-একটিতে বাধারঘাটে বাড়ি বাড়ি হামলা হচ্ছে উল্লেখ করে তাতে যদি পুলিশ ভূমিকা গ্রহণ না করে, এলাকার সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দিয়েছিলাম। অন্যটিতে যেখানে হামলা সেখানেই প্রতিরোধের কথা বলেছিলাম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি নিজের বক্তব্যে এখনও অনড় আছি এবং আগামী দিনেও থাকবো। তিনি একদিকে বাম নেতৃত্বকে হ্যারাসমেন্ট ও অন্যদিকে গুণ্ডাদের সাপোর্ট করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন। এদিকে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বিজন ধরের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন, বিরোধী দলে তো আমরাও ছিলাম। কোনওদিন আমরা এই ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য করিনি। মানুষকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার মতো কোন বক্তব্য আমরা করিনি। অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের একটি বক্তব্যের প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, মানিকবাবু কোন বিচারক নন। বাম নেতৃত্বদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক সেটা নির্ধারণ হবে আদালতে। বিচারক যে রায় দেবেন সেটাই মেনে নেওয়া হবে। এখানে মানিকবাবু সঠিক হয়েছে বলে দাবি করার কোন যৌক্তিকতা নেই বলে মনে করেন রতন লাল নাথ।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম ক্রমেই বাড়ছে

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি.স.): দৈনন্দিন জীবনে পেট্রোল ও ডিজেলের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু ক্রমশ তা মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ক্রমশ বেড়েই চলেছে ভারতে। শুক্রবার দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই-সহ দেশের সর্বত্রই বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। শুক্রবার রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৪.৭৬ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৫.৬৬ টাকা।

দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশের পর হুমকীর মুখে সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ জুন।। বৃহস্পতিবার বগাফা ব্লকের ইঞ্জীনিয়ার কৃষ্ণ কুমার দাসের রেগার কাজের দুরনিতির সংবাদ প্রকাশের পর সাংবাদিকদের ফোনে হুমকি দেয়া শুরুকরে ইঞ্জীনিয়ার কৃষ্ণ কুমার দাস। বিগত কয়েকবছর আগে ইঞ্জীনিয়ার কৃষ্ণ কুমার দাসের নামে বিভিন্ন অভিযোগ ছিলো। অন্যের একাউন্টের টাকা নিজের কাছের লোকজনদের একাউন্টে টাকা দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে ব্লক ঘেরাও করেছিলো লোকজন। এরই মধ্যে পূর্ব বগাফা এলাকায় রেগার কাজের টাকা আত্মসাদের অভিযোগের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশের পর শুক্রবার সংবাদমাধ্যমকে ফোন করে হুমকি দেওয়া শুরু করে ইঞ্জীনিয়ার কৃষ্ণ কুমার দাস। তিনি স্পষ্ট ভাষায় সাংবাদিকদের ব্লক চত্বরে দেখেনেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। তার পাশাপাশি কৃষ্ণ বাবু সাংবাদিকদের সাংবাদিকতার পাঠ শিখাতে শুরু করেছে। দুরনিতির জন্য কৃষ্ণ কুমার দাস বিগত দিনে নিজেই চাকুরী থেকে রিজাইন দিতে চেয়েছিলো। বর্তমানে রাজ্যে পরিবর্তনের পর শাসক দলের খাতায় নাম লিখিয়ে বড় মাপের নেতা সেজে পুনরায় ব্লকের অর্থ লুটপাত শুরু করতে চলছে কৃষ্ণ কুমার দাস। কৃষ্ণ কুমার দাসের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ থাকা সত্বেও নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে প্রসাশন।

ধর্মনগর সীমান্তে বেড়া কেটে পাচার বাণিজ্য রমরমা, বিএসএফের ভূমিকায় অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে বিএসএফের আধিকারিকদের একাংশের মদতে কাঁটাতারের বেড়া কেটে বাংলাদেশে গরু পাচার করার গুরুতর অভিযোগ করেছেন সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ।বিএসএফের বিরুদ্ধে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া কেটে বাংলাদেশে গর পাচারের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ দুই বিএসএফ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। একদিকে দেশ রক্ষার্থে সীমান্তে নিয়োজিত সীমান্তরক্ষী বাহিনী যেখানে নিজের জীবন বাজি রেখে প্রতিনিয়ত প্রহরায় ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ে অন্যদিকে ধর্মনগর মহকুমার বিওপি-র এক পোস্ট কামান্ডারের বিরুদ্ধে স্থানীয় এলাকাবাসী সীমান্তের এপার-ওপারে গরুপাচারে মদত যোগানোর অভিযোগ তুললেন।ধর্মনগর বরুয়াকান্দী গ্রামের এলাকাবাসীর অভিযোগ, যখন থেকে এই এলাকার সীমান্তের বিওপিতে এই পোস্ট কামান্ডার এসেছে তখন থেকেই কিছু অবৈধ পাচারকারীদের সাথে গোপন সমঝোতার মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যেকার কাঁটাতার কেটে অবৈধ গরুপাচারে সাহায্য করে চলেছেন। প্রায়শই এভাবে রাতে গরু পাচারের পর

সকাল হতেই ঐ বিএসএফ আধিকারিক এলাকার গরিব খেটে খাওয়া লোকদের বিরুদ্ধে কাঁটা তার কেটে গরুপাচারের অভিযোগ এনে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনকে হয়রানি করা হয় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তাদের বক্তব্য ঐ আধিকারিক নিজের কার্যকলাপকে আড়াল করতেই স্থানীয়দের উপর নানা দোষ চাপান উনার সাথে আরো একজন বিএসএফের আধিকারিক জড়িত বলেও অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতেও বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটা তারের বেড়া কেটে সীমান্তের ওপারে গরু পাচার করা হয়।

তুফানিয়া লুঙ্গা এলাকায় নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ বামুটিয়া বর্ডার সংলগ্ন তুফানিয়া লুঙ্গা থেকে একটি মালবাহী অটো আটক করে প্রচুর পরিমাণ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষ যখন জীবন-জীবিকা নিয়ে দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে পড়েছেন সেই সময়ও নেশা কারবারিরা তাদের অবৈধ পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে।করোণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে সারা রাজ্যেই বর্তমানে করোণা কারফিউ বলবৎ রয়েছে। সাধারণ মানুষের চলাফেরার ওপর নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি রয়েছে। যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ। অথচ নেশা কারবারীরা তাদের নেশা কারবার অব্যাহত রেখেছে। শুক্রবার সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বামুটিয়া সীমান্ত সংলগ্ন তুফানিয়া লুঙ্গায় একটি মালবাহী অটো আটক করে প্রচুর পরিমাণ নেশাজাতীয় এসকাপ কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে। নেশাজাতীয় কফ সিরাপ সহ গাড়িটি আটক করা সম্ভব হলেও চালক পালিয়ে গেছে। পুলিশ গাড়িটি সীমান্ত এলাকা থেকে উদ্ধার করে এয়ারপোর্ট থানায় নিয়ে এসেছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রিয়া মাধুরী মজুমদার। তিনি জানান নেশাজাতীয় সামগ্রী নিয়ে মালবাহী অটোটি আগরতলার দিক থেকে বামুটিয়ার দিকে যাচ্ছিল। সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ আটক করে সাফল্য পেয়েছে। উদ্ধার করা নেশাজাতীয় এসকাপ কফ সিরাপের আনুমানিক বাজার মূল্য কুড়ি লক্ষ টাকা হতে পারে বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রিয়া মাধুরী মজুমদার।বাংলাদেশের পাচারের উদ্দেশ্যে এসব সামগ্রী সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই চক্রে জড়িতদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষা অধিকর্তার অফিসের সামনে কালো দিবস পালন করল ১০৩২৩ এর একাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুন।। রাজ্যে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মৃত্যুর মিছিল ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশত। শুক্রবার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি অফিস লেনে শিক্ষা অধিকর্তার অফিসের সামনে আজকের দিনটি কালো দিবস হিসাবে পালন করেছে।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং করোনা সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে বিশেষ অনুদান ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে। শুক্রবার অফিসে শিক্ষা অধিকর্তার অফিসের সামনে আজকের দিনটি

কালো দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি শুক্রবার আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে। করোণা বিধি মেনে মুখে কালো ফিতা ধারণ করে তারা শিক্ষা অধিকর্তার অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হোন। আন্দোলনকারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান গতকাল আরো একজন শিক্ষকের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে। এনিয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশত। মৃত্যুর মিছিল দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। চাকরিচ্যুত বহু শিক্ষক অসুস্থ অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় দিনাতিপাত করছেন। সরকার তাদের বিষয়ে এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। সরকারকে অবিলম্বে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সম্পর্কে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। চাকুরীরত শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন সরকার ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করে চলেছে। টানা পনের মাস ধরে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রতি রোজগার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে রয়েছে। যেসব চাকরিচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে তাদের প্রত্যেকের পরিবারে একটি সরকারি চাকরির প্রদানের জন্যও তারা দাবি জানিয়েছেন।সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে জীবন জীবিকার স্বার্থে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

১০ জুন বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ৪ জুন (হি. স.): আগামী ১০ জুন বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ রহতে চলেছে। তবে আগামী বৃহস্পতিবারের এই সূর্যগ্রহণ ভারত থেকে সে ভাবে দেখা যাবে না বলেই জানাচ্ছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। চলতি বছরেরেই ৪ ডিসেম্বর পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে। তবে সেটিও ভারত থেকে দেখা যাবে না। গত ২৬ মে, বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে চলতি বছরের প্রথম চন্দ্রগহণ ছিল। জ্যোতির্বিদ্যায় বলা হয়েছে, ২০২১ সালে মোট চারটি গ্রহণ দেখা যাবে। এর মধ্যে দুটি চন্দ্রগর্হণ ও ২টি সূর্যগ্রহণ হবে। জ্যোতিষবিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, চন্দ্রগ্রহণের টিক ১৫ দিন পর আগামী ১০ জুন হচ্ছে বছরের প্রথম সূর্যগ্রহণ। ওইদিন দুপুর ১টা ৪২ মিনিট থেকে সন্ধে ৬টা ৪১ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হবে এই সূর্যগ্রহণের সময়কাল। তবে গত চন্দ্রগ্রহণের মত এবারও নিরাশ হতে হবে ভারতকে। এবছরের প্রথম সূর্যগ্রহণের সাক্ষী থাকবে উত্তর আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রিণল্যান্ড, উত্তর কানাডা, ইউরোপ, উত্তরপিশম আফ্রিকা, এশিয়ার কিছুটা অংশ থেকে আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। কানাডিয়ানরা গ্রহণ দেখতে পাবেন মাত্র তিন মিনিট ধরে। তবে সবচেয়ে ভাগ্যবান হলেন গ্রিনল্যান্ডের অধিবাসীরা। কারণ সেখান থেকেই দেখা যাবে রিং অফ ফায়ারের সম্পূর্ণ ঘটনাটি। ভারতের অরুণাচল প্রদেশ ও লাদাখের কিছু অংশ থেকে আংশিক গ্রহণ দেখা যাবে বলে জানা গিয়েছে।প্রসঙ্গত, এই সূর্যগ্রহণের পূর্ণগ্রাস না হলেও রিং অফ ফায়ার গ্রহণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে নাসা জানিয়েছে, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যিখানে চাঁদ এমনভাবে চলে আসবে যে ৯৫ শতাংশ সূর্যের উপর চাঁদের ছায়া পড়বে। সূর্যের উপর পুরোপুরি চাঁদের ছায়া পড়বে না। ফলে এই গ্রহণে রিং অফ ফায়ার দেখা যাবে। অনেকটা উজ্জ্বল হিরের আংটির মত দেখতে লাগবে এই গ্রহণ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।